উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৭,৫০৫.৯৬ (+৭৪৬.১৭)

নিফটি : ২৩,৪৮২.১৫ (+২৩২.৬৫)

রংদার

উত্তরবঙ্গের সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক চোমং লামার শতবর্ষ এবারই। মানুষটার আসল নাম ছিল বিমল ঘোষ। সরস্বতীপুজোর দিন প্রচ্ছদে সরস্বতীর এক বরপুত্র।

মানুষের স্বর চোমং লামা

নয় থেকে বারোর পাতায়

বাজেটে উপেক্ষিত রেল

এবারের বাজেটে ভারতীয় রেল কার্যত উপেক্ষিতই থাকল। গতবারের মতো এবারও বরাদ্দ ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকা। তবে কলকাতায় মেট্রোর জন্য বিশেষ বরাদ্দ।

১৭

শাড়িতেও বিহার-প্রীতি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ক্রিম রংয়ের মধুবনী শাড়ি পরে এবারের বাজেট পেশ করলেন। মধুবনী চিত্রকলাশিল্পী দুলারি দেবীর দেওয়া।

১৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৬° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

অসৌজন্যের শিকার ঋদ্ধিমান

ইডেনে জীবনের শেষ ম্যাচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে জয়ের দিনেও ঋদ্ধিমান সাহাকে শুভেচ্ছা জানাতে সিএবি'র তরফে কেউ হাজির ছিলেন না। ঘটনাটি নিয়ে ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন।

১৯

১৯ মাঘ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 2 February 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 254

দারিদ্র্যে বসতে লক্ষ্মী

জনহিতকর

আয়করে ছাড়

- আয়কর আইনের ৮৭এ অনুচ্ছেদের আওতায় বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত
- চাকরিজীবীদের স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেড়ে ৭৫ হাজার। তাঁদের ক্ষেত্রে করমুক্ত বাৎসরিক আয় ১২.৭৫ লক্ষ টাকা
- প্রবীণদের আয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেড়ে ১ লক্ষ টাকা

“ভারতের উন্নয়নযাত্রাকে আরও মসৃণ করবে কেন্দ্রীয় বাজেট। আমরা তরুণদের জন্য অনেক পথ খুলেছি।

-নরেন্দ্র মোদি

নতুন করকাঠামো

বার্ষিক আয়	করের হার
০-৪ লক্ষ টাকা	শূন্য
৪-৮ লক্ষ টাকা	৫ শতাংশ
৮-১২ লক্ষ টাকা	১০ শতাংশ
১২-১৬ লক্ষ টাকা	১৫ শতাংশ
১৬-২০ লক্ষ টাকা	২০ শতাংশ
২০-২৪ লক্ষ টাকা	২৫ শতাংশ
২৪ লক্ষের বেশি	৩০ শতাংশ

স্বাস্থ্য

- ৩ বছরের মধ্যে দেশের সব জেলা হাসপাতালে ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র
- ৩৬টি দুরারোগ্য রোগের ওষুধ করমুক্ত
- ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শতাংশ কর ছাড়
- মেডিকেল কলেজগুলিতে ৫ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধি

শিক্ষা

- ১৮ লক্ষ পড়ুয়ার জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প
- মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা
- বিভিন্ন ভাষার বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা
- সরকারি স্কুলগুলিতে ৫০ হাজার ল্যাব
- সহজে শিক্ষাঋণ
- গবেষণা খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ
- পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি টাকা
- বিহারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি স্থাপন

কৃষি

- শস্য সংরক্ষণে গুরুত্ব
- ধনধান্য কিষান যোজনার আওতায় আরও ১০০ জেলা। উপকৃত হবেন ১.৭ কোটি কৃষক
- খাদ্যসংকট ঠেকাতে বীজ সংরক্ষণ
- কিষান ক্রেডিট কার্ডে ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৫ লক্ষ টাকা
- মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

পরিকাঠামো

- ১২০টি বিমানবন্দর নির্মাণ
- পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যগুলিকে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার সুদহীন ঋণ
- মডিউলার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের জন্য বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা
- রেল সুরক্ষায় ১ লক্ষ কোটি টাকা
- সড়ক নির্মাণে ২.৮৭ লক্ষ কোটি
- নগর পুনর্নির্মাণে বরাদ্দ ১ লক্ষ কোটি টাকা

দাম বাড়ছে

- স্মার্ট মিটার
- সোলার সেল
- বিদেশ থেকে আমদানি করা জুতো
- বিদেশি আলো
- বিদেশ থেকে আনা জলযান
- বয়নশিল্পে ব্যবহৃত ফেব্রিক

দাম কমছে

- এলইডি/এলসিডি টিভি
- মোবাইল/ মোবাইল চার্জার / ইউএসবি কেবল
- জীবনদায়ী ওষুধ
- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- প্ল্যাটিনাম গয়না
- বৈদ্যুতিন খেলনা
- ইভি ব্যাটারি / লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি
- বরফজাত মাছ
- দেশে তৈরি পোশাক
- চামড়ার বেল্ট, জ্যাকেট, জুতো
- জাহাজ তৈরির সরঞ্জাম

গ্রাফিক্স : তপু দেবনাথ

ভোটের বাজেটে বঞ্চনা বাংলাকে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে মোটের ওপর এক দশকের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও নির্মলা সীতারামন চমক দিয়েছেন আয়কর ছাড়ে। শনিবারের বারবেলায় মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তকে আশাতীত উপহার দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। যাতে বছরে ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কর দিতে হবে না।

বাজেট ভাষণে সীতারামন বলেন, 'মধ্যবিত্ত আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। তাদের ওপর করের চাপ কমাতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। নতুন কর কাঠামোর আওতায় ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হবে না। মধ্যবিত্তদের ওপর সরকারের আস্থা রয়েছে।' তাঁর কথার রেশ ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বাজেটকে আমআদমির বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, 'এই বাজেট প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বপ্নপূরণ করবে।'

দিনকয়েক বাদে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তারপর বছর শেষ হওয়ার আগে বিহারে বিধানসভা ভোট। দুই রাজ্যেই জিততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মধ্যবিত্ত ভোটের। সন্দেহ নেই সেই নির্বাচনগুলিতে বিজেপিকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাতে পদক্ষেপ করা বল কেন্দ্রীয় বাজেটে। মধুবনি নকশার শাড়ি পরে সীতারামন যখন লোকসভায় আয়করে ছাড় ঘোষণা করছিলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই টেবিল চাপড়ে অভিনন্দনের ঝড় তোলেন শাসক শিবিরের সাংসদরা।

বিরোধী বেঞ্চে যেন তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। যদিও অধিকাংশ বিরোধী দল এদিন বাজেট পেশের আগে অধিবেশন বয়কট করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্য এই বাজেট থেকে প্রায় কিছুই পায়নি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাজেটে নজর। শনিবার বালুরঘাটে। -মাজিদুর সরদার

আয়কর ছাড়ে উচ্ছ্বাসের কিছুই নেই

সুগত মারজিৎ

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আমি আপ্লুত হওয়ার মতো কিছু দেখছি না। যেদিন বাজেট পেশ হয়, সেদিন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তাই এই মুহূর্তে বাজেটের বিশ্লেষণ কার্যত অসম্ভব। আসলে বাজেটে কর বা অন্য কোনও পদক্ষেপ বা ঘোষণা করা হলে তা ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখা উচিত, সেই লক্ষ্যে সরকার পৌঁছাতে পারল কি না। এদেশে এরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই বাজেটে ঘোষিত ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিজেপিকে গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি হিপ্পির

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১ ফেব্রুয়ারি : তুফানগঞ্জে দলীয় সভা থেকে বিজেপিকে গর্তে ঢুকিয়ে সেই গর্ত সিল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। সেইসঙ্গে বিজেপির দখলে থাকা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখলেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা সভাপতি। তবে, এদিনই প্রথম নিজেদের কলতলার ঝগড়া থেকে বিরত থাকেন তৃণমূল নেতারা। বরাবরই তুফানগঞ্জ বিজেপির শক্তঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তাই শনিবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় এলাকায় তুফানগঞ্জ বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভা থেকে মূলত বিজেপিকেই টার্গেট করেন জগদীশ বসুনিয়া, উদয়ন গুহ, অভিজিৎরা। কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনার কথা তুলে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করতেও শোনা যায় কোচবিহারের সাংসদকে।

এদিন সভামঞ্চ থেকে তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভাকে নিশানা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'বিধানসভা এমন একটি জায়গা যেখানে বিরোধী বিধায়কদের কাজ নিজেদের এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি সভায় দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা প্রমাণ করে দেখান যে একদিনের জন্যও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জালধোয়া সেতুর দাবি বিধানসভায় তিনি তুলে ধরেছেন?' তিনি প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দিয়ে বিজেপিকে একটিও ভোট না দেওয়ার ডাক দেন। উদয়ন বলেন, 'মানুষের যাতায়াতের ভোগান্তি দূর করতে ওই জালধোয়া সেতু রাজ্য সরকার করে দেবে। তাই বিজেপিকে আর একটাও ভোট নয়।'

১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা মিলিয়ে তুফানগঞ্জ বিধানসভা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ ও ২, বারকোদালি-১ ও ২ এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি জেলা পরিষদ আসন জয়লাভ করে বিজেপি। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় বারকোদালি-২ গ্রাম দখল করে নেয় তৃণমূল। এখনও তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে থাকায় এদিন সভায় জেলা সভাপতির ধমকের মুখে পড়তে হয় ওই অঞ্চলের সভাপতিদের।

অভিজিৎ বলেন, 'বর্তমানে তুফানগঞ্জে বিজেপি গর্তে ঢুকেছে। ভোটের সময় তারা বেরিয়ে আসবে। এখনই সেই গর্ত সিল করে দিতে হবে।' বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দখলের জন্য কাল

এরপর চোদ্দোর পাতায়

তৃণমূলের বিধানসভাভিত্তিক কর্মী সম্মেলন তুফানগঞ্জে। শনিবার।

উপেক্ষিত উত্তরের চা শিল্প

নবনীতা মণ্ডল ও শুভজিৎ দত্ত

নয়াদিল্লি ও নাগরাকাটা, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে যথারীতি বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও চা শ্রমিকরা। সংকটে থাকা চা শিল্পের জন্য কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করেননি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বন্ধ বাগান খোলা, চা বাগানের পরিকাঠামো বা চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও কোনও বরাদ্দ হয়নি।

ঠিক কী প্রত্যাশা ছিল ধুঁকতে থাকা উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলির? শ্রমিক থেকে মালিক দুই পক্ষই চেয়েছিল, চা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য গঠনমূলক পদক্ষেপ। স্বল্প সুদে কার্যকরী মূলধনের জোগান। পাশাপাশি চা বাগানগুলির নানা উন্নয়নমূলক খাতে ভরতুকি। নানা ধরনের সামাজিক প্রকল্পকে প্রত্যন্ত এলাকার চা শ্রমিকদের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয় কি না, নজর ছিল সেদিকেও। দিনের শেষে সেসব কিছুই পূরণ হয়নি।

বাজেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, দিল্লিতে চিনি বা গমের মতো এমন কোন লবিও নেই যাঁরা চা-কে বাজেটে নিয়ে আসার জন্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তবুও নিজেদের দীর্ঘদিনের দাবি মোতাবেক চা, কফির মতো বাগিচাশিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বজনের সঙ্গে সামান্য কারণে তর্কবিতর্ক শান্তি বিঘ্নিত করবে। কোনও কূটবুদ্ধির স্বজনের কারণে সংসারে অশান্তি হবে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। বিদেশে বাসরত সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে স্বস্তি। শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে দুর্ভোগ বাড়বে। অতি আবেগ ত্যাগ করুন। দাম্পত্যে সমস্যা তৈরি হতে পারে।
বৃষ : মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বিষয়-আশয় নিয়ে সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মসূত্রে আটকে থাকা কোনও কাজ নিজের প্রচেষ্টাতেই সফল করে প্রশংসাপ্রাপ্তি।
মিথুন : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের অশান্তি কেটে যাবে। প্রেমে শুভ।
কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তিগণ কোনওরকম সিদ্ধান্ত নিতে হলে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ অবশ্যই করে নেবেন। সপ্তাহটি পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কাটবে। ব্যবসায় এখনই লগ্নি নয়।
সিংহ : কোনও কারণে কাজের প্রতি অনীহা আসতে পারে। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ভোগবিলাসে ব্যয় বাড়বে। পিঠের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। সংস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন।
কন্যা : ব্যবসায়িক কারণে দূরে যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ সমস্যা এলেও তার সমাধান হবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। বকেয়া পাওনা উদ্ধারে জোরাজুরি করতে যাবেন না। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন।
তুলা : ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যক্তি হলে নতুন কোনও সুযোগ পাবেন। দাম্পত্য সম্পর্কে বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। সৃজনমূলক কাজের স্বীকৃতি মিলবে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। পথে চলতে সাবধান থাকুন। প্রেমে শুভ।
বৃশ্চিক : বাড়তি উদ্যম কাজ শেষ করতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রশংসিত হবে। সংস্কারে পড়শির বাধা সমস্যা তৈরি করতে পারে।
ধনু : সন্তানের প্রতিভার বিকাশ লক্ষ করে খুশি হবেন। এ সপ্তাহে বেশ কিছু ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। পুরোনো সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হবেন। কোনও দুষ্ট ব্যক্তির প্রলোভনে পড়ে যেতে পারেন। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয়।
মকর : ভালোমন্দে মিলে যাবে সপ্তাহটি। ব্যবসায় আশানুরূপ অর্থাগম না হলেও, নতুন কোনও বরাত লাভ হতে পারে। বাবা ও মায়ের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। দাম্পত্যে বিগত দিনের ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনওরকম লোভনীয় আর্থিক প্রস্তাব এলে ভেবে সিদ্ধান্ত নিন।
কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা আপনার কাছাকাছি আসবেন। যে কোনও কাজ করার আগে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়াই শ্রেয়। অসৎসঙ্গে থাকার কারণে ক্ষতি হতে পারে।
মীন : প্রিয়জনের কোনও শুভসংবাদ আপনাকে আনন্দ দেবে। আয়ের দিক থেকে খুশি হতে পারবেন। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সাবধান। প্রযুক্তিবিদ এবং ডাক্তারদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে পূরণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৩ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ১৯ মাঘ, সংবৎ ৪ মাঘ সুদি, ৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৫।২১। রবিবার, চতুর্থী দিবা ১২।১৪। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২৪। শিবযোগ দিবা ১২।২৯। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।১৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।৭ গতে বালবকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈঋতে, দিবা ১২।১৪ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।২৯ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৯ গতে ৩।৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৩৮ গতে নৈঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১২।১৪ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।১৪ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১।১৪ গতে অন্নপ্রাশন বিপণ্যারম্ভ হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫১ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২২ গতে ৭।১৩ মধ্যে ও ১২।১৪ গতে ৩।৩৫ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৯।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে।

হুজুরের মেলার প্রস্তুতি

অমিতকুমার রায়

হুজুরের মাজারের চূড়া সংস্কার চলছে। শনিবার হলদিবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

হলদিবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শুরু। ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি হলদিবাড়ি হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণে ৮১তম হুজুর সাহেবের মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এবছরের ৮১তম এক্রামিয়া ইসালে সওয়াবের আয়োজন ঘিরে ইতিমধ্যে মেলা প্রাঙ্গণে সাজোসাজো রব শুরু হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মেলা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কমিটির কর্মকর্তারা কয়েক দফায় প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবছর এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি এই মেলার আয়োজন করে। হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণের প্রায় ৩৩ বিঘা জমির উপর মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার ব্যবসায়ী নিজেদের পসরা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে দোকান দিয়ে বসেন। দু'দিনব্যাপী এই মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর জমায়েত হয়। উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক সহ নেতা-মন্ত্রীরাও মেলাতে অংশ নেন। দু'দিনে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এমন মেলার আয়োজন নিয়ে কমিটির কর্মকর্তা সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চাপের মুখে পড়তে হয়।

হুজুরের ইসালে সওয়াবকে কেন্দ্র করেই এই মেলার আয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ হুজুরের মাজার। হুজুরের বংশধররা সেই মাজারের দেখভাল করেন। বংশধরদের তরফে মেলার উদ্দেশ্যে হুজুরের মাজারের সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। মাজারের চূড়ার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান বললেন, 'মাইক ও পোস্টারের মাধ্যমে মেলার প্রচার শুরু করা হয়েছে। মেলার দানঘর সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।' আরেক সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম সরকারের কথায়, 'মেলা উপলক্ষ্যে পুরসভার তরফে মাজার চত্বরের দুটি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্ত দপ্তরের তরফে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের রাজ্য সড়ক চওড়া ও সংস্কার করা হচ্ছে।' কমিটির সদস্য সামসের আলি সরকার, কমল প্রধান জানিয়েছেন, মেলা চলাকালীন বিদ্যুতের সমস্যা রুখতে মেলা প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত খুঁটি দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। শৌচাগার ও পানীয় জলের উৎসের সংস্কার করা হচ্ছে।

কী কী সংস্কার

- মাজারের চূড়ার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে
- মেলার দানঘর সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করা হচ্ছে
- মাজার চত্বরের দুটি রাস্তা সংস্কার শুরু করা হয়েছে
- মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের রাজ্য সড়কও চওড়া হচ্ছে

আচার্যকুলমে দীক্ষারোহণ অনুষ্ঠান

হরিদ্বার, ১ ফেব্রুয়ারি : হরিদ্বারের প্রথমসারির আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আচার্যকুলমের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের দীক্ষারোহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। শুক্রবার বৈদিক পদ্ধতি মেনে মোট ৯৭ জন শিক্ষার্থী রামদেবের উপস্থিতিতে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৫৭ জন ছাত্র এবং ৪০ জন ছাত্রী। যজ্ঞ এবং মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে হয় দীক্ষারোহণ। শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ এবং যোগশিক্ষা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন রামদেব। আচার্যকুলামের পরিচালন পর্ষদের সহ সভাপতি ঋতাম্ভরা শাস্ত্রী এবং অধ্যক্ষ স্বাতী মুন্সি আসন্ন বোর্ড পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পতঞ্জলি সংস্থার সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের ইনচার্জ রাকেশ মিত্তাল, পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন স্বামী আর্যদেব প্রমুখ।

পাত্র চাই

■ জেনারেল, Datta, 30, শিলিগুড়ি নিবাসী, কনিষ্ঠা কন্যা, Graduate, পিতা রিটায়ার্ড, মাঙ্গলিক (পুজো করা), সিংহ রাশি, নরগণ, মকর লগ্ন। ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। সময় : 11 A.M. - 1 P.M., অভিভাবক ও পাত্র যোগাযোগ করবেন। 7872142894. (C/113393)
■ পাত্রী B.D.S (Dental Surgeon), 5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, পিতা ডাক্তার, সুদর্শন ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 7908574129. (C/114582)
■ বাবা, মা Retd., সাহা, 32/5'-4", ফর্সা, M.Sc., B.Ed., একমাত্র মেয়ে, স্বঃ/অসবর্ণ চাকুরে পাত্র চাই। (M) 6296397372. (B/S)
■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, M.A., B.Ed., CTET, 27/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। 32 অনূর্ধ্ব শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8945924769. (C/114573)
■ সুবর্ণবণিক, Gen., ২৯+/৫'-১", B.Tech., দেবারিগণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, পিতা অবঃ ব্যাংককর্মী, মধ্যবিত্ত পরিবার, উঃ দিনাজপুর নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী/ব্যাংককর্মী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ৩১-৩৩ বয়সের মধ্যে নেশাহীন, সৎ, মানবিক গুণসম্পন্ন Gen. সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ 9434458781. (সন্ধে ৬টা-৮টার মধ্যে)। (C/114910)
■ কায়স্থ দে, 25+/5'-2", B.A., Eng. Hons., GNM Pass, CHO কর্মরত পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে পাত্র চাই। কোচবিহার/আলিপুর অগ্রগণ্য। (M) 9735579494.
■ সরকার (শিল), 30/5'-3", B.A., Com. Dip. প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 7477780979. (D/S)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী কর্মকার (চৌধুরী), 24/5'-3", B.A. Pass, সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9434887440. (C/114902)
■ রাজবংশী, ঘরোয়া, সুশ্রী, 28+/5'-3", M.Sc. (Math), Wireless Operator (WBP), জলপাইগুড়িতে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8967838404, 9434686628. (C/113184)
■ কায়স্থ, M.A., B.Ed., Primary Teacher, 35/5'-3", সুশ্রী, জলপাইগুড়ি সদরে কর্মরতা। স্থানীয় উপযুক্ত স্থায়ী চাকুরে 38 মধ্যে পাত্র চাই। (M) 8250470063. (B/S)
■ ব্রাহ্মণ, 28, M.A. (বাংলা), 4'-10", একমাত্র কন্যার চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 34 পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474625402. (S/C)
■ EB কায়স্থ, 32, মাঙ্গলিক, ডাঃ B.H.M.S., MBA, সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা। অনূর্ধ্ব 35, ডাঃ/ইঞ্জিঃ/ব্যাংক অফিসার/পদস্থ কর্মী, মাঙ্গলিক, স্বর্ণ/প্রবাসী চলিবে। (M) 8617686831. (C/113183)
■ বণিক, M.Sc., B.Ed., 5'-3"/30 বৎসর, ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য (SC/ST বাদে), কোনও সংস্থা নিঃস্প্রয়োজন। Cont : 9851064270 (4 P.M.-10 P.M.). (C/114901)
■ পূঃ বঃ, পাত্রী কায়স্থ ঘোষ, দেবগণ, কন্যা রাশি, 27+/5'-3", B.Sc. (Hon.), ফর্সা, সুন্দরী, ভদ্র পরিবার, সরকারি LIC-তে Group-C পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/কেঃ সঃ/রাঃ সঃ (বিমা/ব্যাংক/রেল) চাকরিজীবী উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রপরিবার, অনূর্ধ্ব 32, যোগ্য কায়স্থ পাত্র (পূঃ বঃ) কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। মাঙ্গলিক চলবে না। (M) 9932031917. (C/114396)

পাত্র চাই

■ মালবাজার নিবাসী, 27+/5'-2", কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। (M) 8250448826. (B/B)
■ কায়স্থ, ৩৯/8'-৯", H.S, ফর্সা, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর চাকরি অথবা বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7557859365. (B/B)
■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., ব্রাহ্মণ, সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8768218905. (C/114923)
■ পাত্রী কায়স্থ, মেষ রাশি, দেবগণ, তত্বঋষি গোত্র, 32, B.A. পাশ, কম্পিউটারে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, নামমাত্র ডিভোর্সি। 35-36 মধ্যে চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832024533, 9832062996. (C/114917)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ ঘোষ, 35/5'-4", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ সুচাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9635540357. (C/114913)
■ নমশূদ্র, 1986, 5'-5", PG MEd. শিক্ষিকা, ডিভোর্সি, উপযুক্ত পাত্র চাই। M.No. 8327579093, 9933025895. (C/113694)
■ কায়স্থ (নন্দী), 26+/5', B.Ed. মুম্বই থেকে, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য কায়স্থ পাত্র চাই। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9702659705. (C/113770)
■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

পাত্র চাই

■ পাল, 35+/5'6", M.A, D.El.Ed, ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী, জেনারেল 40 মধ্যে সঃ চাকুরী/সুব্যবসা পাত্র কাম্য। 7908243994 (M-112666)
■ কায়স্থ, 28+/5'03", MSC, Math (H), B.Ed গঙ্গারামপুর নিবাসী সরকারি চাকুরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। মো 9932477367 (M - CH)
■ কায়স্থ, পরাসর গোত্র, 30/5'-2", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। মোঃ 9434058842. (C/114915)
■ বালুরঘাট, বসাক 30/5'4" M.A, B.Ed, D.El, Ed, ফর্সা, নিকটবর্তী এলাকার স্থায়ী সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। 9635114804 (M - 112667)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/114448)
■ ভাওয়াল, বারুজীবী, 32+/5'-7", B.A., D.El.Ed., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 23-28'এর মধ্যে মধ্যবিত্ত, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7501424746. (B/S)
■ কায়স্থ, 31+/5'-6", MBA, গুরগাঁও MNC-তে H.R., ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, ২১-২৮, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9733228905. (P/S)
■ শীল, 41/5'-4", গ্রুপ-A অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9832385406. (C/114596)
■ 33/5'-5", কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 8597519854. (B/S)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33, B.Pharm, MBA (Finance) পাঠরত। 5'-10", সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8927457245. (S/C)
■ দাবিহীন, ব্যবসায়ী, H.S., 5'-8"/45, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। Ph : 8761973747, Time : 10 A.M. - 6 P.M. (C/114901)
■ কায়স্থ, 30+, M.A., B.Ed., 5'-7", রাজ্য সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী (25-29) পাত্রী কাম্য। (M) 9635611782. (S/C)
■ কায়স্থ, 36/5'-8", M.Sc., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষক, সুদর্শন, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7029814908. (C/114701)

পাত্রী চাই

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী (SC), ৩৮/৫'-৭", পিএইচডি (এআই) ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি, আয়ারল্যান্ড। বর্তমানে আর্মস্টারডামে (ইউরোপ) বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ এবং কারিগরি শিক্ষা অগ্রগণ্য। ঘটক/বিবাহ প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434102976. (C/114912)
■ M.A., B.Ed., ব্রাহ্মণ, 5'-10"/34+, Vocational Teacher, 30-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই (উত্তরবঙ্গ)। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। Mob : 7585843491. (C/113187)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ঘোষ, 30+/5'-11", B.Tech. Eng. বাড়িতে English Medium Students 5-12 class পড়ানো হয়, নিজের Institution আছে। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 8514031800. (C/113690)
■ জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, ২৮+/৬', মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত পাত্রের জন্য স্বর্ণ, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9134092130, 8637818205. (C/113697)
■ বারুজীবী, বয়স 37+/5'-7", BPEd., ধূপগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত ও ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8158912469. (A/B)
■ অধ্যাপক, বয়স 37, উচ্চতা 5'-8", উপযুক্ত পাত্রী চাই। ফালাকাটা। (M) 9749244255. 9C/114916)
■ পাত্র সাহা (48), অবিবাহিত, কেঃ সরকার (M.H.A) পেনশনভোগী, ইচ্ছুক পাত্রী যোগাযোগ করিবেন। 9434062943, 8695721032. (C/114909)
■ পাত্র পূঃ বঃ বারুজীবী, শাণ্ডিল্য, উঃ দিঃ, ৩০/৫'-৭", কেঃ সঃ স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত, ২৪/২৫, সুশ্রী, স্নাতক+, স্বর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) ৯৮৫১৭৮৩৬০৫. (S/N)
■ পাত্র কায়স্থ, ডিভোর্সি, প্রফেসর, ৩৯, উপযুক্ত পাত্রী/বিধবা সন্তানহীন পাত্রী চলবে। (M) 8010070197. (D/S)
■ 31/5'-4", সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 25 ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8584856482. (C/114920)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 33, B.Com. (H), কনভেন্ট, 5'-4", দেবগণ, বেসরকারি চাকুরে, নিজস্ব বাড়ি। সুমুখশ্রী, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9382252509. (C/114809)
■ কায়স্থ, 25/5'-8", MBA করা, MNC-তে কর্মরত সুপাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9641405424. (C/114809)
■ সাহা, 31/5'-8", M.Sc., গভঃ এগ্রিকালচার অফিসার পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের সুপাত্রী চাই। জাতিভেদ নেই। (M) 7003763286. (C/114809)
■ ব্রাহ্মণ 34/6' বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, মালদা নিবাসী শিক্ষিত সুশ্রী পাত্রী চাই। 29 মধ্যে চাকুরিরতা হলেও চলিবে। M - 7001306788 (M - 114016)
■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 32/5'-9", B.Tech., রেলের ইঞ্জিনিয়ার, গুয়াহাটিতে কর্মরত গ্রুপ A অফিসার পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9733066658. (C/114809)
■ কায়স্থ, পাল, 30/5'6", M.A, সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Mob - 9614906228 (M - 112666)
■ EB কর্মকার, 36/5'8" বালুরঘাটবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ডাঃ (BHMS, MD), অনূর্ধ্ব 30 উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোনো বিবাহ সংস্থা যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। M - 8013181265 (M - BD)
■ ব্রাহ্মণ, ২৫ বছর বয়সি, B.A পাশ, মালদা নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Ph : 8637061180/7679296567 (M - 114015)
■ ৩৫/৫'৭" কেঃসঃ চাকুরিজীবী, একমাত্র সন্তান, মিউচুয়াল ডিভোর্সী, কায়স্থ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। মো ঃ 8759758982 (M - 112667)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114809)

■ কায়স্থ, কর্মকার, 28/5'-2", প্রাইমারি শিক্ষিকা, B.Sc., D.El.Ed. পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। কোচবিহার কাম্য। (M) 8337892969. (C/113186)
■ Research Scientist AIIM's জেনারেল, ৫'-৩", ফর্সা, ৩৩, একমাত্র কন্যা, বাবা-মা পেনশনার। উপযুক্ত পাত্র চাই। 8670407393. (C/114585)
■ রায়গঞ্জ, জেনারেল, 34/5'-3", M.Sc., B.Ed., Botany, রায়গঞ্জে সঃ হাইস্কুলে IX-X শিক্ষিকা, রায়গঞ্জে সঃ চাকুরে পাত্র চাই। 9382351830. (C/114576)
■ নমঃ, ৩১/৫'-১", B.Tech., H.S. স্কুল শিক্ষিকা (Vocation), ব্যাংক ম্যানেজারের কন্যা, জলঃ নিবাসী, চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য, জলঃ শহর অগ্রগণ্য। (M) 9832543491. (C/113688)
■ 30/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc., B.Ed., ময়নাগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী/উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 7699258599. (K)

■ কায়স্থ, ৩৫/৫'-২", M.Sc., B.Ed., স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি পাত্র চাই। (M) 9832034918. (C/114808)
■ ঘোষ, কায়স্থ, 26/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। (M) 9476312575, শিলিগুড়ি। (C/114808)
■ রাজবংশী, 22/5'-3", গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য দাবিহীন সুপাত্র চাই। (M) 9593965652. (C/114809)
■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, পিতা রিটায়ার্ড ব্যাংককর্মী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9432076030. (C/114809)
■ ব্রাহ্মণ, সুশ্রী 28, 5'2", M.A (Geo), B.Ed কন্যারাশি, দেবারীগণ, মালদহ নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য 33 অনূর্ধ্ব সুশিক্ষিত ও সুউপায়ী/প্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সুপাত্র কাম্য। মালদহ শহর অগ্রগণ্য। (ঘটক নহে) M - 8101871064 (M - ED)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, 29+/5'-6", M.Pharma, MNC ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্র। ব্যাঙ্গালোর, পুনে, হায়দরাবাদে কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। M, (W/A) 8436548666, ম্যাট্রিমনি ব্যতীত। (C/114574)
■ মহন্ত (নিরামিষভোজী), 33/5'-4", M.A., B.Ed., কোচবিহার নিবাসী। সঃ অস্থায়ী কর্মী/প্রতিমার নিজস্ব কারখানা। শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8250622097. (C/114587)
■ কায়স্থ, 38, (স্বল্পকালীন ডিভোর্সি), বেসরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7098381711. (C/114595)
■ বণিক, 33/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/113767)

■ কোচবিহার নিবাসী, গন্ধবণিক, 31/5'-6", B.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832199100. (D/S)
■ পাত্র 32+, MD (Medicine), সুদর্শন, ফর্সা, সুন্দরী ও মেধাবী পাত্রী চাই। Doctor অগ্রগণ্য, SC, OBC বাদে। 9064800572. (C/114598)
■ SC, 38/5'-6", M.Sc., Ph.D. (Optometrist), নেশাহীন, কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট, নার্সিংহোম, ক্লিনিক। আলিপুরদুয়ারে পৈতৃক বাড়ি, ডিভোর্সি (সাত বছরের সন্তান আছে)। কলকাতায় থাকতে ইচ্ছুক, 30 বছরের মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9734301720. (C/113769)
■ ফালাকাটা নিবাসী, দুবাইতে কর্মরত পাত্রের 31/5'-11" জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী চাই, দেবনাথ অগ্রগণ্য। নিজ জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9593612243. (B/S)

■ ৩১+/৫'-৬", এমএ, বিএড, ভারতীয় রেল (ট্র্যাক মেইনটেনান্স) কর্মরত, ধূপগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ২৪-২৮ বছর বয়সি, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য)। (M) 9832444140. (C/114904)
■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 33/5'-11", B.Sc., শিক্ষকতা, শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত অনূর্ধ্বা 30 যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 8597767440. (C/114803)
■ কায়স্থ, 35/5'-8", B.Sc.(H), সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য কায়স্থ/ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 8918942953. (C/114803)
■ কায়স্থ, 34/5'-8", MCA (N.B.U), B.Ed., ICT কম্পিউটার শিক্ষক (সঃ বিঃ), শিলিগুড়ি শহরে নিজস্ব বাড়ি। মা পেনশনার, একমাত্র সন্তানের জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9002408438. (C/114803)
■ ব্রাহ্মণ, B.Com.(Hons.), BLisc, 36/5'-11", কর্পোরেট সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 32 পাত্রী চাই। (M) 9932777706. (C/114597)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯/৫'-৮", B.Tech., MNC-তে কর্মরত, গন্ধবণিক, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ (M) 9474360346. (B/B)
■ কায়স্থ, 33/5'-6", প্রাঃ কোঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, পিতা ডিফেন্স রিটায়ার্ড, সুপাত্রী কাম্য। (M) 8768882432, মাল। (B/B)
■ শিলিগুড়ি, ঘোষ, 40+/5'-5", Double M.A., B.Ed., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9474180573. (M/M)

■ বারুজীবী, 32/5'-5", M.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Ph : 7384896030, 9679716006. (C/113691)
■ ক্ষত্রিয়, 31+/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্র, সুদর্শন। পুলিশ অফিসার। মাতুল বংশ ব্রাহ্মণ। সুশ্রী, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের 24-28 বছরের মধ্যে স্বঃ/অসবর্ণের পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন-9641572084. (C/113693)
■ কুলীন ঘোষ, 30/5'-11", সুদর্শন, চুক্তিভিত্তিক পদে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। মোঃ 9832767020, 3 P.M. - 9 P.M. (C/114906)
■ কায়স্থ, 5'-6", M.A., B.Ed., সুদর্শন, হিন্দু, সরকারি অস্থায়ী চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9434410862. (C/114908)
■ বসাক, 38/5'-5", M.Sc., MLis. NET, SET উত্তীর্ণ, সঃ চাকরিরত (Gr.-A, UGC Scale) পাত্রের জন্য 28-35'এর মধ্যে শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, স্বঃ/অসঃ কোচবিহার বা তদসংলগ্ন এলাকার পাত্রী কাম্য। সঃ চাকরিরতাও চলবে। (M) 9800785339. (C/113185)
■ জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, কাশ্যপ, ৩২+/৫'-৭", M.A., B.Ed., নিজস্ব দু'তলার নীচে গ্রোসারি সপ ও চাউলের পাইকারি/খুচরো ব্যবসায়ী। মাসে আয় ৩০-৪০ হাজার। ৫'-২"/২৩-২৭ মধ্যে সুন্দরী (সুমুখশ্রী) পাত্রী চাই। পেনশনভোগী অফিসারের একমাত্র পুত্র। সত্বর বিবাহ। 9635721417. (C/113696)

তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রত্যাশা অনেক থাকলেও, কী পেল উত্তরের কৃষি, শিল্প ও পর্যটন? অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী, পর্যটনে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাকে জুড়তে উড়ান প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। হোমস্টের ক্ষেত্রে মুদ্রা লোনের ব্যবস্থা, বুদ্ধিস্ট সার্কিটে নজর, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে মাখনা বোর্ড তৈরির প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন, এগুলি বাস্তবে প্রতিফলিত হবে তো!

যথেষ্টই ভারসাম্যের বাজেট

বিজন চক্রবর্তী

বলা যায় প্রায় খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থেকেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন অষ্টম বারের মতো কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন। এবারের বাজেটের অভিমুখ কী হতে পারে সেটা শুক্রবার দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি নাগেশ্বরণের বিবৃতি পেশের পর থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আর ঠিক সেই লাইনে গিয়েই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেট পেশ করেছেন। ম্যাক্রো ম্যানেজম্যান্ট পর্যায়ে আর্থিক ঘাটতিকে ২০২৪-'২৫ সালে জিডিপির ৪.৮ শতাংশে এবং ২০২৫-'২৬ সালে জিডিপির ৪.৪ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্যমাত্র প্রশংসনীয়। ২০৪৭ বা ২০৫০-এর মধ্যে বিশ্বের প্রথম সারির অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতকে দেখাতে হলে জিডিপির ৬.৩ শতাংশ সার্বিক উন্নতি ধরে রাখলে চলবে না বলে অর্থমন্ত্রী খুব ভালোভাবেই জানেন। কৃষিক্ষেত্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, রপ্তানি বৃদ্ধি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স), মধ্যবিত্তের হাতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া, আগামীদিনে বড়সড়ো প্রভাব ফেলতে চলেছে।

মধ্যবিত্তের জন্য উৎসমূলে বিশেষ করে বর্ষীয়ান নাগরিকদের সুদ আয়ের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর কোনও আয়কর দিতে হবে না। এটা নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্তের জন্য সাশ্রয়কারী। প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য কৃষি যোজনা চালু করেছেন। সেটা সরাসরি কৃষিক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থমন্ত্রীর পেশ করা এবারের বাজেটে বেশ কিছু নতুনত্ব ধরা পড়েছে। আলাদা করে কোনও অঞ্চল বা রাজ্যের জন্য কিছু বরাদ্দ হয়নি। এটা বাজেট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারি। কিন্তু শুধুমাত্র বিহার রাজ্যের জন্য আলাদাভাবে কিছু পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এই বাজেটে অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে তুলে ধরেছে।

(লেখক অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক ও নর্থবেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক)

বিহারে মাখনা বোর্ড, খুশি হরিশ্চন্দ্রপুর

সৌরভ মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কেন্দ্রীয় বাজেট বক্তৃতায় বিহারে মাখনা বোর্ড তৈরির ঘোষণা করায় খুশির হাওয়া মালদাতেও। বিহার লাগোয়া মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরও মাখনা চাষের অন্যতম হাব। বিহারে বোর্ড গঠন হলে তার সুফল এখানেও মিলবে মনে করছেন জেলার মাখনা উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা। যদিও এলাকায় মাখনা শিল্প গড়ে তোলা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য গড়িমসিতে তাঁরা হতাশ।

প্রায় দুই যুগ আগে স্থানীয় ব্যবসায়ী পুরুষোত্তম ভগতের হাত ধরে হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা চাষের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মিললেও বাম আমলের মতোই বর্তমান তৃণমূল আমলেও এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি। পুরুষোত্তম প্রয়াত হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় মাখনা চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে ধীরে ধীরে। মাখনায় মিনারেল, আয়রন সহ একাধিক পুষ্টিগুণ থাকার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু না থাকায় এটা ইতিমধ্যেই সুপার ফুড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। গত বছরে কেন্দ্রীয় সরকার মিলেটের উপর বাজেটে জোর দিয়েছিল। এবছর বাজেটে মাখনা নিয়ে ঘোষণায় হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনাচাষি ও ব্যবসায়ীরা আশায় বুক বাঁধছেন।

তবে আনন্দের পাশাপাশি ক্ষোভও রয়েছে। সেটা এলাকায় মাখনা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে না ওঠা নিয়ে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে খবর, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, রতুয়া সহ উত্তর মালদার ছয়টি ব্লকে প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জলায় মাখনা চাষ করা হয়। এর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকাতেই চাষ হয় ২ হাজার হেক্টর জলায়। ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মালদায় মাখনা চাষ হয় ২৩ হাজার ৫০০ একর জমিতে। মাখনা হয় ৩২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন। অন্তত ২৫০ কোটি টাকার মাখনার ব্যবসা হচ্ছে। বার্ষিক টার্নওভার ৭০ কোটি টাকার বেশি।

মাখনা বৃত্তান্ত

- বিহার লাগোয়া মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর মাখনা চাষের অন্যতম হাব
- উত্তর মালদার ছয়টি ব্লকে প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জলায় মাখনা চাষ করা হয়
- মালদায় মাখনা চাষ হয় ২৩ হাজার ৫০০ একর জমিতে
- মাখনা হয় ৩২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন
- অন্তত ২৫০ কোটি টাকার মাখনার ব্যবসা হয়। বার্ষিক টার্নওভার ৭০ কোটি টাকার বেশি

হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা উৎপাদন মাখনাচাষি ও ব্যবসায়ীদের বক্তব্য ২০২২ সালের এপ্রিলে বিহার জিআই ট্যাগ পেয়ে গেল মাখনার। দ্বারভাঙ্গায় হল মাখনার ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার। কিন্তু বাংলার নেতা-মন্ত্রীরা বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও কাজ হয় না।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মালদায় জনসভা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মাখনা চাষ নিয়ে এলাকায় কিছু করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর আগে প্রশাসনিক সভায় হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা নিয়ে ক্লাস্টার করবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার ফল দেখতে না পেয়ে হতাশ চাষি থেকে বণিক মহল।

স্থানীয় ব্যবসায়ী তনুজ জৈন বলেন, 'এটা খুবই আনন্দের খবর যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে মাখনা বোর্ড তৈরি করছে কেন্দ্র সরকার। এতে করে হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা চাষে ভালো প্রভাব পড়বে বলে আশা করছি। রাজ্য একটু উদ্যোগী হলে চিত্রটা আরেকটু ভালো হত।'

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, 'মাখনা নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করছে। ইতিমধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় রাজ্যের এমএসএমই দপ্তরের উদ্যোগে প্রথম প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হয়েছে।'

পর্যটনে নয়া 'উড়ান' বাস্তবায়নে সংশয়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ভবিষ্যতে দুর্গম পাহাড়ও হতে পারে পর্যটনকেন্দ্র। উড়ান প্রকল্পে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় হেলিপ্যাড তৈরির যে প্রস্তাব নিজের বাজেটে রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, তাতে এই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। মেডিকেল ট্যুরিজমে জোর দেওয়ার পাশাপাশি পর্যটনে ভিসা প্রথায় শিথিলতা আনার কথাও তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে 'লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ লর্ড বুদ্ধ' ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলার আশ্বাসও মিলেছে আগামী অর্থবর্ষের বাজেটে। যার জন্য পর্যটন ক্ষেত্রে খুশির হাওয়া। আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো সহ বেশ কিছু পদক্ষেপে খুশি শিল্প ও বাণিজ্য মহল। বাস্তবায়ন নিয়ে কিছুটা সংশয় থাকলেও বাজেটকে কার্যত স্বাগত জানিয়েছে সবপক্ষই। তবে চা শিল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নীরব থাকায়, হতাশ অনেকে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে চা শিল্প। এই বাজেটে উত্তরবঙ্গের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।'

গত বছর বাজেটে পর্যটনের ক্ষেত্রে কর্পোরেট ধাঁচের কথা বলেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সরাসরি কর্পোরেট পথে না হাঁটলেও, আধুনিকতার উল্লেখ করেছেন তিনি। যে কারণে পর্যটনেও বেসরকারি বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে ৫০টি নতুন পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলেছেন। বাজেটে উল্লেখযোগ্য দিক হল, পর্যটনের প্রসারে পাহাড়ি এলাকায় হেলিপ্যাড তৈরির পাশাপাশি হেলিকপ্টার সার্ভিস চালুর প্রস্তাব। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কথা মাথায় রেখে এমন উদ্যোগ। বাজেট আশ্বাস যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে দার্জিলিং পাহাড়ের দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাতেও পর্যটকদের ভিড় জমবে বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'এটা সময়ের দাবি। কেননা, পর্যটন এখন আর শহরকেন্দ্রিক নয়। হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হলে প্রত্যন্ত এলাকাতেও মানুষ যাবেন।' বুদ্ধিস্ট সার্কিট নিয়েও পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশাবাদী। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'এমন সার্কিটের দাবি দীর্ঘদিনের। সার্কিটে যদি দার্জিলিং ও কালিম্পং যুক্ত করা হয়, তবে এই অঞ্চল উপকৃত হবে।' মেডিকেল ট্যুরিজমে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মেডিকেল ট্যুরিজম নির্ভরশীল বাংলাদেশের ওপর। কিন্তু কাঁটাতারের ওপারে এখন অস্থির পরিস্থিতি। ফলে চিকিৎসা পর্যটন কতটা আশার আলো দেখবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। হোমস্টের ক্ষেত্রে মুদ্রা লোনের কথাও বলা হয়েছে। অধিকাংশ হোমস্টে অবৈধভাবে লিজে চলায়, ঋণ দেওয়া নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির পাশাপাশি ছোট, মাঝারি শিল্পে নজর দিয়ে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো, ধন ধান্য কৃষি যোজনার জন্য একশোটি জায়গাকে বেছে নেওয়া, কিষান ক্রেডিট কার্ডে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে উত্তরের কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি শিল্প-বাণিজ্য মহল খুশি। শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় সিংহল বলছেন, 'আয়করের নতুন কাঠামোয় মধ্যবিত্ত উপকৃত হবে। চাঙ্গা হবে বাজার।' ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সঞ্জয় গোয়েল অবশ্য মনে করেন, 'এবারের বাজেটে ভালো এবং মন্দ, দুটি দিকই রয়েছে।' বাজেটকে স্বাগত জানালেও শিল্পে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে 'অবশেষে বোধোদয়' হিসেবে দেখছেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সঞ্জিত সাহা। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি অর্ণব বসু মনে করেন, 'শুধু মধ্যবিত্তরা উপকৃত হবেন, তা নয়। একাধিক বাজেট বরাদ্দে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটবে।' তবে চা বাগান নিয়ে কোনও দিশা না থাকায় হতাশা প্রকাশ করেছেন নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি সঞ্জয় টিব্রুয়াল।

প্রশ্ন যেখানে

- পাহাড়ি প্রত্যন্ত এলাকায় হেলিকপ্টার সার্ভিসের প্রস্তাব
- দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বুদ্ধিস্ট সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ
- নতুন ৫০টি পর্যটনকেন্দ্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত
- হোমস্টেতে মুদ্রা লোন, ছোট শিল্পে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি
- স্বাগত জানিয়েও বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়ে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা

ছাত্রীর শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত শিক্ষক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ফের কলঙ্কের কালি লাগল শিলিগুড়ির গায়ে। কলেজের অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে তারই এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল শহরের মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত জগদীশ রায় স্টেট এইডেড কলেজ টিচার (স্যাক্ট) হিসাবে নিযুক্ত। পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতেরও সদস্য। শাসকদলের নেতা হওয়ায় ঘটনা ধামাচাপা দিতে ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই জগদীশকে কলেজে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছেন পরিচালন কমিটির সভাপতি বিজয় দে। পদক্ষেপ করতে মঙ্গলবার কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

ওই অপকর্ম ঘটে ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায়। কলেজে ন্যাক দলের পরিদর্শন থাকায় এতদিন বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। শনিবার কলেজের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জগদীশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে টিচার ইনচার্জের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। তারপরই তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে ছাত্রীটি। ঘটনার পর থেকে সে কলেজে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। কলেজের টিচার ইনচার্জ অরুণকুমার সাঁপুইয়ের কথা, 'যে অভিযোগ উঠেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। ছাত্রী ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে ঘটনার কথা জানার পরই অভিযুক্ত জগদীশ রায়কে কলেজে ঢুকতে বারণ করা হয়েছে। অন্য সমস্ত শিক্ষকরাও ওর সঙ্গে কাজ করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। পরিচালন কমিটির বৈঠকে আলোচনা করেই ওই বিষয়ে পদক্ষেপ হবে।'

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি কলেজে ন্যাক দলের পরিদর্শন ছিল। তার জন্য পদ্ধতি মেনে পড়ুয়াদের নিয়ে একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যৌথভাবে সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল জগদীশ এবং অভিযোগকারী ছাত্রীটির। কীভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হবে তা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ক্যাফেতে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয় ছাত্রীটির। ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা স্বীকার করলেও শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জগদীশ।

ব্রাউন সুগার পাচারে নাবালক ক্যারিয়ার

আলিপুরদুয়ার, ১ ফেব্রুয়ারি : মাদকের ক্যারিয়ার হিসেবে ছোটদের বেছে নিচ্ছে কারবারিরা। কারণটা খুব সহজ। ছোটদের ওপর সন্দেহ হয় কম। তাই পুলিশের নজরও পড়ে কম। আর ছোটরাও কাঁচাটাকার লোভে জড়িয়ে পড়ছে সেই কারবারে। শনিবার ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন নাবালক, বয়স মাত্র ১৪ বছর। সেই কিশোর নাকি মাত্র হাজার চারেক টাকার বিনিময়ে মালদা থেকে কোচবিহার হয়ে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে এসেছিল মাদক। বিষয়টি যে উদ্বেগের, মানছেন পুলিশকর্তারাও।

ব্রাউন সুগার পাচার আলিপুরদুয়ার জেলায় নতুন নয়। বিভিন্ন সময় এই পাচার আটকেছে পুলিশ। তবে সেই পাচারে এভাবে নাবালক-যোগের কথা উঠে আসায় চিন্তা বাড়ছে। সোনাপুর থেকে সেই কিশোরের সঙ্গে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনের কাছ থেকে প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গিয়েছে, যার বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকার বেশি। সোনাপুরে ধৃত দুজনের মধ্যে একজনের বাড়ি কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ি এলাকায়। নাম আমিনুল হক। আর ১৪ বছর বয়সি ওই নাবালকের বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচকে।

পরপর দু'দিন দুই জায়গায় ব্রাউন সুগার ধরল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। সোনাপুরের আগে শুক্রবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকা থেকে একজনকে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই ব্যক্তি আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। নাম সুজিত বর্মন। তার কাছে ৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গিয়েছে।

এই দুই ঘটনার যেমন তদন্ত চলছে, তেমনই বিভিন্ন এলাকায় আরও নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও জানাচ্ছে পুলিশ। এবিষয়ে পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'কোন জায়গা থেকে ব্রাউন সুগার আসছিল, পাচারের সঙ্গে কে কে জড়িত সেই খোঁজ চলছে। জেলায় মাদকের কারবার নিয়ে আমাদের কড়া অবস্থান রয়েছে। খবর পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জেলার সীমানাগুলোয় আরও নজরদারি বাড়ানো হবে। মাদকবিরোধী অভিযান চলবে লাগাতার।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে ট্রেনে কোচবিহার এসেছিল ওই নাবালক। সেখান থেকে পুণ্ডিবাড়ির ওই তরুণের সঙ্গে বাসে করে সে সোনাপুরে পৌঁছায়। ওই দুজনকে সেখানেই আটক করে তল্লাশির পর গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোনাপুর থেকে কালচিনি ব্লকের কোনও এলাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দুজনের। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়।

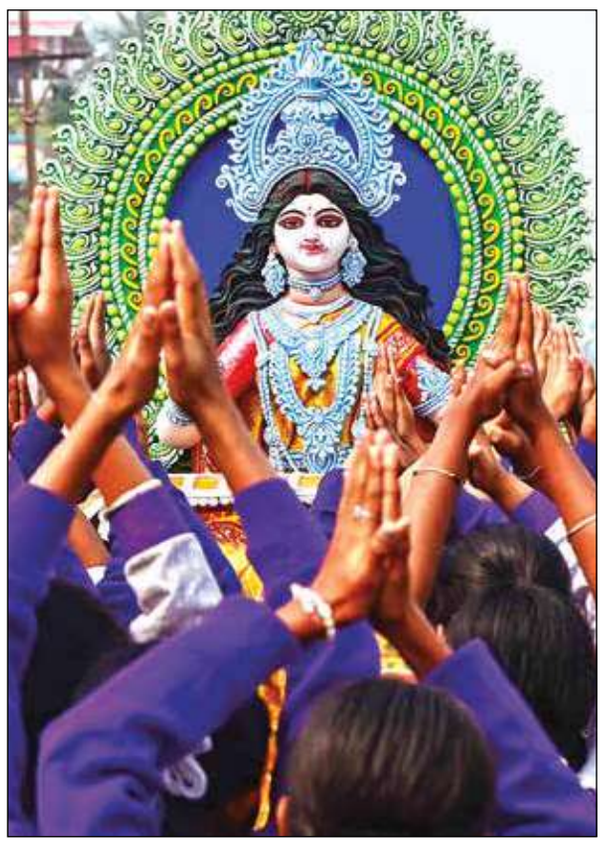

জয় জয় দেবী... *শনিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

দিনভর লোকালয়ে দাঁতালের দাপট

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ ফেব্রুয়ারি : লোকালয়ে বেরিয়ে কখনও গ্রামবাসীদের তাড়া, কখনও আবার চা বাগানের ব্লেডতারে আটকে ক্ষতবিক্ষত হল দাঁতালের দেহ। লোকালয়ে বেরিয়ে পড়া পূর্ণবয়স্ক দাঁতালটিকে নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল ক্রান্তি ও মাল ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। হাতিটির শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে বলে অনুমান বন দপ্তর থেকে পরিবেশপ্রেমীদের। হাতিটিকে পর্যবেক্ষণে রেখে তার চিকিৎসা করার দাবি তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিল বন দপ্তর, পরে রাতে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়।

শনিবার সকালে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক ও দাঁতাল বেরিয়ে পড়ে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বারোঘরিয়া গ্রামে। বিস্তীর্ণ এলাকার জমির ফসল নষ্ট করে সে। সকাল থেকে দিন যতই গড়িয়েছে হাতিটিকে দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। কোনও জায়গায় হাতিটিকে ঘিরে তাড়া করেছে শয়ে-শয়ে মানুষ। আবার হাতিটিও কোনও সময় তেড়ে গিয়েছে মানুষের দিকে। দুপুর নাগাদ হাতিটি মেচপাড়া হয়ে চেল নদী পেরিয়ে মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম এলাকায় প্রবেশ করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় বহু চা বাগান বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে ব্লেডতার দিয়ে ঘেরা রয়েছে। বাগানের মধ্যে দিয়ে হাতিটি চলাচল করার সময় সেই ব্লেডতারে একাধিকবার আটকে যায় হাতিটি। ফলে তার শরীরে একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী নফসর আলি বলেন, 'মাস দেড়েক আগেও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদে অসুস্থ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় একটি হাতির মৃত্যু হয়। এদিনও হাতিটিকেও অসুস্থ অবস্থায় দেখা গিয়েছে। তার যাতে যথোপযুক্ত চিকিৎসা হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে বন দপ্তরকে। পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন চা বাগানে অবৈধ ব্লেডতারের বেড়া খোলার দাবি জানিয়েছি আমরা।'

হাসপাতালে ঠাঁই এইচআইভি আক্রান্তের

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন দিদি। দিল্লি থেকে ট্রেনটি এনজেপি রওনা দেওয়ার আগে দিদির আশ্বাস ছিল, 'সব বলা আছে। কোনও সমস্যা হবে না'। তাই দিদিকে ছাড়া একা এতটা পথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ভয় বা সংশয় ছিল না ওই তরুণীর। কিন্তু এনজেপিতে নামার পর মাটিগাড়ায় এক আত্মীয়র বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই ভুল ভাঙল মেয়েটির। এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার 'অপরাধে' ওই তরুণীকে বাড়িতে পা রাখতে দিলেন না আত্মীয়রা। মাটিগাড়ায় সেই আত্মীয়ের বাড়ির সামনে অসহায় হয়ে হাতজোড় করে কাকুতিমিনতি করেও লাভ হয়নি। তরুণীকে বাড়িতে রাখলে এচইআইভি ছড়িয়ে যাবে, এই তত্ত্ব খাড়া করে তাঁকে বিদায় করা হল। তবে সকলে তো অমানবিক নন, তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে শুক্রবার রাতে ওই তরুণীকে কাছে ডেকে নিলেন এক পড়শি। তাঁর চেষ্টা এবং কয়েকজন প্রতিবেশীর সহযোগিতায় তরুণীকে শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ওয়ান স্টেপ সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এইচআইভি নিয়ে মানুষের মধ্যে এখনও কতটা সচেতনতা রয়েছে, এই ঘটনায় আরও একবার স্পষ্ট হল।

মাটিগাড়ার বাসিন্দা বছর ২০-র ওই তরুণীর বাবা ও মা কয়েক বছর আগে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী দিল্লিতে পরিচারিকা হিসাবে কাজ করতেন। সেখানে রক্তের নমুনা পরীক্ষার পরই তাঁর এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "একজন মহিলা হয়ে অর্থ উপার্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমার ভাগ্য এখন পরিবর্তন হয়েছে কারণ ডিয়ার লটারি আমায় একজন কোটিপতি বানিয়েছে। এখন আমি আমার জীবনকে আরও ভালো করার অনেক উপায় ভাবতে পারি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।"

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা আশা প্রধান - কে 23.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72H 97127

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের শিকড়

বহু ইতিহাসবিজড়িত মহাকালধাম

আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে রয়েছে একাধিক মন্দির, মসজিদ, গির্জা। এই সব মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেক ইতিহাস রয়েছে। এমনই বাবা মহাকালধাম রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা সংলগ্ন দক্ষিণ মহাকালগুড়ি গ্রামে ধারসি নদীর ধারে।

মহাকাল মন্দিরের বাৎসরিক পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার একদিনের মেলা বসে। এই মেলায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহু মানুষের সমাগম হয়। অসম, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মালদা এমনকি কলকাতা থেকেও প্রচুর মানুষ পুজো দিতে আসেন।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়, প্রায় দেড়শো বছর আগে এলাকার জোতদার বঙ্কনাথ রায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে গভীর জঙ্গল কেটে এক শিবলিঙ্গের খোঁজ পান। এরপর সেখানেই মন্দির স্থাপন করে ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার পুজো শুরু করেন তিনি। তখন থেকেই ধারসি নদীর ধারে এই মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। এমনকি পুজোকে কেন্দ্র করে মেলাও বসছে সে সময় থেকেই।

এই পুজোয় বলি প্রথার প্রচলন রয়েছে। বাৎসরিক পুজোর দিন হাঁস, পায়রা এবং পাঁঠা মিলিয়ে অন্তত পাঁচশো বলি দেওয়া হয়। আবার অনেকে হাঁস, পায়রা বলি না দিয়ে ভগবানের প্রতি উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন।

শোনা যায়, তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এই শিবলিঙ্গ তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। এরপর তিনি এই মন্দিরে পুজো দিয়ে একটি তলোয়াল, ঘণ্টা, খরম এবং বেশকিছু পুজোর বাসনপত্র দান করেন। সেই জিনিসগুলি এখনও মন্দিরে রাখা রয়েছে। লোকমুখে কথিত, এক সময় মহাকালধাম মন্দিরের পাশেই ধারসি নদী এসে গিয়েছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারেই সেই নদী আবার প্রায় ৫০০ মিটার দূরে চলে যায়।

বঙ্কনাথ রায়ের নাতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের বংশধরেরা এখনও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও পুজো করে থাকেন। ধারসি নদী পেড়িয়ে এই মন্দিরে যেতে হয়। সেতু না থাকায় প্রতিবছর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দুটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়। ওই সাঁকো দিয়েই সমস্ত মানুষ যাতায়াত করেন।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

টেন্ডার নং. ১: এনবি২৫৫০২৫; তারিখ ঃ ২৯-০১-২০২৫। আইটেমের বর্ণনা ঃ এসি এবং এনএসি কোচের এলএইচবি টাইপ বিজি মেনলাইন কোচের জন্য অ্যাক্সেল মাউন্টেড ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৪, রেভ-০২ অথবা সর্বশেষ অনুসারে। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস); পরিমাণ- ২টি। পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ ৩৩১৬০৩০২০১৪০; বায়না মূল্য ঃ ১,০২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-০২-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়।

টেন্ডার নং. ২: এনবি২৫৫০৬২, তারিখ ঃ ২৯-০১-২০২৫। আইটেমের বর্ণনা ঃ পাওয়ার কারের এলএইচবি টাইপ বিজি মেনলাইন কোচের জন্য অ্যাক্সেল মাউন্টেড ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৪, রেভ-০২ অনুসারে, নির্মাতা:- নর ব্রেমসে। (পিএসি); (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস); পরিমাণ- ১ টি সেট। পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ ৩৩০২০৪১৮০০৪৪; বায়না মূল্য ঃ ৫৯,০৯০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-০২-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। দ্রষ্টব্যঃ- বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

केंद्रीय विद्यालय, एन.एच.पी.सी. सिंगताम-737134 (सिक्किम)

वाक इन इंटरव्यू

संविदा के आधार पर 2025-26 सत्र के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु

सत्र: 2025-26 के लिए संविदा के आधार पर विषय/स्पेशल शिक्षकों (PGT- वाणिज्य (Commerce) & भौतिकी (Physics); TGT- हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान & गणित; प्राथमिक शिक्षक (PRT); Special Educator) का पैनल तैयार करने हेतु दिनांक: 10.02.2025 (सोमवार) को पूर्वाह्न 9:00 AM से चल-साक्षात्कार (Walk-in-interview) का आयोजन, केंद्रीय विद्यालय एन.एच.पी.सी. सिंगताम, NHPC तीस्ता V पॉवर स्टेशन, बालुटार लेफ्ट बैंक, सिंगताम-737134 (सिक्किम) के परिसर में करवाया जाएगा| पात्रता के मापदंड के अनुरुप सभी मूल प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्रों, उसकी प्रतिलिपि तथा पूर्णरुप से भरी हुई आवेदन फॉर्म साथ लायें|

पात्रता का मापदंड, आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (Under "What's New" & "Latest News" section) आवश्य देखें https://nhpcsingtam.kvs.ac.in/

प्राचार्य

Telephone: 03592-247411

আজ টিভিতে

সরস্বতীপুজোর গান শুনুন গুড মর্নিং আকাশে।
সকাল ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ নাটের গুরু, ১০.০০ কেল্লাফতে, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.৩০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ টোটাল দাদাগিরি, ১.০০ ক্রিসক্রস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৪০ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.২০ সন্তান, রাত ১০.০০ আমাদের জননী

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বাজি, দুপুর ২.৩০ অঞ্জলি, বিকেল ৫.০০ আজকের সন্তান, রাত ৯.৩০ অগ্নিপথ, ১২.০০ মন মাঝি রে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবী পুজো, সন্ধে ৭.৩০ স্বার্থপর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার, রাত ৯.৩০ বারুদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

ডিডি ন্যাশনাল : দুপুর ১.০০ ইজাজত

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.০০ পুলিশওয়ালা, বিকেল ৩.১৫ সূর্যবংশম, সন্ধে ৬.১৫ ডর@ দ্য মল, রাত ৯.১৫ নো পার্কিং, ১১.৪৫ চার্মস বন্ড

জি সিনেমা : দুপুর ১.১৭ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫৭ বেদা, সন্ধে ৭.৫৫ রথনম, রাত ১০.৫৮ বচ্চন পান্ডে

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.১৫ জুরাসিক সিটি, বিকেল ৩.৩০ আয়রন ম্যান, সন্ধে ৭.১৫ প্রিডেটর, রাত ৯.০০ দ্য মেগ, ১০.৪৫ বে ওয়াচ

দুজনে বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ডক্টর জি দুপুর ১২.৩০
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

বে ওয়াচ রাত ১০.৪৫ স্টার মুভিজ

ম্যামালস
রাত ৮.৫৬
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

উত্তরবঙ্গে সরস্বতী মন্দিরের কথা বিশেষ শোনা যায় না। কিন্তু মাথাভাঙ্গায় এমনই মন্দির রয়েছে। যেখানে সারাবছর পুজো হয় দেবীর। তেমনই কুমারগ্রামের একটি ক্লাবের মন্দিরেও বছরভর সরস্বতীর পুজোয় মগ্ন থাকেন স্থানীয়রা।

সাপ্তাহিক আরাধনা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত বসন্তপঞ্চমী। বাঙালির ঘরে ঘরে এইসময় সরস্বতীপুজো হবে। কিন্তু খোয়ারডাঙ্গা ১ নম্বর অঞ্চলের নারারথলির আরোনাই আফাদ ক্লাবের মন্দিরে বছরভর বিদ্যার দেবীর আরাধনায় কমবেশি মগ্ন থাকেন বাসিন্দারা।

শুরু হয়েছিল ২০০০ সালে। স্থানীয় কয়েকজন উদ্যোক্তা প্রথম বাগদেবীর পুজো শুরু করেন। সেই সময় অস্থায়ীভাবে কাপড়ের প্যান্ডেল বানিয়ে সেখানেই পুজো হত। পরবর্তীতে সিমেন্টের খুঁটি ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি হয় মন্দির। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে পড়ুয়ারা এই মন্দিরে পুজো শুরু করে। প্রীতি কার্জি নামে এক পড়ুয়া বলে, 'আমরা মন্দিরে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পুজো করে থাকি।' পুজো উদ্যোক্তারা জানান, পুজোর সময় দেবীর সামনে প্রদীপ অবশ্যই অর্পণ করতে হবে এবং নজর রাখতে হবে যে, কোনওভাবে যেন পুজো শেষ হওয়ার আগে প্রদীপটি নিভে না যায়।

পুজোর সময় মায়ের মূর্তি যেখানে স্থাপন করা হবে, সেখানে সাদা এবং হলুদ কাপড় পাততে হবে। পুজোর সময় মাকে পলাশ ফুল, সফেদা, মটরশুঁটি, দোয়াত, কলম এবং যে কোনও হলুদ ফুল, কুল এবং খই অর্পণ করতেই হবে।

শুধু স্থানীয়রাই নয়, পুজোতে অংশ নেন মেচ, বোড়ো, আদিবাসী সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন। পুজোকে ঘিরে নানা ভাষার মানুষ এক হয়ে যান। এই পুজোর অন্যতম নজির হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই পুজোতে হিন্দু, মুসলিম সব ধর্মের

মানুষই অংশ নেন। এই পুজোর জন্য সারা বছর ধরে এলাকার মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন। সাধারণ মানুষ মেতে থাকেন এখানে। সারা বছরই মন্দিরে বিগ্রহ রাখা হয়। তবে সপ্তাহে একবার করে পুজো হয়।

বসন্তপঞ্চমীতে সাজোসাজো রব হয়। এ বছর পুজোর বাজেট প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। এছাড়াও অনেকেই এই পুজোয় সাহায্য করে থাকেন। পুজো উদ্যোক্তা তথা ক্লাব সম্পাদক প্রতাপ কার্জি বলেন, 'সমস্ত স্তরের মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। পুজোর দিন সারাদিনব্যাপী খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।'

ক্লাব সভাপতি ভোলানাথ নার্জিনারির কথায়, 'এই পুজোয় সমস্ত গ্রামবাসীর আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। মন্দিরটি সিমেন্টের খুঁটি ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি। আগামীদিনে আমরা প্রশাসনিক স্তরে মন্দির সংস্কারের আবেদন জানাব।'

ABDRIDGE TENDER NOTICE

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for 13 Nos. work as per NIT No-20/HRP/PS/DD/1ST CALL, DATE-31.01.2025.
Last date of Submission : 10.02.2025 upto 18.00 PM Date of Opening : 13.02.2025 after 15.00 PM

Executive Officer
Harirampur PS, D/D

e-Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide Memo No-420/KMD, Dated-30/01/2025 for Construction of R.C.C Bridge at Maheshpur, Kushmandi, Dakshin Dinajpur (Phase I & II).
Date of uploading of NIT. Documents online (Publishing Date) 31/01/2025 17.00 PM
Documents download start date (On: 31.01.2025 at 18:00 PM
Documents download end date (online) 21.02.25 at 17.00 PM
Bid submission start date (online) 31.01.25 at 18.00 PM
Bid submission closing date (online) 21.02.25 at 17.00 PM
Bid opening date for technical proposal (online) 24.02.25 at 17.00 PM

Sd/-
Block Developmenr Officer
Kushmandi Development Block

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, बेंगडुबी
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI

Post-Bengdubi, Dist- Darjeeling (W.B.) Pin-734424
पत्राचार सेकंत – बेंगडुबी, जिला–दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पिन–734424
Email: kvbengdubi123@gmail.com, Phone- 0353-2480070

संविदा शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए साक्षात्कार २०२५–२६
Interview for Contractual Teachers (2025-26)

निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2025–26 के लिए संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेंगडुबी में चल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा:
A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI, to prepare panel of contractual teachers for the session 2025-26 as per the following schedule:

क्र.सं. / SN.	दिनांक सहित साक्षात्कार समय / Date of Interview and Reporting time	विषय / SUBJECTS
1.	10/02/2025 TIME: 8:30 AM	1. प्रशिक्षित स्नातोकोत्तर अध्यापक– भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य तथा संगणक विज्ञान। 2. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक– गणित, हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी। 1. PGTs:- Physics, Chemistry, Biology, Math, Hindi, English, History, Political science, Economics, Geography, Commerce, Computer science. 2. TGTs:- Math, Hindi, Sanskrit, Science, Social Science, English.
2.	11/02/2025 TIME - 8:30 AM	1. प्राथमिक शिक्षक। 2. विविध – संगणक सहायक, शैक्षणिक परामर्शक, नर्स, विशेष अध्यापक, क्रीड़ा प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक तथा नृत्य प्रशिक्षक, कला अध्यापक 1. Primary Teacher 2. Miscellaneous:- Computer Instructor, Educational Counsellor, Nurse, Special Educator, Games Coach, & Yoga Instructor, Dance Instructor and Art & Education.

साक्षात्कार से संबंधित अन्य विवरण जैसे योग्यता इत्यादि के लिए विद्यालय वेबसाइट देखें।
For other details related to interview like eligibility etc. visit the school website:

শিক্ষকের তৈরি মন্দিরে বাগদেবীর পুজো

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্যান্য স্থানে তো বটেই, কোচবিহার জেলায় অন্য কোথাও সরস্বতী দেবীর জন্য মন্দির হয়তো নেই। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কবি সঞ্জয় সাহার এমনটাই দাবি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চাননপল্লি সরস্বতী মন্দিরটিই সম্ভবত উত্তরবঙ্গের একমাত্র সরস্বতী মন্দির। ২০১২ সালে সাতগ্রাম কুর্শামারি হাইস্কুলের তৎকালীন জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক সত্যনারায়ণ রায় পঞ্চাননপল্লিতে নিজের বাড়ির সামনে নিজস্ব খরচেই একটি সরস্বতী মন্দির তৈরি করেন। পরবর্তীকালে চাকরিসূত্রে মাথাভাঙ্গা থেকে লাটাগুড়ি বদলি হয়ে গেলেও তাঁর তৈরি সরস্বতী মন্দিরে প্রতি বছর এলাকার ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ নাগরিকরা শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ঘটা করেই সরস্বতীপুজোর আয়োজন করে থাকেন।

তবে শুধু শুক্লা পঞ্চমী তিথিতেই নয়, এলাকার পড়ুয়াদের অনেকেই বছরভর মন্দিরে অধিষ্ঠিতা সরস্বতী দেবীকে নিয়মিত ফুল-জল ও নৈবেদ্য দিয়ে থাকে। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরস্বতী মন্দিরে সরস্বতীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। সরস্বতী মন্দিরের পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার খুদে পড়ুয়াদের উৎসাহ যেন কয়েক গুণ বেশি। মন্দিরের সামনের রাস্তায় দলবেঁধে বেশ কয়েকদিন ধরেই পথচলতি

পঞ্চাননপল্লির সরস্বতী মন্দির।

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পুজোর চাঁদা সংগ্রহ করছে সোনালি, সুমিত, আশা, অস্মিতা, অভিজিৎরা। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে কলেজ পড়ুয়া জয় বর্মন, রঞ্জন রায়, বিকাশ বর্মন, বিটু বর্মন, সুরজ বর্মনরাই বেশ কয়েক বছর ধরে পুজোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শনিবার মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা গেল জয়, রঞ্জনরা নিজেরাই মন্দির রং করছেন। তাঁরাই জানালেন শিক্ষক সত্যনারায়ণ রায়ের উদ্যোগে তৈরি সরস্বতী মন্দিরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিবছর সরস্বতীপুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর বাজেট খুব বেশি না থাকলেও আন্তরিকতায় এবং এলাকার পড়ুয়া ও বাসিন্দাদের সার্বিক অংশগ্রহণে মন্দিরের সরস্বতীপুজো সর্বজনীন হয়ে ওঠে বলে স্নাতকোত্তর পড়ুয়া দেবজিৎ বর্মন জানান।

এলাকার বাসিন্দা চিত্রশিল্পী রানা রায় মন্দিরের দেওয়ালে নিজের উদ্যোগে ছবি এঁকেছেন। এলাকার বাসিন্দা সুনীল বর্মন বললেন, 'আমাদের গ্রামের সরস্বতী মন্দির নিয়ে আমরা খুবই গর্বিত।' মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সত্যনারায়ণ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'অন্য সমস্ত দেবদেবীর মন্দির থাকলেও বিদ্যার দেবীর মন্দির কেন থাকবে না এই ভাবনা থেকেই মন্দিরটি তৈরি করেছিলাম। শুধু মাথাভাঙ্গা বা কোচবিহার জেলাই নয়, উত্তরবঙ্গে কোথাও সরস্বতী দেবীর মন্দির রয়েছে বলে আমার জানা নেই।' তাঁর তৈরি মন্দির একটি ইতিহাস তৈরি করেছে। বিষয়টি সত্যনারায়ণকে যথেষ্টই তৃপ্তি দেয়।

দেবীর বরণ। আলিপুরদুয়ারের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে। শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩০/২৪-২৫ তারিখঃ ৩০-০১-২০২৫ এর সংশোধনী নং. ০১

টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩০/২৪-২৫ তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

কোড	ফিল্ড নাম	বিদ্যমান রাশি	সংশোধিত রাশি
সূচি-এসসিএইচ আইটেম-১	আইটেমের বিবরণ	সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট প্রিপেইড মিটার সিস্টেমের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং: - ২৪০ ভিএসি, ১ ফেজ ২ ওয়ার, (আইএস: ১৩৭৭৯ আইএস: ১৬৪৪৪, আইএস ১৫৮৮৪ এবং আইএস: ১৫৯৫৯ পার্ট ১ এবং পার্ট ২ সর্বশেষ সংশোধনী সহ) চিহ্নিত, ১০-৬০ এএমপিএস, ক্রমাঙ্কন এলইডি এবং লোড নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য এবং টিওডি (দিনের সময়) ট্যারিফ এবং আর.টি.সি. তবে অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস/উইন্ডোজ মোবাইল অ্যাপে অনলাইন ভেন্ডিং টোকেন প্রক্রিয়ার জন্য পেমেন্ট গেটওয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এনবি আইওটি জিপিআরএস / ৪ জি সক্ষম সিম কার্ডের সাথে কমিউনিকেশন মডিউল (সেলুলার ভিত্তিক) ২ জি মডেমে ফলব্যাক করে। স্থানীয় যোগাযোগের জন্য অপটিক্যাল পোর্ট / ডেটা অধিগ্রহণের জন্য ডাব্লুএএন (সেলুলার) যোগাযোগ। সমস্ত স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের সাথে ইন্টিগ্রেটেড ক্লাউড সিস্টেম যোগান দিতে হবে। মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেম সহ ক্লাউড হোস্টেড হেড এন্ড এবং মিটার এন্ড ডেটা ম্যানেজমেন্ট সম্পাদন করতে হবে। মিটারে প্রিপেইড বিলিং সফ্টওয়্যার থেকে কার্যকরি অপারেশন সংযোগ/অ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা উচিত। মিটারটি প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড মোডে কাজ করা উচিত। ডব্লিউএএন/যোগাযোগ দৃশ্যপট না থাকলে মিটারে স্থানীয়ভাবে কনজিউমার টোকেন এন্ট্রির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। কমিশনের তারিখ থেকে মিটারের ওয়ারেন্টির সময়সীমা ১০ বছর হতে হবে। মিটারে 'উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সম্পদ' বসানো উচিত। মুক্ত করা সরঞ্জামসমূহ ভেঙে প্রাপকের কাছে জমা দেওয়া উচিৎ। এই হারের মধ্যে রয়েছে প্রথম ৫ বছরের জন্য সিম ও ডাটা চার্জসহ প্রয়োজনীয় সব এক্সেসরিজ। রাইটস দ্বারা সামগ্রীসমূহের প্রাক-পরিদর্শন প্রদান করা উচিত। মেক: সেকিউর, এলকে, জেনাস	সিঙ্গেল ফেজ স্মার্ট প্রিপেইড মিটার সিস্টেমের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং: - ২৪০ ভিএসি, ১ ফেজ ২ ওয়ার, (আইএস: ১৩৭৭৯ আইএস: ১৬৪৪৪, আইএস ১৫৮৮৪ এবং আইএস: ১৫৯৫৯ পার্ট ১ এবং পার্ট ২ সর্বশেষ সংশোধনী সহ) চিহ্নিত, ১০-৬০ এএমপিএস, ক্রমাঙ্কন এলইডি এবং লোড নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য এবং টিওডি (দিনের সময়) ট্যারিফ এবং আর.টি.সি. তবে অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস/উইন্ডোজ মোবাইল অ্যাপে অনলাইন ভেন্ডিং টোকেন প্রক্রিয়ার জন্য পেমেন্ট গেটওয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এনবি আইওটি জিপিআরএস / ৪ জি সক্ষম সিম কার্ডের সাথে কমিউনিকেশন মডিউল (সেলুলার ভিত্তিক) ২ জি মডেমে ফলব্যাক করে। স্থানীয় যোগাযোগের জন্য অপটিক্যাল পোর্ট / ডেটা অধিগ্রহণের জন্য ডাব্লুএএন (সেলুলার) যোগাযোগ। সমস্ত স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের সাথে ইন্টিগ্রেটেড ক্লাউড সিস্টেম যোগান দিতে হবে। মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেম সহ ক্লাউড হোস্টেড হেড এন্ড এবং মিটার এন্ড ডেটা ম্যানেজমেন্ট সম্পাদন করতে হবে। মিটারে প্রিপেইড বিলিং সফ্টওয়্যার থেকে কার্যকরি অপারেশন সংযোগ/অ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা উচিত। মিটারটি প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড মোডে কাজ করা উচিত। ডব্লিউএএন/যোগাযোগ দৃশ্যপট না থাকলে মিটারে স্থানীয়ভাবে কনজিউমার টোকেন এন্ট্রির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। কমিশনের তারিখ থেকে মিটারের ওয়ারেন্টির সময়সীমা ১০ বছর হতে হবে। মিটারে 'উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সম্পদ' বসানো উচিত। মুক্ত করা সরঞ্জামসমূহ ভেঙে প্রাপকের কাছে জমা দেওয়া উচিৎ। এই হারের মধ্যে রয়েছে প্রথম ৫ বছরের জন্য সিম ও ডাটা চার্জসহ প্রয়োজনীয় সব এক্সেসরিজ। রাইটস দ্বারা সামগ্রীসমূহের প্রাক-পরিদর্শন প্রদান করা উচিত। মেক: সেকিউর, এলকে, জেনাস, এলমেজার, এইসপিএল অথবা উপরের স্পেসিফিকেশন অনুরূপে অন্য মেক

সহায়ক মাণ্ডলিক বৈদ্যুতিক অভিযন্তা/জিএণ্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বোল্ডার রপ্তানি বন্ধ, শুনসান স্থলবন্দর

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার প্রায় শুনসান থাকল চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর। বোল্ডারের দাম কমানোর দাবিতে বাংলাদেশ থেকে বোল্ডার নেওয়া বন্ধ রাখায় রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ ভালোরকম প্রভাব পড়ে এদিন। বেশ কয়েকদিন আগে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছে বাংলাদেশ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চিঠি দিয়ে টনপতি বোল্ডার ১০ ডলার দাম নির্দিষ্ট রাখার দাবি জানিয়েছিল।

চিঠিতে লেখা হয়েছিল, দাবি না মানা হলে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা বোল্ডার নেবে না ভারত থেকে। সেইমতো শনিবার সকাল থেকেই চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের মাধ্যমে তারা ভারত ও ভুটানের বোল্ডার নেওয়া বন্ধ রেখেছে। যার জেরে ওপারে যেতে না পারায় অনেক ট্রাক রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। চালকরা বুঝতে পারছেন না, কবে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশ যাওয়া যাবে। বিহারের বাসিন্দা ট্রাকচালক মিন্টু রায় বলেন, 'এদিন ট্রাক নিয়ে এসে শুনি বাংলাদেশ পাথর নেবে না। এভাবে কতদিন চ্যাংরাবান্ধা বর্ডারে কাটাতে হবে জানি না।' চ্যাংরাবান্ধা সুবিধা পোর্টাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন যত গাড়ি পণ্য রপ্তানি হয় বাংলাদেশে, তার ৮০ শতাংশ বোল্ডার থাকে। এদিন অন্যান্য পণ্য আমদানি-রপ্তানি হলেও বোল্ডারের পরিবহণ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল চ্যাংরাবান্ধা বন্দরের মাধ্যমে। রবিবারও পরিস্থিতি একইরকম থাকার সম্ভাবনা।

এদিন দুপুরে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সিএনএফ অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ অভ্যন্তরীণ বৈঠক করে। বৈঠকের বিষয়ে সরাসরি কিছু জানানো হয়নি। তবে সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রয়োজনে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে পারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে। অনেকেই সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'বাংলাদেশ যদি আমাদের পণ্য না নেয় সেক্ষেত্রে আমারাও আমদানি বাণিজ্যের বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৩৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৩৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DEVA
Action Thriler (H)
*ing : Shahid Kapoor, Pooja Hegde
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

বিক্রয়

■ Land for sale at Shahudangi, Siliguri. M : 8509386286. (C/114919)

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় ৩ কাঠা জমি ৩ তলা বাড়ি সমেত বিক্রয়। 9434143139. (C/114577)

■ 2 BHK flat sale in Haiderpara (New Paul Para). M : 9832494725. (C/113398)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½' রাস্তা, সঙ্গে ২ কাঠা জমি ৮½' রাস্তায় বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/114801)

■ জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়ায় 11 নং গলিতে 2 কাঠা ডাঙ্গা জমি, 6 ফুট প্রাচীর সহ, দক্ষিণ খোলা 10 ফুট রাস্তার ধারে,সত্বর বিক্রয়। M : 90731-27309. (C/114803)

■ শিলিগুড়ি, দেশবন্ধুপাড়া, গোপাল মোড়, 2 BHK+ 2 L/B+ গ্যারাজ সঙ্গে একটা ঘর with L/B, প্রথমতলা 4 বছরের পুরোনো 43 লাখ, বিক্রয় হইবে। M-No. 9749061239. (C/114911)

Tuition

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় 900 sq.ft. 2 BHK ফ্ল্যাট, First Floor, backside বিক্রি হবে। M : 9434756293. (C/114584)

■ 2 BHK flat for sale in Siliguri. M : 9434524899. (C/114579)

Flat For Sale

■ Nayan Residency 1280 sq.ft. Opp. Vega Mall, Siliguri. M - 9064206052. (C/114809)

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি দ্রুত শিখে স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার প্রবীণ শিক্ষকের অভিনব সহজ পদ্ধতি। বিস্তারিত জানতে ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/114803)

ভর্তি

■ নার্সিং/ফিজিও/ল্যাব টেকঃ কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। গৌরী সেবাপীঠ, শিলিগুড়ি-9832055957, কোচবিহার-8293384885. (C/114914)

জ্যোতিষ

■ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র জগতে একমাত্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী, উচ্চপ্রশংসিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজজ্যোতিষ তান্ত্রিক ও জ্যোতিষ গুরু, হস্ত ও ললাট রেখা বিশারদ এবং তন্ত্রসাধক। অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এম.এ.পি. এইচ ডিএম এএফএ (আমেরিকা)। যোগাযোগ - 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে গ্রিনভ্যালি, সময় : সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৫টা, অগ্রিম যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। দক্ষিণা- ১০৫০/-।

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114804)

ভাড়া

■ Single রুম প্রয়োজন, স্থান- সরকারপাড়া, ITI মোড়, বোতল কোম্পানি, হায়দরপাড়া বাজার ও হায়দরপাড়া সংলগ্ন এলাকায় হলে যোগাযোগ করুন- 9733395611. (C/114809)

■ অরবিন্দপল্লি সমর বিড়ি ফ্যাক্টরির সামনে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। 9832541474, 7908299832. (C/114907)

■ 2 Room Flat on Rent, Family. Babupara Siliguri. M : 9474379205/ 9647754254. (C/114803)

উৎসব/অনুষ্ঠান

■ জয়রাম যুগাবতার-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মোৎসব গেট বাজারস্থিত নিউজলপাইগুড়ি শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরমন্দিরে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১০ই অনুষ্ঠিত হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মহোৎসব। সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য্য মোহন্ত মহারাজ। M : 8927027757.

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগের বা পরের যে কোনও রকম সন্দেহের তদন্ত বা প্রিয়জন বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে বা কোনও আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/114811)

ভাগীরথী দুধ

■ শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য ভাগীরথী দুধ ও পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় করার এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর প্রয়োজন। Ph. 7908180066, 9064131254. (C/114809)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 17/4, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, অরুণাচল 25/4, ভিয়েতনাম-5/4 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

কর্মখালি

■ রিটেল মেডিসিন দোকানের জন্য একজন ছেলে চাই। (M) 8250918739. (C/114580)

কর্মখালি

■ ICSE School in Siliguri requires Lady Office Assistant. Apply with complete Bio-Data, Passport size photo to hrsxslg@gmail.com (C/114805)

■ হোটেলে বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন-৮০০০/- ও থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা শিলিগুড়ি। (M) 9832543559. (C/114808)

■ St. Paul's School, Darjeeling More, Siliguri requires qualified teachers for the following subject- Math, Science and English. Contact : 7908222784, 9434539636. (C/114808)

■ Wanted Technician, Sales Executive, Office Asst. Salary+Com.+Incentive under BP of Eureka Forbes Ltd. Siliguri. Call : 8777717578. (C/114812)

■ শিলিগুড়িতে দু'জনের সাংসারিক কাজের জন্য 50 উর্ধ্বে নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা চাই (9 A.M. - 6 P.M.)। বেতন 7,000/-. 8967966908. (C/114809)

কর্মখালি

■ আমুদরিয়া মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড চাইছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তব-২ জন রিপোর্টার/সাব এডিটর (২ বছরের অভিজ্ঞ), ২ জন অ্যাঙ্কর/২ জন ভিডিও এডিটর (পার্ট টাইম), ১ জন ক্যামেরাম্যান, ১ জন মার্কেটিং এগজিকিউটিভ। বেতন-যোগ্যতানুসারে। ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সিভি পাঠান : amudaryamedia@gmail.com, (M) 9832494941 (10 A.M. to 1 P.M.). (C/114809)

■ Need a part time employee for an NGO. Monthly Salary 14,500/-, Necessary qualifications include experience in working on accounts using Tally (minimum 3 years work experience required), and advanced English speaking and writing skills. The applicant must be a resident of Cooch Behar or Alipurduar districts. Please send CV as soon as possible to +918509341184 by WhatsApp. Visit us : www.moitrisanjog.org (C/113182)

কর্মখালি

■ স্মার্ট, মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। সর্ব সময়ের জন্য ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-২৮-'এর মধ্যে, মাসিক বেতন - ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ ডঃ শাস্ত্রী, শিলিগুড়ি সেবক রোড, গ্রিনভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট। সত্বর যোগাযোগ করুন। 9002004418.

■ Wanted urgently Bethel Mission Hospital, Mathabhanga, Coochbehar MBBS, MD Doctors, Lab Technicians, GNM Nurses, X-ray Technicians. 7797192262, 9933455499, 9800497163. (C/113698)

■ শিলিগুড়িতে রেডিমেড ও থান কাপড়ের দোকানে সেলসম্যান চাই। প্রিন্স টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি। (M) 9883082047. (C/114905)

Vacancy for Waiter/ Housekeeping Staff

■ Interview everyday. Time 11 A.M. - 1 P.M. Address Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph. 9083536619. (C/114804)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রীর রিপোর্ট

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজে সরস্বতীপুজোয় বাধার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দিলেন ব্রাত্য বসু। সমস্যা কাটিয়ে দুটি পুজোই হবে।

সিপি বদল

নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনার পরের দিনই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানো হল অলোক রাজোরিয়াকে। নতুন সিপি হলেন অজয় ঠাকুর।

পানশালায় আগুন

ধর্মতলায় সাতসকালে পানশালায় আগুন লাগে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন এক ঘণ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। হতাহতের কোনও খবর নেই।

দেহ উদ্ধার

চারদিন নিখোঁজ থাকার পর পুকুর থেকে উদ্ধার ১০ বছরের শিশুর দেহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অমিত মিত্রর সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তুতি

কেন্দ্রকে টেক্কার লক্ষ্য রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের সীমাহীন বঞ্চনার কথাই বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে রাজ্য বাজেটে। গ্রামোন্নয়ন, আবাস যোজনা ও সড়ক উন্নয়নের মতো বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বিশেষভাবে বাড়বে, রাজ্যের এমনই আশা ছিল মোদি সরকারের বাজেট নিয়ে। কিন্তু বাজেট হতাশই করেছে রাজ্যকে। এদিন কেন্দ্রীয় বাজেটে চোখ বুলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা রাজ্য বাজেটের পরিকল্পনা তৈরিতে মন দিয়েছেন।

শনিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় ও শীর্ষ প্রশাসনিক মহলের খবর, এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা হয় রাজ্য সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের সঙ্গে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও। চন্দ্রিমাই আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট (২০২৫-২০২৬) পেশ করবেন। কেন্দ্রের বাজেটের দিকে তাকিয়ে রাজ্য বাজেটের মূল অভিমুখ কী হবে, তা নিয়েই মূলত তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, রাজ্য বাজেটে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পাশাপাশি সামগ্রিক বাজেটের একটি জনমুখী আধার রাখতে। অমিত মিত্রের সঙ্গে কথাবার্তার পর সেই পথেই এগোতে চন্দ্রিমাকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে অবশ্য কেউই মুখ খুলতে চাননি।

লক্ষ্য ভোট

- বাজেট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রের সঙ্গে
- পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও
- চন্দ্রিমাই ১২ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করবেন

এদিনের কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর তাঁর প্রতিক্রিয়া জানানো ছাড়া রাজ্যের আগামী বাজেট নিয়ে মুখ খুলতে চাননি অমিত। অথচ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর থেকে প্রতি বছর তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্য বাজেটে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। রাজ্য মন্ত্রীসভা থেকে চলে যাওয়ার পরও অমিতের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর অগাধ ভরসা অটুট। ইদানীংকালে মোটামুটি প্রতি বছর রাজ্য বাজেটের গাইডলাইন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অমিতই তৈরি করে থাকেন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমাকে এ বিষয়ে বরাবরই অমিতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনজনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে একপ্রস্থ কথা হলেও আগামী কয়েকদিন রাজ্য বাজেট পেশের আগে আবারও কয়েক দফা কথা হবে বলে নবান্নে এদিন অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, দিল্লি ও বিহারের এবার ভোট-বছরের বাজারে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার দুই রাজ্যের জন্য বিশেষ করে বিহারের জন্য বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। অথচ বঞ্চিত হয়েছে বাংলা। সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য আয়করে সুবিধা দেওয়া ছাড়া বাজেটে কোনও জনহিতকর পদক্ষেপ মেলেনি।

জনবিরোধী ও গভীর ষড়যন্ত্রমূলক বাজেটের পালটা রাজ্য বাজেট তৈরি করতে এখন সতীর্থদের নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬-এর দিকে তাকিয়ে চলতি ২০২৫-এর রাজ্য বাজেটে রাজ্যবাসীর মন আরও ভালোভাবে পেতে কল্পতরু হবেনই মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, আবাস যোজনা, কৃষক ভাতা ও ১০০ দিনের কাজের মতো সামাজিক প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাচ্ছে, সেই সাফল্য দাবি করা হবে রাজ্য বাজেটে। কেন্দ্রীয় বাজেটকে টেক্কা দিতে শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী সফল হন কি না, সেটাই মূল বিষয়। অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য।

পুজোয় আলপনা ও মণ্ডপসজ্জা। শনিবার কলকাতার বেথুন স্কুলে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

নথি জমা

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় শনিবার চার্জশিট তৈরির সমস্ত নথি আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে জমা দিল সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আর্থিক দুর্নীতিতে দ্রুত চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুক্রবার এই মামলায় সমস্ত নথি নিম্ন আদালতে জমা দিতে পারেনি সিবিআই। তাই সময় চেয়ে নিয়েছিল তারা। আদালতের নির্দেশ মেনে চার্জশিট সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছে।

শিল্প সম্মেলনে কংগ্রেস ব্রাত্য, ডাক অন্যদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : এবার কলকাতায় অনুষ্ঠেয় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে কংগ্রেস বাদে বিজেপি-বিরোধী বাকি সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, এনসিপি(এসপি)-র শারদ পাওয়ার, শিবসেনা (ইউবিটি)-র উদ্ধব ঠাকরেকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মমতা। তাঁদের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা নিশ্চিত করেছেন। বাণিজ্য সম্মেলনের দিনই দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় আসতে পারছেন না কেজরিওয়াল। তবে উদ্ধব ঠাকরে, শারদ পাওয়ার ও এমকে স্ট্যালিন মমতার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার বার্তা বারবার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার

আরেকটি বিরোধী মঞ্চ করার লক্ষ্য

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে দল যেখানে শক্তিশালী, জোটের সব শরিকের উচিত সেই দলকে সমর্থন করা। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষে প্রচারে গিয়েছিলেন অখিলেশ যাদব। আবার দিল্লিতে তৃণমূলও সরাসরি আপকে সমর্থন জানিয়েছে। এই আবহে বিরোধী নেতাদের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে রেখে শিল্পপতিদের কাছে মমতা এই রাজ্যের গুরুত্ব বোঝাতে চাইছেন বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন ভুটানের রাজা। এছাড়াও রাজ্যে বড় ধরনের শিল্পের বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়ে থাকতে পারেন আম্বানিগোষ্ঠীর প্রধান মুকেশ আম্বানি। ২২টি দেশের প্রতিনিধি এই শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। বুধবার সম্মেলনে প্রায় ১৩৫টি মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও আম্বানিগোষ্ঠী তাদের এই রাজ্যে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারে।

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত
চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

প্রয়াত গায়ক অধীর বাগচী

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : বাংলা সংগীত জগতে ফের ইন্দ্রপতন। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও সুরকার অধীর বাগচী (৮০) প্রয়াত। শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সংগীত জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অধীরবাবুর বাবা প্রয়াত অনিল বাগচীও ছিলেন বাংলা সংগীত জগতের প্রখ্যাত সুরকার। ছোটবেলায় তাঁর কাছ থেকেই সংগীত শিক্ষা শুরু। রাগপ্রধান, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, তর্জা থেকে আধুনিক গান সর্বত্রই সমান বিচরণ ছিল তাঁর। অল ইন্ডিয়া রেডিওর 'এ' গ্রেডের শিল্পী অধীরবাবু রাগপ্রধান গানের শিক্ষা পেয়েছিলেন ওস্তাদ মেহদি হাসান খানের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে পণ্ডিত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লঘু রাগপ্রধান গানের শিক্ষা নেন তিনি। জীবনে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। গায়ক ও সুরকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই। বনপলাশীর পদাবলি, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, দুই পুরুষ প্রভৃতি জনপ্রিয় বাংলা গানে সুর দেওয়ার পাশাপাশি গানও করেন তিনি। এর মধ্যে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছবিতে ভোলা ময়রার সঙ্গে নায়ক উত্তম কুমারের তর্জা গানে ভোলা ময়রা (অসিত বরণ)-এর কণ্ঠে গানগুলি করেছিলেন তিনি। আবার 'দুই পুরুষ' ছবিতে মান্না দে'র কণ্ঠের বিখ্যাত সেই গান 'বেহাগ যদি না হয় রাজি' গানটি সুর দিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৮০-'৮১ সালে অধীরবাবু বেঙ্গলি ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে সেরা সুরকার ও গায়কের সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'এগারোশো-বারোশো শতকের বাংলা গান' বইটি তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ৯০-এর দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ জার্মানি, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ওয়ালসে নিয়মিত সংগীত দল নিয়ে যেতেন তিনি। মিউজিক থেরাপি নিয়েও বই লিখেছেন। প্রখ্যাত গায়ক সৈকত মিত্র জানান, দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বাবা শ্যামল মিত্রের বিশেষ বন্ধু অধীর বাগচী। চিনার পার্কের কাছে থাকতেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও বহুদিন আগে মারা গিয়েছেন। ফলে শেষ জীবনে বেশ খানিকটা একাকিত্বে ভোগেন তিনি। নিমতলা ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

স্ত্রীকে খুনে যাবজ্জীবন

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকার সঙ্গে কুকীর্তি জেনে গিয়েছিলেন স্ত্রী। তাই শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন করেন স্বামী। ৬ বছর পর এই মামলায় স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল বসিরহাট আদালত। বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটির বাসিন্দা জামশেদ আলি মণ্ডল ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল তাঁর স্ত্রী তাজমিরা বিবিকে খুন করেছিল।

বণিক সংগঠনগুলি কেন্দ্রের পাশেই

নীতীশকে তুষ্ট করার বাজেট : অভিষেক

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে বাজেট পেশ করেছেন, তা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে শাসক তৃণমূল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দেগে বলেছেন, নীতীশ কুমারকে তুষ্ট করার জন্যই এই বাজেট করা হয়েছে। সিপিএমও এই বাজেটকে জনবিরোধী বলে মন্তব্য করেছে। বাজেটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার কথাও ঘোষণা করেছে তারা।

সিপিএমের সুরেই কথা বলেছে অপর বাম দল এসইউসিআই। শাসক বিজেপি এই বাজেটকে 'যুগান্তকারী' বলে মন্তব্য করেছে। বণিক সংগঠনগুলি অবশ্য এই বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই এই বাজেট বলে মত বণিক সংগঠনগুলির।

বাজেটে আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কতজন মাসে ১ লক্ষ টাকা করে রোজগার করেন, তাদের প্রশ্ন। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রকে তোপ দেগে বলেন, 'এই বাজেটে বাংলার জন্য কিছু নেই। বাংলা থেকে যখন বিজেপির ১৮ জন সাংসদ ছিলেন, তখনও বাংলার ভাগ্যে কিছু জোটেনি। বর্তমানে বাংলা থেকে বিজেপির সাংসদ সংখ্যা ১২। এখনও বাংলার ভাগ্যে কিছু জুটল না। বঞ্চিতই করা হল বাংলাকে। জানি, এই নিয়ে বিজেপি সাংসদরা প্রতিবাদও করবেন না।' সিপিএমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা হয়নি। কৃষিক্ষেত্র, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রেই বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে। মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দেওয়ার নামে যে ১২ লক্ষ টাকা আয়কর ছাড়ের কথা বলা হয়েছে, এর ফলে খুব কম অংশের মানুষই উপকৃত হবেন। এর বিরুদ্ধে তারা রাস্তায় নামার কথা বলেছে। এসইউসিআই-এর পক্ষে সেন্ট্রাল কমিটির অফিস সেক্রেটারি স্বপন ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই বাজেট দিশাহীন ও জনগণ বিরোধী।'

বণিক সংগঠন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং এই বাজেটকে সাহসী বাজেট বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই বাজেট। এতে প্রযুক্তি ক্ষেত্র, জ্বালানি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির দিশা দেখানো হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী, কৃষি ও পণ্য পরিবহণেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মার্চেন্ট চেম্বার অফ

গভীর ষড়যন্ত্র, বললেন অমিত

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটকে বিপর্যয়ের বাজেট বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। এই বাজেটে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে তোপ দাগেন অমিত। এই বাজেটে মানুষের জীবন যন্ত্রণা আরও বাড়বে বলে তাঁর অভিমত।

শনিবার নির্মলা সীতারামন তাঁর বাজেট পেশ করার পরই তীব্র আক্রমণ শানায় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। অমিতের অভিযোগ, আয়করের ঊর্ধ্বসীমা ছাড়ের টোপ দেখিয়ে বিমাক্ষেত্রে একশো শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, ১৮ শতাংশ জিএসটি নেওয়া কেন বন্ধ হচ্ছে না?

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রশ্ন, কী আছে এই বাজেটে? সামাজিক

বাজেট পেশের মুহূর্তে স্ক্রিনে নজর কলকাতার এক ব্রোকারের।

কমার্সের সভাপতি অমিত সারোগী আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বাজেটে প্রচুর সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর মত। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রণব বিশ্বাস আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেও আয়কর ব্যবস্থাকে আরও সরল করার কথা বলেন। এতে আরও বহু মানুষ আয়কর দিতে উৎসাহিত হবেন বলে তাঁর মত।

পরিষেবায় ১৬ শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সামাজিক কল্যাণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়নে ৩ শতাংশেরও বেশি বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এমনকি খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও ১ শতাংশ ভরতুকি কমানো হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে ৩০ শতাংশ তরুণ স্নাতক। বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি। সেই বেকারদের জন্য কেন কিছু ঘোষণা করা হল না?

আদিবাসী এলাকায় নয়া নজর সিপিএমের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে নজর দিতে চলেছে সিপিএম। এপ্রিলে সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেস রয়েছে। এর খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তার ভিত্তিতে আট দফা কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতেই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ার ৪২ নম্বর পাতায় মহিলা, দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় দলীয় নেতাদের নজর দিতে বলা হয়েছে। তেমনই বিজেপির আমলে আদিবাসীদের শোচনীয় পরিস্থিতির কথাও বলা হয়েছে।

একমাত্র কেরলে বামেরা ক্ষমতায় থাকলেও আগামী দিনে সেখানে ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে বামেদের স্বাধীন শক্তি ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। সেই দুর্বলতার কথা খসড়া প্রস্তাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। একক শক্তি বৃদ্ধিতে নজর দেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে খসড়ায় জানানো হয়েছে।

তবে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির পথে হেঁটেই বিরোধী রাজনৈতিক পরিসর বা ইন্ডিয়া জোটে থাকবে তারা। বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদের বিরোধিতায় ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাবেন তাঁরা। দল সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতা, বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নজর দিতে বলা হয়েছে। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে গিয়েও কাজ করতে বলা হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারের ফারাক বোঝানোর কথা বলা হয়েছে।

এই খসড়া প্রস্তাব ইতিমধ্যেই দলের বিভিন্ন স্তরে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ৫ মার্চের মধ্যে সংশোধনী জমা দিতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি এই রাজ্যে যে প্রথা ভেঙে বাঁকুড়ায় মহিলা জেলা সম্পাদক হিসেবে দেবলীনা হেমব্রমকে বসানো হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, দেবলীনার মতো অভিজ্ঞ এবং আদিবাসী মুখকে জেলা সম্পাদক করে ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে সদর্থক পথে হেঁটেছে সিপিএম। এই পরিস্থিতিতে খসড়া প্রস্তাবেও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দলীয় নেতাদের বিশেষ দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।

সত্যমেব জয়তে

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন দপ্তর
ঘোষণা করছে

বৃত্তি তপশিলি জাতির
ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে

পোস্ট ম্যাট্রিক বৃত্তি প্রকল্প ২০২৪-২৫ সালের হিসেবে
তপশিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য

যোগ্যতা
- পিতা-মাতা/অভিভাবকদের বার্ষিক আয় টাঃ ২.৫০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যাতে না হয়।
- ছাত্রছাত্রীদের স্বীকৃত কলেজ/বিদ্যালয় থেকে কার্যধারা অনুধাবন করতে হবে।

সুযোগ
- সমস্ত রকমের কার্যধারা স্বীকৃত হবে একাদশ শ্রেণি অবধি।
- আবেদনপত্রটি গ্রহণ এবং যাচাই করা হবে রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা।
- হত দরিদ্র পরিবারগুলিকেও এর অন্তর্ভুক্তীকরণ করা হবে।

বিধান
- বাধ্যতামূলক অপ্রত্যর্পণীয় বেতন (শিক্ষাদানের খাতে গ্রহণযোগ্য বেতন অন্তর্ভুক্ত)।
- শিক্ষা বিষয়ক বৃত্তি পরিসীমা টাঃ ২৫০০ থেকে টাকা ১৩৫০০ বছর প্রতি।
- ১০% অতিরিক্ত বৃত্তি প্রতিবন্ধী (বিশেষভাবে সক্ষম) ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

- ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব রাজ্য বৃত্তি পোর্টালগুলি থেকেই আবেদন করতে পারবে।
- ছাত্রছাত্রীদের কাছে বৈধ মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ইউআইডি), ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত আধার, আয়ের সূত্রের শংসাপত্র এবং জাতি শংসাপত্র থাকতে হবে।

আবেদন করুন এক্ষুনি

- বৃত্তি প্রকল্পটির নির্দেশিকা এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের বিশদ বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত লিংকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

http://socialjustice.gov.in/schemes/25

cbc38101/11/0038/2425

দুগ্গা দুগ্গা ঋদ্ধি

প্রায় নিঃশব্দে ক্রিকেট মানচিত্র থেকে সরে গেলেন ঋদ্ধিমান সাহা। পঙ্কজ রায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর টেস্টে সবচেয়ে সফল বাঙালি ক্রিকেটারের প্রতি বাঙালির এই উদাসীনতা কি প্রাপ্য ছিল? কিছু সিএবি কর্তার চক্রান্তেই তাঁকে একসময় ত্রিপুরার হয়ে খেলতে হয়েছিল। সেই কর্তারা থেকে গিয়েছেন ক্ষমতায়। ঋদ্ধিমানকেই সরে যেতে হল। শনিবারই ছিল তাঁর শেষ ম্যাচ। শিলিগুড়িও তাঁকে প্রাপ্য স্বীকৃতি দিয়েছে? তাঁর এবার কোচিং জগতে পা রাখার স্বপ্ন। উত্তর সম্পাদকীয়তে তাঁকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন।

বাঙালির উদাসীনতার প্রমাণ ঋদ্ধিমান

প্রতীক

ঠ্যালার নাম বাবাজি। সেই বাবাজির কল্যাণে হঠাৎ ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত রথী-মহারথীদের মনে পড়ে গিয়েছে যে, ঘরোয়া ক্রিকেট ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এবং রনজি ট্রফি বলে একটা প্রতিযোগিতা হয় দেশে।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে নাকানিচোবানি খাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়াতেও অপমানিত হয়ে ফেরার পর বাধ্য ছেলের মতো রনজি খেলতে নেমে পড়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ প্রমুখ তারকারা। ফলে জন্মে রনজি ট্রফির ধারেকাছে না যাওয়া সংবাদমাধ্যমকেও রোজ জানান দিতে হচ্ছে, বিরাট নেটে কার সঙ্গে কথা বললেন, কতজন তাঁকে দেখতে এল, কেমন ওজনের ব্যাট নিয়ে খেললেন ইত্যাদি।

কোটলায় এক যুগ পরে রনজি খেলতে নামলেন বিরাট। তাঁর বিশ্বরূপে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে বাংলার সংবাদমাধ্যমও দু'চার লাইন লিখেই ক্ষান্ত দিচ্ছে, এই রাউন্ডে সম্ভবত জীবনের শেষ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে নামছেন ঋদ্ধিমান সাহা। কারণ বাংলার নক আউট স্তরে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

কেন দু'চার লাইনের বেশি প্রাপ্য ঋদ্ধিমানের? কারণ সর্বকালের সেরা পুরুষ বাঙালি ক্রিকেটারদের তালিকায় তিনি তিন নম্বরে থাকবেন। ইডেন উদ্যানে বৃহস্পতিবার বাংলা বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ খেলতে নামার আগে পর্যন্ত ১৪১ খানা প্রথম শ্রেণির ম্যাচে শিলিগুড়ির ছেলে ঋদ্ধিমান ৩৪৪ খানা ক্যাচ ধরেছেন আর ৩৮ খানা স্টাম্পিং করেছেন, প্রায় ৪২ গড়ে সাত হাজারের বেশি রানও করেছেন। ফলে তিনি যে বাংলার সর্বকালের সেরা উইকেটরক্ষক তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আর পঙ্কজ রায়কে বাদ দিলে আর কোনও বাঙালি ক্রিকেটার ঋদ্ধিমানের চেয়ে বেশি টেস্ট (৪০) খেলে উঠতে পারেননি। শুধু খেলেছেন বললে ভুল হবে। বরেণ্য উইকেটরক্ষক অ্যালান নটের সমসাময়িক হওয়ায় প্রতিভাবান বব টেলরের যেমন ইংল্যান্ডের হয়ে বেশি খেলা হয়নি, মহেন্দ্র সিং ধোনির সমসাময়িক হওয়ায় ঋদ্ধিমানও ভারতীয় দলে নিয়মিত হয়েছেন তিরিশের কোঠায় পা দিয়ে। তা সত্ত্বেও উইকেটের পিছনের দক্ষতায় মুগ্ধ করেছেন সৈয়দ কিরমানি, অ্যাডাম গিলক্রিস্টের মতো কিংবদন্তিদের। তাঁর কোনও কোনও ক্যাচ চোখ কপালে তুলে দিয়েছে, ঘূর্ণি উইকেটে তাঁর উইকেটরক্ষা শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকসময়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঋষভ পন্থ এসে না পড়লে ঋদ্ধিমান অনায়াসে পঞ্চাশের বেশি টেস্ট খেলে ফেলতেন।

অথচ এই লোকটার অবসর নিয়ে বাংলায় কোনও হইচই নেই। বেহালার নীল রক্তের ক্রিকেটারের খেলোয়াড় জীবনে তাঁকে ঘিরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য দেখলে বোধহয় সুরেন বাঁড়ুজ্জেও আশ্চর্য হতেন। অথচ শিলিগুড়ির মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেটার ব্যাপারে কোনওদিন তার ছিটেফোঁটা দেখা যায়নি। স্বভাবতই সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদেরও তাঁকে নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। চোট আঘাতে চিরকাল জর্জরিত দিল্লির ছেলে আশিস নেহরা, যিনি খেলেছেন মাত্র ১৭ খানা টেস্ট আর ১২০ খানা একদিনে আন্তর্জাতিক ম্যাচে মনে রাখার মতো পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন মাত্র একবার– তাঁকে যখন বিশেষ সম্মান দিয়ে ঘরের মাঠে টি টোয়েন্টি খেলে অবসর নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, তখন বাংলার সাংবাদিকরা কত কাব্য যে করেছেন! ঋদ্ধিমানের বেলায় সাজানো কালি শুকিয়ে গেল? একখানা সর্বভারতীয় ইংরিজি খেলার পত্রিকা ছাড়া কোথাও তো ঋদ্ধিমানের কোনও দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেখছি না!

অথচ ঋদ্ধিমানের ক্রিকেটজীবন যেভাবে শেষ হল, তিনি তত অযত্নের পাত্র ছিলেন না। টেস্ট দলে জায়গা পাকা করে নেওয়া ঋদ্ধিমান ২০১৮ সালে অস্ত্রোপচারের জন্য বিশ্রামে যেতে বাধ্য হলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁকে জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া হল না, রেখে দেওয়া হল তরুণ ঋষভকে। কেন? না তিনি ইংল্যান্ডে শতরান করে ফেলেছেন।

ঋষভের উইকেটরক্ষা এখন যত ভালোই হোক, তখনও মোটেই ভরসা জোগানোর মতো হয়নি। সে যতই তিনি এক ইনিংসে পাঁচটা ক্যাচ ধরে থাকুন। বিশেষত, স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর উইকেটরক্ষা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত প্রায়শই। তা সত্ত্বেও ঋদ্ধিমান হয়ে গেলেন দ্বিতীয় পছন্দ। একটা অভিনব সূত্র দিল টিম ম্যানেজমেন্ট– বিদেশে কিপিং করবেন ঋষভ, কারণ ওখানে স্পিনারদের সামলাতে হয়। আর দেশে ঋদ্ধিমান। সবসময় অবশ্য তাও মানা হয়নি।

সৌরভের গোটা কেরিয়ারে প্রতিদিন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া বাঙালি সমাজ তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েনি।

ঋষভ ভালো খেলে দিয়েছেন, ঋদ্ধিমানকে জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় ছিল না– এ যুক্তি কিন্তু অসাড়। কারণ প্রথমত, ভালো খেলার বহরটা আগেই উল্লেখ করলাম। দ্বিতীয়ত, অধিনায়ক বিরাটের আমলেই ২০১৬ সালে চোটের জন্য দলের বাইরে থাকা সিনিয়ার ক্রিকেটার আজিঙ্কা রাহানের জায়গায় একটা টেস্টে সুযোগ পেয়ে করুণ নায়ার ত্রিশতরান হাঁকিয়েছিলেন। অথচ পরের টেস্টেই সুস্থ রাহানেকে তাঁর জায়গা ফেরত দেওয়া হয় (করুণ আজ পর্যন্ত আর মোটে তিনটে টেস্ট খেলেছেন)। তখন বিরাটের যুক্তি ছিল– একটা পারফরমেন্স অন্য একজন খেলোয়াড়ের কয়েক বছরের পরিশ্রমের মূল্য চুকিয়ে দিতে পারে না। সঠিক ক্রিকেটীয় যুক্তি, কিন্তু সেটা ঋদ্ধিমানের বেলায় খাটল না!

তাঁকে একেবারে বাদ দেওয়ার সময়ে অবশ্য কোচ রাহুল দ্রাবিড় আলাদা করে ডেকে বলেছিলেন, বয়সের কারণে তাঁকে নিয়ে আর ভাবা হবে না। এটাও ক্রিকেটীয় যুক্তি হিসাবে ভুল নয়। কিন্তু তাঁর বদলে যাকে ভাবা হয়েছিল, সেই কে এস ভরত ইতিমধ্যেই তলিয়ে গিয়েছেন। আরও বড় কথা, ঋদ্ধিমানের চেয়ে অনেক বেশি ধারাবাহিক ব্যর্থতার পরেও একই বয়সে পৌঁছে যাওয়া বিরাট আর রোহিতকে আজ 'তোমাদের নিয়ে আর ভাবা হবে না' বলার সাহস গৌতম গম্ভীর বা প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর দেখাতে পারছেন না। দলের স্বার্থে নিজেকে বাদ দেওয়া, ধেড়ে বয়সে রনজি দলের নেটে এসে ব্যাকফুটে খেলার অনুশীলন ইত্যাদি আদিখ্যেতা চলছে।

ঋদ্ধিমানের প্রতি সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ব্যবহার করেছেন অবশ্য বাঙালিরাই। ভুললে চলবে না, তাঁকে যখন দল থেকে ক্রমশ সরিয়ে দেওয়া হল তখন বোর্ড সভাপতি ছিলেন বাংলার গৌরব সৌরভ। তারপর ২০২২ সালে এক বাঙালি সাংবাদিক সাক্ষাৎকার না দেওয়ার 'অপরাধে' ঋদ্ধিমানকে রীতিমতো হুমকি দেন– দলে একজন উইকেটরক্ষকই সুযোগ পায়, তুমি ১১ জন সাংবাদিককে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছ। এটা আমার মতে ঠিক নয়... তুমি আমায় ফোন করোনি... কাজটা কিন্তু ভালো করলে না... ইত্যাদি। সেই হুমকি টুইটারে ফাঁস করে দেন ঋদ্ধিমান। বোর্ড বাধ্য হয়ে সেই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে এবং সাময়িকভাবে তাঁর ভারতীয় ক্রিকেট কভার করা নিষিদ্ধ হয়। তবে তিনি বহালতবিয়তে ফিরে এসেছেন। তাঁর প্রতি অবিচার হয়েছে– এই মর্মে বই লিখেছেন, সে বই ক্রিকেট মহলের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছে। মাঝখান থেকে ঋদ্ধিমানের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে।

তারপর সিএবি কর্তাদের ব্যবহারে আঘাত পেয়ে তিনি ত্রিপুরার হয়ে খেলতে চলে গিয়েছিলেন। শেষমেশ গ্যালারির ফাঁক দিয়ে ইডেন উদ্যানে শুভবুদ্ধির হাওয়া এসে পড়ে হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে। এবং সৌরভের কথায় (ঋদ্ধিমানের বয়ান অনুযায়ী) তিনি শেষ মরশুমটা বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পান।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ঋদ্ধিমানের যে সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করলাম, তাতে অভিমানের সুর স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি বরাবর বিশ্বাস করেছি, পারফরমেন্সই একজন খেলোয়াড়ের পরিচয়, পাবলিক রিলেশন নয়।' যুগটা বদলে গিয়েছে। একটা ব্যাপার অবশ্য বদলায়নি– কলকাতার বাইরের বাঙালি সম্পর্কে বাঙালির উদাসীনতা।

(লেখক সাংবাদিক)

ক্রিকেটের নীরব সাধকের সিদ্ধিলাভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেটাকে চিনে রাখুন। আগামীর তারকা!

২০০৭ সাল। নভেম্বর মাসের এক সকাল। কলকাতায় শীত তখনও ডালপালা মেলেনি।

এমনই এক সকালে ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রিভিউ। অনুশীলন শেষে মাঠ থেকে বেরিয়ে তৎকালীন বাংলার অধিনায়ক, বর্তমানের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলি বলেছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সবে দাড়িগোঁফ বেরোনো এক তরুণের সঙ্গে। অধিনায়কের থেকে এমন প্রশংসার কথা শুনে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন ঋদ্ধিমান সাহা।

প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ক দীপ দাশগুপ্ত আচমকাই আইসিএল (বিদ্রোহী ক্রিকেট লিগ) খেলতে চলে যাওয়ার ফলে ভিভিএস লক্ষ্মণের হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে রনজি অভিষেক হয়েছিল পাপালির। অভিষেকের মঞ্চেই করেছিলেন অপরাজিত শতরান। দোসর উইকেটের পিছনে তিনটি ক্যাচ ও একটি স্টাম্প করা।

জাম্পকাট টু ২০২৫

প্রায় শেষ হতে চলা জানুয়ারি মাস। কলকাতা থেকে যাই যাই করছে শীত। তার মধ্যেই ক্রিকেটের নন্দনকাননে জীবনের শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন ঋদ্ধি। মাত্র ১৩ ওভারের জন্য পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করলেন। পঞ্জাবের দ্বিতীয় ইনিংসে নয় উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ফের কিপিং করলেন। ব্যাট হাতে করলেন শূন্য। কিন্তু দলের প্রতি, নিজের কর্তব্যের প্রতি ১৮ বছর আগের তরুণের মতোই দায়িত্বপালন করে গেলেন। দেখালেন দায়বদ্ধতা কাকে বলে। উপরি হিসেবে বর্তমান বাংলা দলের অনেক তরুণ ক্রিকেটারের কাছেই এখন আদর্শ শিলিগুড়ির পাপালি। মাঝে কখন যে হুস করে ১৮ বছর পার হয়ে গেল!

অথচ এই ১৮ বছরের দীর্ঘসময়ে কী করেননি তিনি। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ৪০টি টেস্ট খেলেছেন। ৯টি একদিনের ম্যাচও খেলেছেন। নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পাশে ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এখনও পর্যন্ত প্রতিটা আইপিএলেও খেলেছেন ঋদ্ধিমান। এমন ধারাবাহিকতার নজির ভারতীয় ক্রিকেটে বিরল। সিএবি'র এক শীর্ষ কর্তার কথায় অপমানিত হয়ে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা গিয়ে ফিরেও এসেছেন বাংলায়। সর্বভারতীয় স্তরের এক ক্রিকেট সাংবাদিককে তাঁর আস্ফালনের জন্য 'উচিত শিক্ষাও' দিয়েছেন।

বেশ কয়েক বছর আগে ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি উইকেটকিপার ব্যাটার সৈয়দ কিরমানি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'ঋদ্ধিমান যদি মহেন্দ্র সিং ধোনির জমানার ক্রিকেটার না হতেন, তাহলে টেস্ট খেলার সেঞ্চুরি করতে পারতেন।' ঘটনা। কখনও ধোনি, আবার কখনও ঋষভ পন্থ, দীনেশ কার্তিক, আর সবশেষে কেএস ভরতের কারণে ৪০ টেস্টেই থেমে গিয়েছে পাপালির কেরিয়ার। আপনার কেরিয়ারে তো আক্ষেপের শেষ নেই নিশ্চিতভাবেই? পরিচিত হোক বা অপরিচিত, ঋদ্ধিকে যদি কোনও সাংবাদিক এমন প্রশ্ন করেন, সহজ ও চেনা ছন্দের জবাব আসবে, 'কীসের আক্ষেপ? জীবনে সব স্বপ্ন তো পূরণ হওয়ার নয়। আমি এসব ভাবিই না। যা পেয়েছি, যথেষ্ট।'

আসলে ঋদ্ধিমান এমনই। নীরব ক্রিকেট সাধক। যাঁর চাহিদার তালিকা কম। কিন্তু সাফল্যের খিদে ও মনের জেদ এভারেস্টের উচ্চতাকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে। ইরানি ট্রফিতে দ্বিশতরান করেছেন। আইপিএল ফাইনালে সেঞ্চুরি রয়েছে। টেস্টের আঙিনাতেও রয়েছে তিনটি শতরান। ঘরের মাঠ ইডেন হোক বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়ার কঠিন বাইশ গজ, যখনই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন, দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে লড়ে গিয়েছেন। বিরাট কোহলি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল কুম্বলে, রবি শাস্ত্রী থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের এক সে বড়কর এক তারকা নানা সময়ে পাপালিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কিংবদন্তি সৌরভ ও পঙ্কজ রায়ের পর ঋদ্ধিমানের নাম বাংলা ও বাঙালির অন্তরে থেকে যাবে চিরকালীন হিসেবে। অথচ, পাপালির মধ্যে তারকাসুলভ ইমেজই নেই। কারণ, স্টারডমে পাপালি বিশ্বাসই করেন না। তাঁর স্ত্রী রোমি থেকে শুরু করে বাংলা ও সর্বভারতীয় পর্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও যা নিয়ে আক্ষেপ করেন। কিন্তু ঋদ্ধি সেসবে থোড়াই কেয়ার করেন। তিনি যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া নিবেদিত প্রাণ এক ক্রিকেট সাধক।

স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে ঋদ্ধিমান। শনিবার ইডেনে, শেষ ম্যাচ খেলার পর।

অবসরগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

বাংলা বনাম পঞ্জাব ম্যাচ শেষ হলেই আপনি প্রাক্তন হয়ে যাবেন। ক্রিকেটহীন জীবনের প্রথম সকালটা কেমন হবে? দিনকয়েক আগে ঋদ্ধিকে করেছিলাম প্রশ্নটা। দ্রুত জবাব এল, 'পরিবারকে বেশি করে সময় দেব। আর বাচ্চাদের কোচিং করাব। শেখাব ক্রিকেটের বেসিক। জড়িয়ে থাকব ক্রিকেটের সঙ্গেই। ক্রিকেটই আমার জীবনের সব।' কোচিংয়ের হাতেখড়ি পাপালির প্রাক্তন ক্রিকেটার হওয়ার আগেই হয়ে গিয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরেও ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প রয়েছে তাঁর। আগামীদিনে আরও বড় পরিসরে কলকাতায় কোচিং ক্যাম্প করার পরিকল্পনাও রয়েছে। বাংলার কোচ হিসেবে আগামীদিনে কি আপনাকে দেখা যেতে পারে? এমন প্রশ্নের সামনেও বড্ড শান্ত পাপালি। বলে দিলেন, 'এখনই অতদূর ভাবিনি। তাছাড়া সিএবি যদি আমায় প্রস্তাব দেয়, ভাবব তখন।'

রাজনীতির অ-আ-ক-খ

২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও তাঁর কাছে শাসক-বিরোধী, দুই শিবির থেকেই প্রস্তাব গিয়েছিল ভোটে লড়ার। প্রস্তাব পত্রপাট খারিজ করেছিলেন পাপালি। প্রাক্তন ক্রিকেটার তকমা পেয়ে যাওয়ার পর ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব ফের তাঁর কাছে যাবে নিশ্চিতভাবেই। কী করবেন ঋদ্ধিমান? পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ইডেনে তাঁর কেরিয়ারের শেষ ম্যাচের মাঝে ঘরোয়া আড্ডায় প্রশ্নটা করতেই পাপালির বদলে তাঁর স্ত্রী রোমি হাসতে হাসতে বলে দিলেন, 'আমি ওকে বলেছি, তুমি সঙ্গে থাক। নির্বাচনে লড়ব আমি।' মন্তব্য শুনে পাপালিও হো হো করে হেসে উঠলেন।

শূন্য দিয়ে শুরু, শূন্য দিয়েই শেষ

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ ম্যাচে ব্যাটার ঋদ্ধির সংগ্রহ শূন্য। ২০১০ সালে নাগপুরে আন্তর্জাতিক অভিষেকের মঞ্চেও করেছিলেন শূন্য। জোড়া শূন্যের নির্যাসের প্রভাব কেমন থাকবে আপনার জীবনে? বরাবরের কম কথার মানুষ পাপালি তাঁর প্রখর রসবোধের পরিচয় দিয়ে বলে দিলেন, 'আমায় কি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে তুলনা করতে চান নাকি?' জবাব দিয়ে নিজেই হেসে ফেললেন।

রোহিতের সর্বনাশ, পাপালির পৌষমাস

২০১০ সালে নাগপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল রোহিত শর্মার। খেলার দিন সকালে জুতোর ফিতেয় পা জড়িয়ে রোহিত গোড়ালিতে চোট পাওয়ায় টেস্ট অভিষেক হয় ঋদ্ধির, আচমকাই। ব্যাটার হিসেবে। বিদায় লগ্নে সেই দিনটার কথা মনে পড়লে কেমন লাগে? পাপালির কথায়, 'সেদিনও টিমম্যান ছিলাম। আজও তাই। আর কিছু মনেই হয় না। তাও বলতে পারি, সময়টা বড্ড দ্রুত পেরিয়ে গেল।'

তার মাঝেই ক্রিকেট সাধনায় সিদ্ধিলাভও হয়ে গেল পাপালির।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

পড়ুয়াদের থেকে ১১০০ টাকা নেওয়ার জের

শোকজ বিদ্যালয়ের টিআইসি-কে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : ছাত্রদের থেকে বেশি টাকা নেওয়ার জন্য কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ বিজন সাহাকে অবশেষে শোকজ করা হল। স্কুল সূত্রে খবর, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বিকাশ ভবন থেকে গত বৃহস্পতিবার স্কুলে ওই শোকজ নোটিশ এসেছে। সরকারি স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও টাকাপয়সা নেওয়ার নিয়ম নেই। তাও কেন ছাত্রদের থেকে ১১০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে, সেবিষয়ে বিকাশ ভবন থেকে তার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ছাত্রদের থেকে নেওয়া লক্ষ লক্ষ অতিরিক্ত টাকা স্কুলের কোন খাতে, কেন, কীভাবে খরচ করা হয়েছে, সেসবের হিসাব চাওয়া হয়েছে। চিঠি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। শনিবার টিআইসি শোকজের সেই জবাব পাঠিয়েছেন।

জেলা শাসকের দপ্তর লাগোয়া সাগরদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কোচবিহারের সবচেয়ে পুরোনো সরকারি স্কুল এটি। বাংলামাধ্যমের এই স্কুলটিতে প্রি-প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন চালু রয়েছে। সবমিলিয়ে এখন প্রায় ৯০০ জন পড়ুয়া আছে। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল ছাত্রদের কাছ থেকে প্রতিবছর ভর্তির জন্য ১১০০ টাকা নিচ্ছিল। কারণ হিসাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষক ৩৮ জন থাকার কথা থাকলেও মাত্র ১৭ জন আছেন। এছাড়া স্কুলে গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, নৈশপ্রহরী, জমাদার, মাসি নেই। যে কারণে স্কুলের পঠনপাঠনকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ নয়জন কর্মী রেখেছেন। তাঁদের মাইনে দেওয়া সহ অন্য সমস্ত খরচ সামলানোর জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে তারা ১১০০ টাকা করে নেন। গত ২৩ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরটি প্রকাশিত হয়। এরপর বিকাশ ভবনের টনক নড়ে। শোকজ প্রসঙ্গে বিজন বলেন, 'আমার স্কুলে গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, নৈশপ্রহরী, জমাদার পদে কোনও কর্মী নেই। যে কারণে স্কুলকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে নয়জন কর্মী নিয়েছিলাম। এর মধ্যে দুজন গেস্ট টিচার, দুজন মাসি ও একজন করে গ্রুপ-সি ও ডি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, গেটম্যান এবং সুইপার নেওয়া হয়। তাদের মাইনে বাবদ বছরে ১০ লক্ষাধিক টাকা লাগত। আমরা এদিন থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে দিয়েছি। ২৪০ টাকা থেকে যে টাকা বেশি নিয়েছি তা ছাত্রদের ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

> আমার স্কুলে গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, নৈশপ্রহরী, জমাদার পদে কোনও কর্মী নেই। যে কারণে স্কুলকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে নয়জন কর্মী নিয়েছিলাম। তাদের মাইনে বাবদ বছরে ১০ লক্ষাধিক টাকা লাগত। এদিন থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে দিয়েছি। যে টাকা বেশি নিয়েছি তা ছাত্রদের ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **বিজন সাহা**
> টিআইসি

এখন ২৪০ টাকা করে নিলে সেই টাকায় স্কুল কি ঠিকঠাক চলবে? পাশাপাশি যে নয়জন কর্মীকে বাদ দিচ্ছেন তাতে স্কুলের কীভাবে মিটবে? বিজনের জবাব, 'আমরা হিসাব করে দেখেছি ২৪০ টাকা করে নিলে আমাদের দুই লক্ষাধিক টাকা ওঠে। সেই টাকায় স্কুলের সরস্বতীপুজো, পরীক্ষার প্রশ্ন ও স্পোর্টস করতে পারব। কিন্তু চক-ডাস্টার, প্রিন্টারের কালি ও কাগজের পেছনে বছরে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। সেটা কোথা থেকে আসবে, স্কুলের গেট কে খুলবে, ক্লাসের তালা কে খুলবে-বন্ধ করবে, স্কুল পরিষ্কার কে করবে, বেল কে বাজাবে, বাচ্চাদের দেখভাল কে করবে জানি না! এছাড়া স্কুলের বেতনের বিল, সবুজ সাথী, শিক্ষাশ্রী ও ওয়েসিস এগুলির হিসাব কে করবে জানি না। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার খাতা প্রস্তুত, সিট নম্বর বসানোর কাজগুলি কীভাবে হবে তা নিয়ে খুব চিন্তায় রয়েছি। আশা করছি শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

প্রতিমা দেখছে এক খুদে। *কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে শনিবার অপর্ণা গুহরায়ের তোলা ছবি।*

নমনীয়তার সঙ্গে দল করতে হবে : হিপ্পি

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোন্দল এখন নিত্যদিনের ঘটনা। তুফানগঞ্জ পুরসভায় ১৫ দিন আগে দলের কাউন্সিলাররা অনাস্থা এনেছিলেন। এবার এই ইস্যুতে কার্যত নাম না করে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানকে কাঠগড়ায় তুললেন। কাউন্সিলারদের মতো তাঁরও অনাস্থা প্রকাশ পেল ওই দুজনের বিরুদ্ধে। শনিবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড়ে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ বিধানসভাভিত্তিক জনসভা ছিল। সেখানে তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর ও ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় অভিজিৎ বলেন, 'তুফানগঞ্জ শহরে ভোটে হারার পরেও কয়েকজন নেতা নিজেকে পার্টির থেকে বড় ভাবতে শুরু করেছে। 'পুষ্পা' কিংবা 'সুলতান'-এর গান দিয়ে নিজের ছবি পোস্ট করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে নেতাগিরি চলবে না। দলের সিম্বল মাথায় না থাকলে তিনি ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে একা। এই অনুভূতি নিয়ে নমনীয়তার সঙ্গে দল করতে চাইলে জেলা নেতৃত্ব পদক্ষেপ করবে। না হলে দল কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।'

ঘটনাক্রম

- তুফানগঞ্জ পুরসভায় ১৫ দিন আগে দলের কাউন্সিলাররা অনাস্থা এনেছিলেন
- কার্যত নাম না করে অভিজিৎ চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানকে কাঠগড়ায় তুললেন
- কাউন্সিলারদের মতো তাঁরও অনাস্থা প্রকাশ পেল ওই দুজনের বিরুদ্ধে

শেষকথা। তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়ের কথায়, 'তৃণমূল নিজের পরিবারকে সামলাতে পারছে না। আবার বিজেপিকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। জেলা সভাপতি হিসেবে তিনি যে ব্যর্থ তুফানগঞ্জের ঘটনা তার প্রমাণ।'

অনাস্থা আনার পরে দু'সপ্তাহ ধরে পুরসভায় ডামাডোল চলছিল। দলের নির্দেশ অমান্য করে অনাস্থা আনা হলে শীর্ষ নেতাদের কাছে কাউন্সিলারদের বকুনি খাওয়ার কথা। সেই জায়গায় জেলা নেতৃত্ব কার্যত নিশ্চুপ ছিল। শনিবার দলীয় সভায় প্রথম তুফানগঞ্জ পুরসভা নিয়ে অভিজিৎ মুখ খুললেন। মুখ খুলতেই কোণঠাসা পুরসভার দুই পদাধিকারী। সভা মঞ্চ থেকে তিনি সাফ জানান, নমনীয় না হলে দল তুফানগঞ্জ পুরসভার ব্যাপারে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবে না।

এদিনের জেলা সভাপতির বক্তব্য প্রসঙ্গে পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুধাংশুশেখর সাহা বলেন, 'আমরা জেলা সভাপতি বক্তব্যে খুশি। দলের মত ছাড়া আমরা এক পা-ও নড়ব না। আগামীতে যে-ই চেয়ারম্যান থাকুন কাউন্সিলারদের নিয়ে পরিকল্পনামাফিক একসঙ্গে কাজ করুন।' একই সুর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনন্তকুমার বর্মার গলাতে। তাঁর মন্তব্য, 'জেলা সভাপতি সমস্তটা জেনেশুনে বলেছেন। শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আমাদেরও রাস্তা বেছে নিতে হয়েছে। তুফানগঞ্জের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধীরাও ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামছেন।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নির্মল।। *মালবাজারে প্রকৃতিকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন পিনাকী মিত্র।*

চাকরির টোপে প্রতারিত তরুণী

শীতলকুচি, ১ ফেব্রুয়ারি : চাকরির নামে ফের প্রতারণার ঘটনা সামনে। সেই ফোনকল আবার শীতলকুচির জয়েন্ট বিডিও'র নামে। পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের যমুনা বর্মন বুঝতেই পারেননি ফোনের উলটো পারে জয়েন্ট বিডিওর নাম করে প্রতারক ফাঁদ পেতেছে। কোনও সন্দেহ ছাড়াই চাকরিপ্রার্থী হিসেবে নিজের ভাগ্নির কথা জানান যমুনা। তারপর সার্টিফিকেট তৈরি করার নামে তিন ধাপে আট হাজার টাকা লোপাট করল প্রতারক।

যমুনা বিএলও'র কাজ করেন। কয়েকদিন আগে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তি নিজেকে শীতলকুচির জয়েন্ট বিডিও হিসেবে পরিচয় দেন। যমুনার বক্তব্য, 'আমি বিএলও'র কাজ করি। তাই ভাবলাম জয়েন্ট বিডিও আমাকে ফোন করেছেন। ফোনে তাঁকে সম্মান দিয়েই কথা বলি। একটুও বুঝতে পারিনি প্রতারক ফোন করেছে।'

যমুনা আরও বলেন, 'আমাকে বলা হয় স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে ছেলেমেয়ে নিয়োগ হচ্ছে। আমাদের ব্লক থেকে ১৫ জনের মতো ছেলেমেয়েকে নিয়োগ করা হবে। যেহেতু ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছি তাই এই খবর আমাকে দেওয়া হল। ২৭ বছরের নীচে পরিচিত কেউ থাকলে তাকে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে।'

যমুনা জানালেন, তিনি ওই ব্যক্তির প্রস্তাবে রাজি হয়ে ভাগ্নি নন্দিতা বর্মনের কথা বলেন। এরপর যমুনার সঙ্গে কথা বলেন ওই ব্যক্তি। নন্দিতা বললেন, 'আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে যোগ্যতার কাগজপত্র চাওয়া হয়। বেশ কিছুক্ষণ পরে ট্যালি সার্টিফিকেট লাগবে বলে জানানো হয়। আমার কাছে সেই সার্টিফিকেট ছিল না। ওই ব্যক্তি তখন আমাকে জানান, তাঁর পরিচিত কম্পিউটার সেন্টার সেই কাগজ বের করে দেবে। তার জন্য কিছু টাকা লাগবে।' তারপরে তরুণী তিন ধাপে আট হাজার টাকা পাঠান অনলাইনে। সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য অফিসের ঠিকানায় গিয়ে বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন।

ওই তরুণী জয়েন্ট বিডিওকে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। জয়েন্ট বিডিও সন্দীপন দাসের বক্তব্য, 'এধরনের প্রতারণা থেকে বাঁচতে সচেতন থাকতে হবে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।'

বাম জমানায় তৈরি পার্ক বেহাল

সংস্কারের আর্জি বিধায়কের

অমৃতা দে

সিতাই, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০০৬ সাল। বামফ্রন্ট জমানা। সে সময় সিতাই ব্লকের সিতাই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পিরপাল গ্রামে সিতাই বিল ঘিরে তিন বিঘা জমির ওপর তৈরি হয়েছিল সতী বেহুলা সম্প্রীতি পার্ক। রাজ্য থেকে বামফ্রন্ট সরকার বিদায় নেওয়ার আগেই সেই পার্কের গণেশ উলটায়। সেসময় পার্কটি তৈরির জন্য এলাকার পাঁচজন বাসিন্দা জমি দিয়েছিলেন। এবার তাঁরা সেই জমি ফেরত নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে চাপে পড়ে বিষয়টি নিয়ে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। পার্কটি সংস্কার করে ফের চালুর জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে ইতিমধ্যে সিতাইয়ের বিডিও নিবিড় মণ্ডল কথা বলেছেন বলে দাবি করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০০৬-এর ১৫ অগাস্ট তৎকালীন বিডিও অশ্বিনীকুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে পার্কটি তৈরি হয়েছিল। প্রায় তিন বছর পার্কটি ভালোই চলছিল। কিন্তু তারপরই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটি ধ্বংস হতে শুরু করে। বাচ্চাদের একাধিক খেলনা, বসার সমস্ত বেঞ্চ নষ্ট হয়ে যায়। বিশাল এলাকাজুড়ে পার্কটি তৈরি হলেও বর্তমানে বেহাল। দিনেও মানুষ ভিতরে ঢুকতে ভয় পান। পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুভাষ দাস বলেন, '২০২৬ সাল পর্যন্ত আমরা জমিদাতারা অপেক্ষা করব। এরমধ্যে পার্কটির উন্নয়ন না হলে তারপরই জমি ফেরত দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হবে।' এ প্রসঙ্গে সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মায়ারানি পোদ্দার বলেন, 'পার্কটি সম্পর্কে বিডিও'র সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা সাংসদ ও বিধায়কের কাছে এটি সংস্কারের জন্য আর্জি জানাব। আপাতত এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এ ব্যাপারে সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সংগীতা রায় বলেন, 'বিধায়ক হিসাবে অতি দ্রুত পার্কটি সংস্কারের জন্য পর্যটন দপ্তরে আর্জি জানাব। পার্কটি স্থানীয়দের বিনোদনের স্থান হয়ে উঠতে পারে।'

অবিলম্বে পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাত বর্মন। তাঁর কথায়, সিতাই একটি অনুন্নত গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানে একটি পার্ক স্থানীয়দের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। সুবিশাল এই জায়গায় এক ফালি ফুলের বাগান ও বাচ্চাদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকলে স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই খুশি হবেন। প্রবীণরা সময় কাটানোর একটি সুন্দর জায়গাও পাবেন।

স্থানীয়দের অনেকেরই দাবি, অনেকদিন ধরেই পার্কটি বেহাল হয়ে রয়েছে। রাতে পার্কের ভিতর নানা অসামাজিক কাজকর্ম চলে। বসে নেশার আসরও। অধিকাংশ দিন সকালে পার্কের আশপাশে মদের খালি বোতল সহ নেশায় ব্যবহৃত নানা সামগ্রী পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা। প্রতিনিয়ত পুলিশ প্রশাসন যাতে ওই এলাকায় টহলদারি চালায় সে ব্যাপারে আশ্বাস দেন বিডিও নিবিড় মণ্ডল। পার্কটির সংস্কারে স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কের দ্বারস্থ হচ্ছেন এলাকাবাসী। সিতাইয়ের বিডিওর কথায়, 'ইতিমধ্যে পার্কটির সংস্কারে পঞ্চায়েত সমিতিতে কথা হয়েছে।'

তামাক ও আলুখেত নষ্ট

নয়ারহাট, ১ ফেব্রুয়ারি : রাতেরবেলা তামাক ও আলুখেত নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগাছি ও বালারহাটের ঘটনা। শুক্রবার রাতে সীমান্তবর্তী ওই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচারের জেরে বেশ কয়েকজন চাষির ফসল নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বালারহাটের বাসিন্দা ওসমান মিয়াঁর বক্তব্য, 'গতকাল রাতে আমার তামাকখেতের ওপর দিয়ে গোরু নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সকালে দেখি প্রচুর তামাক গাছ নষ্ট। আমার বড় ক্ষতি হয়ে গেল।' একই বক্তব্য জসন মিয়াঁর। তিনি বলেন, 'অন্ধকারে গোরু নিয়ে যাওয়ায় তামাকখেত নষ্ট হয়েছে। এলাকার আরও কয়েকজনের আলুখেত নষ্ট হয়েছে। ফসল রক্ষার্থে রাতে ওই এলাকায় পুলিশি নজরদারির দাবি জানানো হয়েছে।'

কর্মসূচি

মেখলিগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : সিভিক অ্যাকশন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিএসএফ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল শনিবার মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির জিকাবাড়ি সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের অন্তর্গত ৪০ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এই শিবিরে বিএসএফের মেডিকেল আইজি ডাঃ উমেশ তিওয়ারি এবং জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার রাজীব গৌতম সহ অন্য বিএসএফ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ছিটমহল ও হক মঞ্জিল পরিদর্শন

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ফেব্রুয়ারি : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের তারার বাড়ি এলাকায় ছিটমহল আবাসন এবং সংলগ্ন নতুন ধরলা সেতু পরিদর্শন করলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। বিধায়ক বলেন, 'ছিটমহলবাসীদের তরফ থেকে নানা অভিযোগ আসছিল। সব সমস্যারই সমাধান করা হবে। নতুন ধরলা সেতুও মার্চ মাসের আগেই উদ্বোধন করা হবে।' পাশাপাশি ছিটমহল আবাসনের সমস্যা নিয়েও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান সহ অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। এলাকার বাসিন্দা বিপুল বর্মন বলেন, 'এলাকার দশটি পরিবারের ইলেক্ট্রিক মিটার, লাইন, নিকাশিনালা ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।'

এছাড়া এদিন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক হক মঞ্জিলও পরিদর্শনে গিয়ে

> এলাকার দশটি পরিবারের ইলেক্ট্রিক মিটার, লাইন, নিকাশিনালা ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।
>
> **বিপুল বর্মন**
> স্থানীয় বাসিন্দা

তিনি বলেন, 'মেলা চত্বরে মহিলাদের বসার পৃথক ও স্থায়ী শেড বিধায়ক তহবিল থেকে তৈরি করা হয়েছে। শৌচাগার সহ অন্যান্য কিছু দাবির বিষয়গুলিও দেখা হচ্ছে।' ফেব্রুয়ারি মাসেই হবে চ্যাংরাবান্ধা হুজুর সাহেবের মেলা। আয়োজক কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের একজন শহিদুল ইসলামের কথায়, 'এবছর থেকে মাজারে প্রার্থনার জন্য ধূপকাঠির বদলে ফুল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

অনলাইন লেনদেনে প্রতারণা

মাথাভাঙ্গা, ১ ফেব্রুয়ারি : ফের প্রতারণার ঘটনা অনলাইন লেনদেনে। শনিবার মাথাভাঙ্গা শহরের কলেজ মোড় এলাকার ঘটনা। দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে অনলাইনে দোকানদারকে দাম মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানায় এক কিশোর। মোবাইলে পেমেন্টের ছবিও দেখায় সে। কিন্তু দোকানদার স্বপন বর্মন অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখেন, কোনও টাকা ঢোকেনি। ফের ওই কিশোরকে টাকা পাঠাতে বলেন তিনি। সেই মতো আবার টাকা পাঠায় ওই কিশোর। সেবারও স্বপনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি।

ব্যাপারটি গোলমেলে হওয়ায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুব্রত রায় নামে এক ব্যক্তি তাঁর মোবাইলে ওই কিশোরকে টাকা পাঠাতে বলে। সেই মতো তাঁর মোবাইলেও টাকা পাঠায় ওই কিশোর। পুনরায় একই ঘটনা। সুব্রতর মোবাইলে কোনও টাকা ঢোকে না। এবার ব্যাপারটি সন্দেহ হলে ওই কিশোরের মোবাইল নিয়ে দেখা যায় সেখানে অসংখ্য ভুয়ো অ্যাপ। বিষয়টি নিয়ে বচসা শুরু হলে লোকজন এসে জড়ো হয়। পালাতে চাইলে উপস্থিত সকলে ওই কিশোরকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। আইসি হেমন্ত শর্মা বলেন, 'ওই কিশোরের অভিভাবককে থানায় তলব করা হয়েছে।' তাঁর আরও সংযোজন 'এমন ঘটনা রোজ হচ্ছে। সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে।'

পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে প্রধান ও উপপ্রধান

কোচবিহার ও ঘোকসাডাঙ্গা, ১ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির দখলেই ছিল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েত। তাল কাটল শুক্রবার রাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা দলীয় কার্যালয়ে জেলা সভাপতি সহ অন্য নেতৃত্বের ভিড়ে মিলে গেলেন লতাপাতা পঞ্চায়েতের প্রধান মালা অধিকারী ও উপপ্রধান উমাশংকর বর্মন। তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে দল বদলালেন তাঁরা। দুজন সদস্য ঘাসফুল শিবিরে ভিড়তেই লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল বিজেপির। শনিবার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব লতাপাতায় বিজয় মিছিল করলেন।

দলবদলু প্রধানের কথায়, 'পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ সবই তৃণমূলের দখলে। তাই বিভিন্ন প্রকল্প সহ সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই আমি তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।'

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ২৩টি। গত পঞ্চায়েত ভোটে ১৩টি আসনে জয় পায় বিজেপি। মালাকে ও উমাশংকরকে যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধানের পদ দিয়ে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মনের বাড়ি এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই। বিজেপি বিধায়কের নিজের গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়া পদ্ম শিবিরের কাছে বেশ ধাক্কার।

মাথাভাঙ্গার বিধায়ক বললেন, 'এলাকার ভোটাররা আমাদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। জোর করে এভাবে আমাদের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর জবাব জনগণই দেবেন।' কেন এমন অভিযোগ? গত লোকসভা ভোটে কোচবিহার আসন জোড়াফুলের জয় হয়। তারপর থেকেই বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নিজেদের দখলে নিতে মরিয়া চেষ্টা শুরু করে তৃণমূল। বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখলেও নিয়ে নেয় তৃণমূল।

এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবলু বর্মনের বক্তব্য, 'এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির সুশীল বর্মন। তাঁকে এলাকায় পাওয়া যায় না। এলাকার উন্নয়নেও তেমন কোনও ভূমিকা রাখেননি। তাই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই

বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যরা আমাদের দলে যোগদান করছেন। একইভাবে লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতেও আমাদের দখলে এল।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে প্রধানদের নিয়মিত কার্যালয়ে দেখা মিলত না। অনেকেই নানা কারণে ছুটি নিতেও দেখা গিয়েছে। লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও প্রধান নিজের বাড়ি থেকেই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।

সরস্বতীপুজোর গন্ধে প্রেম দিবসের প্রস্তুতি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজোই এখন যেন বাঙালির 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। দিনটিকে 'প্রেম দিবস' বললেও ভুল বলা হবে না। ছুটির দিনে একদিকে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্বত্র পলাশপ্রিয়ার বন্দনা চলবে, তখন পার্ক থেকে শুরু করে দর্শনীয় স্থানগুলিতে গোলাপ উপহার দিয়েই চলবে ভালোবাসার বন্দনাও। সেকারণেই আগেভাগেই প্রস্তুতি সেরেছেন ফুল বিক্রেতারা।

প্রতিবারই সরস্বতীপুজো এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আগে গোলাপের চাহিদা বাড়ে। এবারেও মিনি কুইন, ইতালিয়ান রোজ, ডাচ গোলাপের চাহিদা রয়েছে। এদিন ডাচ গোলাপ প্রতিটি ৫০-৬০ টাকা এবং মিনি গোলাপ ২০-৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে শহরের দোকানগুলিতে। পুজোর দু'দিনের কথা মাথায় রেখে ফুল বিক্রেতারা ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরু, কলকাতা থেকে বিভিন্ন রংয়ের ডাচ গোলাপ, মিনি গোলাপ নিয়ে এসেছেন। ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য নীরেন দেব বলেন, 'সরস্বতীপুজো এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে বেঙ্গালুরু থেকে প্রচুর গোলাপ আনা হয়। এবার দু'দিন মিলিয়ে মোট ১৫ হাজার গোলাপ আনা হবে।'

সরস্বতী বিদ্যার আরাধ্যা দেবী। কিন্তু এখন সরস্বতীপুজোর দিন যেন বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে। প্রতিবছরই সকাল সকাল অঞ্জলি সেরে এই বিশেষ দিনে জেনকিন্স কিংবা এবিএন শীল কলেজ, পার্ক, রেস্তোরাঁ, রাজবাড়ি, সিনেমাহলগুলিতে ভিড় দেখা যায় যুগলদের। এবার অবশ্য সরস্বতীপুজো দু'দিন পড়ায় খুশি বিক্রেতা থেকে শুরু করে অল্পবয়সিরাও। কেউ কেউ যেমন পুজো সেরে সিনেমা দেখতে যাবার প্ল্যানিং সেরেছেন। তেমনি কেউ আবার বাইরে ঘুরতে যাবারও প্রি-প্ল্যানিং করছেন। শিক্ষক অমিত সাহা বলেন, 'স্কুলের সরস্বতীপুজো সেরে প্রিয়জনের সঙ্গে রাজাভাতখাওয়ায় ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানিং করেছি।'

একেই ছুটির দিন। তার ওপরে বাড়তি পাওনা সরস্বতীপুজো। এই বিশেষ দিনে প্রিয়জনকে গোলাপ দেওয়ার হিড়িক যেন নজর কাড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যতই ভালোবাসার মেসেজ আদান-প্রদান হোক না কেন, ভালোবাসার মানুষটির হাতে গোলাপ তুলে দেওয়ার মজাটা খানিকটা আলাদাই। সেকারণে অবশ্য আগেভাগেই ফুলের দোকানগুলিতে ঢুঁ দিতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। ফুল বিক্রেতা অরূপ রায় কর্মকার বলেন, 'বেঙ্গালুরু এবং কলকাতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার গোলাপ নিয়ে এসেছি।' সরস্বতীপুজো এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার ফুলের অর্ডার দেওয়া হয়েছে।'

সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে ফুল কিনছে এক তরুণী। শনিবার। -জয়দেব দাস

অর্থাভাবে লাটে পরিষেবা

নিজেদের সমস্যা দূর করতে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন মানুষ। অথচ ভোটের পর কতটা আশাপূরণ হয় তাঁদের? এলাকাবাসীর বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী বর্মনের মুখোমুখি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি রাজেশ দাস।

জনতার চার্জশিট

কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

সাবিত্রী বর্মন
প্রধান, কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : এলাকার একাধিক রাস্তা বেহাল। কবে পাকা রাস্তা পাবেন বাসিন্দারা?

প্রধান : ইতিমধ্যে পথশ্রী প্রকল্পে অনেক রাস্তা পাকা করা হয়েছে। আরও কিছু রাস্তার কাজ শুরু হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

জনতা : কেদারহাটে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পুনরায় কবে চালু হবে? অ্যাম্বুল্যান্সটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আবার কখনও বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছে, কী বলবেন?

প্রধান : অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দীর্ঘদিন চালু ছিল। অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু রাখতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল থেকে অনেক অর্থ খরচ হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয়।

জনতা : কেদারহাটের বিভিন্ন এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা আজও পৌঁছায়নি। কবে মিটবে পানীয় জলের সমস্যা?

প্রধান : কিছু জায়গায় সমস্যা রয়েছে। এলাকায় বেশ কিছু জলাধার তৈরির কাজ চলছে। আশা করি কিছুদিনের মধ্যে এলাকার পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে।

জনতা : এলাকায় উপনি নদীতে দীর্ঘদিন ধরে কালভার্টের দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। কবে কালভার্ট তৈরি হবে?

প্রধান : এলাকায় বেশ কিছু বাঁশের সাঁকো রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কালভার্ট তৈরি করা সম্ভব নয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।

জনতা : এলাকার বেশ কয়েকটি বিশ্রামাগার বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। কবে সংস্কার হবে?

প্রধান : খোঁজ নিয়ে দ্রুত বিশ্রামাগারগুলো মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

জনতা : বিভিন্ন হাটবাজারে অবৈধ মদের কারবার রমরমিয়ে চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দিনদুপুরে মদ্যপদের উপদ্রব রয়েছে এলাকায়। এ বিষয়ে কী বলবেন?

প্রধান : এই ধরনের অভিযোগ পেলে পুলিশ প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাব।

জনতা : কেদারহাটের গিলাডাঙ্গা তপসিতলি ঘাটে মানসাই নদীতে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। কবে পাকা সেতু পাবেন এলাকার সাধারণ মানুষ?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়। গ্রামবাসীদের কথা মাথায় রেখে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : মাথাভাঙ্গা-১
বুথের সংখ্যা : ১৫
পঞ্চায়েত সদস্য : ১৯
জনসংখ্যা : ২১৬৮৬
(২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ৯১৬২.৬৮ একর

টুকরো খবর

শোভাযাত্রা

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে শোভাযাত্রা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রজত জয়ন্তী বর্ষের স্মারক তোরণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নম্বর গেটের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎকুমার পাল সহ অন্যরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বিভিন্ন ঘটনায় মৃত পড়ুয়াদের কথা স্মরণে রেখে ক্যাম্পাসে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। সেই শহিদ বেদিতেও এদিন মালা দেন আধিকারিকরা।

প্রশিক্ষণ

দিনহাটা, ১ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় বিকল্প ফসল হিসেবে হাইব্রিড সর্ষে চাষ বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে দিনহাটা-২ ব্লকের কৃষি দপ্তর। শনিবার ছুটির দিনেও সংশ্লিষ্ট ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গানগরে এবিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগ নিয়েছে দিনহাটা-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা দপ্তর। এদিন স্থানীয় দিশারি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে দিনহাটা-২ ব্লকের এডিএ শুভাশিস চক্রবর্তী ছাড়াও এলাকার প্রায় ৫০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

নামসংকীর্তন

গোপালপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরাপাতায় আনন্দনগর কাঙ্গাল সমিতির উদ্যোগে তারকব্রহ্ম মহানাম সংকীর্তন শুরু হয়েছে। আনন্দনগর রবীন্দ্র সংঘ ক্লাবের মাঠে এই নামসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবছর ৫০তম বর্ষ এবং ৫৬ প্রহর মহানাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে।

আহত ২

গোপালপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার রাতে গোপালপুর ও কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী ডাকুয়ার বাড়ি এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন দুই ব্যক্তি। আহতদের উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দুটি উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে এসেছে।

পপিখেত নষ্ট

গোপালপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট পখিহাগা এলাকায় অবৈধ পপিখেত ধ্বংস করতে অভিযান চালাল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন অভিযান চালিয়ে ৪ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করা হয়েছে।

প্রস্তুতি সভা

দিনহাটা, ১ ফেব্রুয়ারি : আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে ২৩তম জেলা সম্মেলন করবে সিপিএম। সেই সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে শনিবার দিনহাটা-১ ব্লকের দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয়।

বোমা নিষ্ক্রিয়

সিতাই, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সিতাই থানা এলাকার সিঙ্গিমারি নদীর চর থেকে উদ্ধার হওয়া একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করল বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড।

কোচবিহারে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে মিটিং চলছে। শনিবার। ছবি : জয়দেব দাস

জেলা সম্মেলনের আগে চর্চা সিপিএমে

সম্পাদকের দৌড়ে এগিয়ে মহানন্দ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : ফের কি প্রবীণের উপরেই ভরসা? নাকি সিপিএমে এবার নতুন মুখ আসবে? দলের জেলা সম্মেলনকে ঘিরে এখন এই প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠেছে। আগামী ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি দলের জেলা সম্মেলন হবে। কোচবিহার জেলা রাসমেলা মাঠে হবে প্রকাশ্য সমাবেশ। আগামী তিন বছরের জন্য দলের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব কে পাবেন তা নিয়ে এখন শহরে চলছে জোর চর্চা। দলের অন্দরের খবর, ওই পদের জন্য বর্তমান সম্পাদক অনন্ত রায় ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহার নাম ঘোরাফেরা করছে। দলের নিয়ম রয়েছে, জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৭০। অনন্তর অবশ্য ওই বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। তবে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য চাইলে রাজ্য কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে অনন্তকে পুনরায় ওই পদে বহাল রাখতে পারেন। আবার সেটা না করা হলে মহানন্দর সম্পাদকের পদ পাওয়ার জোর সম্ভাবনা। তবে শেষপর্যন্ত কার কাঁধে দলের দায়িত্ব থাকবে তা নিয়ে গুঞ্জন থামছে না।

অনন্ত বলেন, 'আমরা তৃণমূল বা বিজেপি নই যে, যেখান থেকে যে খুশি পদাধিকারী ঠিক করে দেবে। আমাদের দলের নীতি-আদর্শ রয়েছে। সেই গঠনতন্ত্র মেনে সম্পাদক ঠিক হবে। জেলা সম্মেলনে যাঁকে সম্পাদক হিসেবে ঠিক করা হবে তিনিই দায়িত্ব নেবেন।' মহানন্দকে অবশ্য এই ব্যাপারে ফোন করা হলেও তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

দলে গুঞ্জন

- আগামী ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি দলের জেলা সম্মেলন হবে
- বর্তমান সম্পাদক অনন্ত রায় ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহার নাম ঘোরাফেরা করছে
- দলের নিয়ম রয়েছে, জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৭০
- অনন্তর অবশ্য ওই বয়স পেরিয়ে গিয়েছে
- মহানন্দর সম্পাদকের পদ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

সম্পাদকের দৌড়ে মহানন্দ এগিয়ে থাকলেও জেলার রাজনীতিতে তাঁর সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কোচবিহার শহরে বিগত পুর বোর্ডে তিনি বিরোধী দলনেতা ছিলেন। সেই সময় তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার বিরুদ্ধে বড়সড়ো দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তৃণমূল বাধ্য হয় তাদের চেয়ারপার্সনকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু মহানন্দর নেতৃত্বে সেই সময় সিপিএমের বড় কোনও আন্দোলন হয়নি বলেই অভিযোগ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পুরসভার অন্দরেও ঝড় তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন মহানন্দ। এদিকে অনন্ত ও মহানন্দ বাদে জেলার রাজনীতিতে সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার মতো সিপিএমের মুখের অভাব রয়েছে। সম্মেলনের আগে শনিবার দলের জেলা কার্যালয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর শেষ বৈঠক হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতি সহ নানা বিষয়ে নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। সিপিএম সূত্রে খবর, বর্তমানে ৫০ জনের জেলা কমিটি রয়েছে। সেখানে ১৪ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের বয়স ৭০ পেরিয়ে গিয়েছে। তাই দলীয় নিয়ম অনুযায়ী অনন্ত রায় ও সফিস আহমেদ, দিনহাটার তারাপদ বর্মন, তুফানগঞ্জের তমসের আলি ও মাথাভাঙ্গার হরিশ বর্মন সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়তে পারেন। দলের রাজ্য সম্মেলন শেষ হওয়ার পর জেলা সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে এবারের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে বেশ কয়েকজন নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। সেখানে কাজল রায়, মনোজ দাস সহ কয়েকজনের নাম ঘোরাফেরা করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার বার্তা

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মেলেনি হোমগার্ডের চাকরি। তাই শনিবার কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রাক্তন কেএলও ও লিংকম্যানরা। অভিযোগ, চাকরির জন্য সমস্ত তথ্য বা কাগজপত্রের ভেরিফিকেশন হলেও গত চার বছর ধরে তাঁদের শুধু ঘোরানো হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁদের দাবি, প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী কেএলও ও লিংকম্যান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ দ্বিতীয় ধাপে আত্মসমর্পণকারী হিসাবে সরকার ১৫৭ জনকে চাকরিতে নিয়োগ করেছে।

খুব শীঘ্রই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র জমা দিয়ে ১৪-১৫ দিন অপেক্ষা করা হবে। তারপরেও কোনও সমাধান না হলে প্রশাসন থেকে দেওয়া কাগজপত্র জেলা শাসকের দপ্তরের সামনেই ছিঁড়ে ফেলা হবে বলেও সাংবাদিক বৈঠক থেকে এদিন জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন শংকর বর্মন, শ্যামল বর্মন, রতন রায় প্রমুখ।

পানীয় জলের দাবিতে গেটে তালা

জামালদহ, ১ ফেব্রুয়ারি : এলাকায় বহুদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যা চলছে। বহু আবেদন নিবেদনেও সেই সমস্যা মেটেনি। প্রতিবাদে বাসিন্দারা শনিবার সকালে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) একটি পাম্পহাউসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চড়চড়াবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়

ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। উছলপুকুরি গাটিয়ারবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা সেখানে সকাল ৯টা থেকে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। আশ্বাস পাওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পাম্পহাউসের গেটের তালা খোলা হয়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ৩০টির মতো পরিবার পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানে পানীয় জলের পাইপলাইন থাকলেও কিছু অংশে পাইপলাইনে সমস্যার কারণে বাসিন্দারা পরিষেবা পাচ্ছেন না। বাসিন্দারা দীর্ঘদিন থেকে আয়রনযুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তাই বাসিন্দারা পানীয় জলের দাবিতে শনিবার পাম্পহাউসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। জামালদহ ফাঁড়ির পুলিশ বেলা ১০টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরবর্তিতে পিএইচই'র এক আধিকারিক এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিলে বাসিন্দারা পাম্পহাউসের গেটের তালা খুলে দেন। উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গায়ত্রী বর্মন বললেন, 'সমস্যার বিষয়টি এক সপ্তাহের মধ্যে পিএইচই'র আধিকারিকদের জানাব।'

বিমার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে টোল প্লাজার কর্মচারীরা। শনিবার দেওচড়াইয়ে। - সংবাদচিত্র

কর্মবিরতির ডাক টোল প্লাজায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : নিয়ম করে প্রতিমাসে কর্মীদের বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কাটা হয়। বিমার টাকাও কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু টোল প্লাজার ভারপ্রাপ্ত সংস্থা সেই টাকা নির্দিষ্ট খাতে জমা করছে না বলে অভিযোগ। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই টোল প্লাজার কর্মীদের অভিযোগ, সম্প্রতি কর্মরত অবস্থায় একজন কর্মী দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলেও তিনি চিকিৎসা বাবদ বিমা পাননি। ফলে টাকার অভাবে সঠিকভাবে চিকিৎসা করাতে পারেননি ওই কর্মী। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বিমার দাবিতে শনিবার সকাল থেকে দেওচড়াই টোল প্লাজায় কাজ বন্ধ রেখেছেন কর্মীরা।

নিজেদের দাবি জানিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে অবস্থান চলছে। এর জেরে অসম-বাংলা জাতীয় সড়কের দেওচড়াই টোল প্লাজায় অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। অশান্তি এড়াতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর তাদের নজর রয়েছে।

টোলের এক কর্মী নিবিড় দত্ত বলেন, 'প্রতি মাসে আমাদের বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইনসুরেন্সের টাকা কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু তা সঠিকভাবে জমা পড়েনি। যার দরুন আমরা কোনও দুর্ঘটনা বিমা পাচ্ছি না। তাই বাধ্য হয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি।'

অপর কর্মী সুমন রহমানের অভিযোগ, 'সম্প্রতি আমাদের এক সঙ্গী টোল প্লাজায় কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। এরপর বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে গিয়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়। আজকে সেই বিমা থাকলে পরিবারটি অনেকটাই উপকৃত হত। কোম্পানি আমাদের টাকা সঠিক খাতে জমা না করায় পরিষেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে আমাদের ১০ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি হয়। সেটাও টালবাহানা করে এক বছর কাটিয়ে দেওয়া হল।'

> প্রতি মাসে আমাদের বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইনসুরেন্সের টাকা কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু তা সঠিকভাবে জমা পড়েনি। যার দরুন আমরা কোনও দুর্ঘটনা-বিমা পাচ্ছি না। তাই বাধ্য হয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছি।
>
> **নিবিড় দত্ত**
> *টোলকর্মী*

যদিও দেওচড়াই টোল প্লাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার ম্যানেজার মনোজ ওরাওঁ বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনায় বসা হবে। আমরা সমস্যা মিটিয়ে নেব।' তবে ম্যানেজারের আশ্বাসের চিঁড়ে ভেজেনি। দাবি না মেটা পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন কর্মীরা।

টোল প্লাজা নির্মাণের সময় চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওচড়াইয়ে ওই জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। শর্তসাপেক্ষে জমিদাতার পরিবারের সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল টোল প্লাজায়। বর্তমানে ৩৬ জন কর্মচারী রয়েছেন। প্রতিবছর টেন্ডারের মাধ্যমে টোল প্লাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পরিবর্তন হলেও কর্মচারীর বদল হয় না। বিগত বছরগুলিতে বিমা নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। সম্প্রতি টোল প্লাজার টেন্ডার পেয়েছে অসমের একটি সংস্থা। কর্মচারীদের অভিযোগ, অন্য কোম্পানিগুলিতে দুর্ঘটনাজনিত বিমা থাকলেও বর্তমানে ওই টোল প্লাজা সংস্থা কর্মীদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

রীতি মেনে শুরু মধুপুরধামের মেলা

মধুপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : রবিবার নিয়মনিষ্ঠা ও পরম্পরা মেনে মধুপুরধামে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। অসমের স্থানীয় সংস্কৃতি ঝুমুরা, কৃষ্ণ, ভোরতাল নৃত্যানুষ্ঠান ও অংকিয়া নাট প্রদর্শনের মাধ্যমে মধুপুরধাম উৎসবে নিমালি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ধুবরি জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে মন্দিরের ধর্মাচার্য (প্রধান পুরোহিত) পীতাম্বর রায়ভকৎ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

শনিবার মেলা কমিটির সম্পাদক ভূষণ রায় বলেন, 'অসমিয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি মেনে মন্দির চত্বরে মেলা হবে। পাঁচদিনব্যাপী মেলা চলবে। অসমবাসী ও স্থানীয়দের সমন্বয়ে মেলার আয়োজন করা হয়েছে।'

মধুপুর নিয়ে আজও অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। মহাপুরুষ শ্রীশ্রী শঙ্করদেব ও তাঁর সহযোগী মাধবদেবের স্মৃতিবিজড়িত মধুপুরধাম। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রী শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে কোচবিহার এসেছিলেন। মন্দিরের প্রথম পূজারি 'বুড়িরপো গোবিন্দ আতই' মধুপুরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বাৎসরিক তিথি স্মরণে সেসময় থেকেই কীর্তন ও পূজার্চনার রীতি হয়ে আসছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি থেকে মহাপুরুষ শ্রীশ্রী শঙ্করদেব ও মাধবদেবের কীর্তন চতুর্থী তিথি পর্যন্ত চলে।

এই উপলক্ষ্যে প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর দিন থেকে বিরাট রাসমেলা বসে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ ও অসমিয়াদের আগমনে ভরে উঠে মেলা প্রাঙ্গণ। মেলার কয়েকদিন শুকদেব, পরীক্ষিত, গজলক্ষ্মী, সুগ্রীব, শঙ্করদেব ও মাধবদেবের যুগল মূর্তি, রুপোর হার, মুদ্রা, জপমালা, শাস্ত্র লেখার কলম, পাদুকা, কলমানি প্রজ্বলিত প্রদীপ পুণ্যার্থীদের দর্শনের জন্য কড়া প্রহরায় বাইরে রাখা হবে। এছাড়াও রাসচক্র, দোকানপাট থেকে শুরু করে সবকিছু থাকছে। এবছর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম হবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। মেলা চলাকালীন কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে বলে পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী জানিয়েছেন।

মন্দিরের পূজারি মাধবদেব মহন্তের কথায়, 'রীতি মেনে মেলা আয়োজন করা হয়েছে।'

নিবাসচন্দ্র রায়।

কুচলিবাড়ির প্রবীণ নিখোঁজ কুম্ভমেলায়

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : এনজেপি থেকে ট্রেন ধরে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ির কাশিয়াবাড়ি গ্রামের দুই ভাই নিবাসচন্দ্র রায় (৬৫) এবং সুভাষচন্দ্র রায় (৭০) ও তাঁদের সফরসঙ্গী ময়নাগুড়ির বাঘেরডাঙ্গার বাসিন্দা নারায়ণ বর্মন মহাকুম্ভের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। মাঝপথে সুভাষের সঙ্গে বাকি দুজনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে সুভাষ একাই আলাদাভাবে মহাকুম্ভে গিয়ে স্নান সেরে বাড়িতে ফিরে আসেন। বাকি দুজন আলাদাভাবে তাঁদের গন্তব্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর থেকেই নিবাস নিরুদ্দেশ বলে অভিযোগ। নারায়ণ বললেন, 'ট্রেনে ওঠার পর নিবাসের খানিক মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। অনেকটা কষ্ট করে ওঁকে কুম্ভমেলায় নিয়ে যেতে সক্ষম হই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে উনি ব্যাগ ফেলে দৌড়ে পালান। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ওঁর কোনও হদিস না মেলায় গত বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে আসি। শুক্রবার এক ভাই বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু নিবাস সেখানেই রয়ে গিয়েছেন।'

এদিকে সুভাষ রায়ের দাবি, 'ভাইয়ের মানসিক সমস্যা ছিল না। ওখানে প্রচুর মানুষের ভিড়। সেই ভিড়েই ও হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারে।' নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা শনিবার ডাক মারফত কুচলিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ পাঠান। নিবাসের ছেলে বিশ্বপতি বাবার খোঁজে প্রয়াগের উদ্দেশে রওনা হন। শনিবার বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে বিশ্বপতি বললেন, 'বাবা কিছু শুকনো খাবার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। ব্যাগে সেই খাবার ও কিছু টাকা ছিল। সেই ব্যাগ ফেলে রেখেই বাবা নিরুদ্দেশ হন। বলে জানতে পেরেছি। হয়তো তাঁর কাছে বাড়ি ফিরে আসার টাকাও নেই। তাই প্রয়াগে যাচ্ছি।'

গ্রাম থেকে পলাশ, কাঁচা হলুদ যাচ্ছে শহরে

রাকেশ শা ও দেবাশিস দত্ত

ঘোকসাডাঙ্গা ও পারডুবি, ১ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতী আরাধনায় পুজো সামগ্রীর মধ্যে পলাশ ফুল অন্যতম। সেই সঙ্গে পুজোর দিনে কাঁচা হলুদ মেখে স্নান করার রীতিও বেশ পুরোনো। সরস্বতীপুজো যত এগিয়ে আসছে পলাশ ফুল ও কাঁচা হলুদের চাহিদা বাড়ছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্মীলাভের আশায় পলাশ বর্মন, শম্ভু দাস, সুভাষ বর্মনরা। এখন থেকেই তাঁরা পলাশ ফুল ও কাঁচা হলুদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই সেগুলি বাজারে বিক্রি করছেন তাঁরা।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা, পারডুবি, লতাপাতা, উনিশবিশা, প্রেমেরডাঙ্গা প্রভৃতি এলাকায় ভালো পলাশ ফুল ফুটেছে।

কাঁচা হলুদ পরিষ্কার করে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। - সংবাদচিত্র

শম্ভুর কথায়, ' আমি সরস্বতীপুজোর আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে পলাশ ফুল সংগ্রহ করি। সেগুলি দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে ফল ও ফুলের দোকানে বিক্রি করি। এবার পলাশ ফুল বেশ ভালো ফুটেছে। তাই আমরা বেশ খুশি।'

অন্যদিকে, রঞ্জিত বর্মন, প্রদীপ দত্ত সহ কয়েকজন ফল বিক্রেতার জানালেন, তাঁদের এলাকায় পুজোর আগের দিনে এই ফুল ও কাঁচা হলুদ ভালো বিক্রি হয়। তাই পুজোর দু'তিনদিন আগেই সেগুলি সংগ্রহ করে দোকানে মজুত করে রেখেছেন। দোকানে এবছর বিক্রি ভালোই। বাজারে কাঁচা হলুদেরও জোগান দিতেও ব্যস্ত সুভাষ, পলাশরা। ১৫ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে কাঁচা হলুদ সংগ্রহ করে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে বিক্রি করছেন। তাঁদের মধ্যে পলাশের বক্তব্য, 'পলাশ ফুল খুব সহজে পাওয়া যায় না। দূর থেকে সংগ্রহ করে একটু বেশি দামেই বিক্রি করি। একদিনই তো এই ফুলের চাহিদা।'

স্থানীয় বাসিন্দা সর্বেশ্বর বর্মন, নুপুর বর্মনরা জানালেন, তাঁরা বাড়ির পাশে অল্প জমিতে হলুদ চাষ করেছিলাম। সরস্বতীপুজোর আগে সেই হলুদ জমি থেকে তুলে বিক্রি করেছেন। তাতে তাঁদের ভালোই আয় হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে অনেক রীতি। তবে স্থানীয় গৃহবধূ কল্পনা দাস বলেন, 'মায়ের দেখানো পদ্ধতিতেই সন্তানদের কাঁচা হলুদ মাখিয়ে স্নান করাব। তাই আগে থেকেই বাড়ির কর্তাকে বলে দিয়েছি বাজার থেকে কাঁচা হলুদ নিয়ে আসার কথা।'

একনজরে

- সরস্বতীপুজোর আগে কাঁচা হলুদ ও পলাশের চাহিদা তুঙ্গে
- গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফুল সংগ্রহ করা হয়
- কাঁচা হলুদের দাম ১৫ থেকে ২৫ টাকা
- রীতি মেনে ছেলেমেয়েদের কাঁচা হলুদ মাখিয়ে স্নান করার জন্য হলুদ কিনেছেন অনেকেই

> মায়ের দেখানো পদ্ধতিতেই সন্তানদের কাঁচা হলুদ মাখিয়ে স্নান করাব। তাই আগে থেকেই বাড়ির কর্তাকে বলে দিয়েছি বাজার থেকে কাঁচা হলুদ নিয়ে আসার কথা।
>
> **কল্পনা দাস**
> *গৃহবধূ*

আকাশে আকাশে পাখি, জঙ্গলের জারুল ছায়ায়

রণজিৎ দেব

‘উত্তরবঙ্গ থেকে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করছেন, তাঁরা সকলেই আমার প্রিয়।’ বিমলদা একথাও বলতেন, ‘বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন উত্তরবঙ্গকে যাদের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠতে দেখলাম, সে ইতিহাস লিখতে পারিনি, তোমার লেখা বই ‘উত্তরবঙ্গে চিঠি’ পড়লাম। লিখে যাও রণজিৎ, উত্তরবঙ্গকে ভুলো না’ এই কথাগুলো বলেছিলেন প্রিয় বিমলদা, যাকে আমরা ‘চোমং লামা’ বলে চিনি। যিনি বাংলার বৃহত্তর সমাজের কাছে উত্তরবঙ্গকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন ‘চোমং লামা’ হয়ে।

পরবর্তীতে অনেক পুরস্কার বিমলদা পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ‘কুন্তলীন পুরস্কারের’ কথা ভোলেননি। তিনি বারবার বলেছেন, সেই সময়ের কুন্তলীন পুরস্কার ক’জনই বা পেয়েছে? বিমলদা পেয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের মাটিতে বসে তিনি এই মাটির কথা বলতেন। তিনি কথা যখন বলেন, তখন তাঁর গল্প-উপন্যাসে যে নামগুলি উঠে আসে সেগুলিও এখানকারই দুঃখ-কষ্টে বেঁচে থাকা মানুষেরই নাম। অতি সাধারণ মানুষের কথা, দুঃখদুর্দশায় পীড়িত জীবনের প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই উঠে আসে। উদ্বাস্তু কলোনি, জঙ্গলমহল, ছিন্নমূল মানুষদের ছন্নছাড়া জীবনযাপনের কাহিনী যেমন গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, তেমনি উপযোগী চরিত্রের নামগুলিও উঠে এসেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসের নিয়মেই। চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহারের মুনশিয়ানায় চোমং লামা ছিলেন সুদক্ষ কারিগর। ‘জৈবিক নিয়ম’ গল্পে বাসন্তীর একটি উক্তি এরকম ‘খাইয়া মানুষের শরীর ব্যাচন যায়, কিন্তু জননীর দুধের ধারা ব্যাচন যায় না রে বেথাডি।’

আমার কাছে নিকট আত্মীয়ের মতো প্রিয় মানুষ বিমলদা। সব সময় যাওয়া হয়ে ওঠেনি দূরত্বের কারণে। দু’একবার গিয়েছিলাম মহানন্দা নদীর ধার ঘেঁষে গাছগাছালিপূর্ণ বাড়িটায়। বিমলদাও একবার এসেছিলেন কোচবিহারে। সেই সময়ে ‘চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বসুমতী পত্রিকায়। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, হঠাৎ আপনি ‘চোমং লামা’ ছদ্মনামটি কেন নিলেন? তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘‘এ নামটি আমি নিইনি রণজিৎ, আমার অজান্তেই এই নামটি আমার লেখায় ব্যবহার করেছেন বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক জয়ন্তী সেন। দার্জিলিং বিষয়ক একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম। যখন ছাপা হয়ে বেরোল তখন দেখি, ‘চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ’, লেখাটির নীচে লেখা ‘ক্রমশ’। সম্পাদককে বিষয়টি জানাতেই বললেন, এখন আপনাকে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে নিয়েই লিখতে হবে। আজ এই যে আমি, কোচবিহারে এসেছি সেই কারণেই। উত্তরবঙ্গের অধ্যায় শেষ করে তিনি ‘নগশীর্ষ নাগভূমি’ লিখেছিলেন। তাঁর অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসু চিন্তাভাবনা দিয়ে তাঁর বৃত্ত পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন।’’

‘গৌড়জন কথা’ উপন্যাস তারই ফসল। মনে হল, একেবারে অন্য পৃথিবী থেকে বুঝি বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলেন। ‘পারাবারের বৃত্তান্ত, এ আলোতে আঁধারে’, ‘জনম’ যেন নতুন দিগন্তের সূচনা। পড়ি আর ভাবি, এই মানুষটি কেন কলকাতায় জন্মালেন না। আবার এখনও ভাবি, এখানের বাসিন্দা না হলে

জীবনচর্চা ও জীবিকানির্বাহের তাগিদে অনেকের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি, জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুবাদে বিমলদা হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ ‘চোমং লামা’, যেন তিব্বতীয় গোষ্ঠীরই কেউ।

উত্তরের না-জানা কথা কেই-বা লিখত! লেখার পরতে-পরতে কখনও ‘বিমল’, কখনও ‘চোমং লামা’, যেন একই অঙ্গে দুই রূপ তাঁর। নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন-তৃষ্ণা, অকৃপণ মমতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই যেন তাঁরই জীবন-সমস্যার বলিষ্ঠ রূপায়ণ।

অনুভব-উপলব্ধির গাঢ়তায় তাই তিনি ‘শিবাভোগ’ গল্পে বলতেই পারেন, ‘জিভের রং মা কালীর গলা বেয়ে স্তনের উপর দিয়ে হাঁটুতে এসে পড়েছে। মা কালীর স্তন দেখে মনোহরের আমাতির স্তন দুটোর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু কিছু করার নেই। এই অমাবস্যার ভয়ংকর ঝাঁ ঝাঁ রাতে ডায়ানা নদীর শ্মশানে বসে কোনও ভদ্রলোক এসব দেখতে পারে! অথচ উপায় নেই।’ আর একটি জায়গায় বস্তিবাসিনী হতদরিদ্র বাসন্তীর কথা, ‘মাইয়া মানুষের শরীল ব্যাচন যায়, কিন্তু জননীর দুধের ধারা ব্যাচন যায় না রে বেথাডি।’

জীবনচর্চা ও জীবিকানির্বাহের তাগিদে অনেকের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি, জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুবাদে বিমলদা হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ ‘চোমং লামা’, যেন তিব্বতীয় গোষ্ঠীরই কেউ। তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘লিখতে বসে আমার কোনও লুকোচুরি নেই। যাদের দেখেছি, চিনেছি, বুঝেছি, সেই পরিবেশ ও সেইসব মানুষেরা আমার ভালোবাসা ও রচনার পাত্রপাত্রী। আমার অনেক উপন্যাসের বহু চরিত্র আছে যা বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া।’ আমিও দেখেছি, তাঁর নিজের জীবনসংগ্রাম খুব কঠোর ছিল বলেই গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সেভাবে গড়ে উঠেছে। সেখানে তাঁর কোনও ফাঁকি নেই। এতসবের মধ্যেও তাঁর ছেড়ে আসা দেশের কথা। ‘শিউলি ফিরে এসো’ গল্প দেশবিভাজনের শিকার হওয়া মানুষের ওপার বাংলা থেকে ফিরে আসা শিউলির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় দেশকে। শুধু কি তাই, কত বিচিত্র মানুষের জীবন-চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। সেকথা কি লিখে শেষ করা যায়? তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে গিয়ে অভিজ্ঞতার পাত্রটি পূর্ণ করেছিলেন তাঁর লেখনীর বিশিষ্টতায়। ঘুণধরা সমাজের কথাও নিষিক্ত করেছেন অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বিস্তৃত পরিসরে।

ছাপোষা গৃহস্থের ভদ্রতা, লৌকিকতার চাইতে জীবনযাপনের নানা দুঃখদৈন্য। যন্ত্রণা, পরিবর্তিত আর্থিক-সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজনে নিজেকে ভেঙে দুমড়ে দিয়েছিলেন, আবার তিনি নিজেই নিজেকে নিজের করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই তো তিনি বিমল ঘোষ থেকে চোমং লামা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, ‘জানো রণজিৎ, উত্তরের এই যে রাজবংশী সমাজ, চা শ্রমিক, ধিমাল, লিম্বু প্রভৃতি জনজাতি দেখছ, এরা সবাই আমার আপনজন। আর নদী, পাহাড়, অরণ্য, চা বাগান আমার আশ্রয়স্থল। মহাশূন্যে আকাশে আকাশে আমি পাখি হয়ে উড়তে চাই, তেমনই অরণ্যের জারুল গাছের ছায়ায় ঘুমোতেও চাই।’

প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ রায়ের আঁকা ছবি

নকশালবাড়ি থেকে গৌড়জনকথা

বিপুল দাস

একজন লেখক তাঁর লেখক জীবনে কী লিখবেন, সেটা অনেকটাই স্থির হয়ে যায়। কোন মাটিতে তাঁর শিকড় ছড়ানো রয়েছে। কোন জনজীবনের ভেতরে তাঁর চলাফেরা। কোন বাতাস থেকে তাঁর বেঁচে থাকার অক্সিজেন সরবরাহ হয়। এসব মিলেমিশে লেখকের রক্তে ঘোরাফেরা করে। এসবই একসময় তাঁর লেখার ভেতরে চেতনে ও অবচেতনে চলে আসে। কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র নির্মাণে, মানুষের আনন্দ বেদনা অশ্রু রক্ত ঘাম ঘৃণা ভালোবাসার পটচিত্রখানি যখন আঁকা হয়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই মাটি, জল, জঙ্গল, পাহাড় ও অরণ্যের কথা পটচিত্রের পটভূমি হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে থাকে লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক ন্যায় অন্যায়, সততা অসততা সম্পর্কে ধারণা। এভাবেই আমরা দেখতে পাই চোমং লামার (বিমল ঘোষ) ছোটগল্প ও উপন্যাসে বারেবারে ফিরে এসেছে উত্তরের পাহাড়, অরণ্য, নদী, সীমান্ত ও চা বাগানের ইতিবৃত্ত। শুধু ওপরে ওপরে আপাত দেখা নয়। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি গভীর অনুভূতি দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছে এই বঙ্গের উত্তর ভূখণ্ডের লোকজীবনকে। চা বাগানের কুলিকামিনের জীবনের যাপনকথা। বনবস্তির

যে বইটি তাঁকে সর্বাধিক খ্যাতি এনে দিয়েছে, বহুলপঠিত এবং বহুচর্চিত বইটি ‘পাতার নাম জনম’। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ পাতা আম পাতা বা জাম পাতা নয়।

প্রান্তিক মানুষজনের জীবনগাথা। পারাপারের বৃত্তান্তে ক্যারিয়ারদের মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এপার ওপার করার ইতিহাস। চা বাগানের লেবারদের নিয়ে বা সীমান্তে মাল পারাপার করার ইতিহাস নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছে এসব এক আকর গ্রন্থ হয়ে রইবে।

শুধু চা বাগানকেন্দ্রিক উপন্যাসেই যে তিনি মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন, তেমন নয়। একসময় আমরা দেখেছিলাম শহর গ্রামের দেওয়াল ভরে গিয়েছিল মাও সে তুং-এর টুপিমাথায় স্টেনসিলের সেই বিখ্যাত ছবিতে। সদর দপ্তরে কামান দাগার কথা, বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের কথা। খুব দ্রুত সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সেই ঝোড়ো সময়কে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন চোমং লামা। তারই ফলশ্রুতি ‘নক্‌শালবাড়ি’ আকর গ্রন্থটি। পালযুগের প্রেক্ষিতে লিখেছেন ‘গৌড়জনকথা’। রাষ্ট্রযন্ত্রের কৌশলের বিরুদ্ধে প্রান্তজনের জেগে ওঠার গল্প। শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের সমষ্টিগত প্রতিরোধের কথা।

যে বইটি তাঁকে সর্বাধিক খ্যাতি এনে দিয়েছে, বহুলপঠিত এবং বহুচর্চিত বইটি ‘পাতার নাম জনম’। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এ পাতা আম পাতা বা জাম পাতা নয়। এ পাতায় থাকে গাঢ় খয়েরি রঙের এক উপেক্ষার, যার নাম ট্যানিন। দার্জিলিং, ডুয়ার্স এবং অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে সবুজ কার্পেটের মতো চা বাগান, আর প্রতিটি চা গাছের শীর্ষে ঘাম-রক্তের কথা। আদিবাসী মানুষদের একদিন আড়কাঠিরা গিয়ে ‘এল ডোরাডো’র স্বপ্ন দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল ছোটনাগপুর, পালামৌ, ময়ূরভঞ্জ থেকে। তারপর করে দিল বন্ডেড লেবার। আমাদের বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোতে এঁদের কান্না ঘাম অশ্রু রক্তের কথা খুব বেশি আসেনি। এসেছে যা তা হল কুলিলাইনে মাদল বাজিয়ে হাঁড়িয়া খেয়ে উৎসবের কথা। কিন্তু এঁদের জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি, এই সমাজের ধরম করম আচারবিচার সংস্কার, কঠিন জীবন সংগ্রামের কথা খুব বেশি কেউ লেখেননি। একবার একটি বহুল প্রচলিত পাক্ষিক পত্রিকায় বিখ্যাত এক লেখিকার ডুয়ার্সের পটভূমিতে উপন্যাসে পড়েছিলাম এ অঞ্চলের চা শ্রমিকের মুখে তিনি অবলীলায় বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আদিবাসীদের ভাষা দিয়েছিলেন। এরা কথা বলে মূলত সাদরি ভাষায়। আর সেই ধারাবাহিক উপন্যাসে ডুয়ার্সের শ্রমিকের মুখে ছিল- তু কেনে যাবি না।

এরপর দশের পাতায়

মানুষের স্বর চোমং লামা

উত্তরবঙ্গের সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক চোমং লামার শতবর্ষ এবারই। মানুষটার আসল নাম ছিল বিমল ঘোষ। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে বারেবারে ফিরে এসেছে উত্তরের পাহাড়, অরণ্য, নদী, সীমান্ত ও চা বাগানের ইতিবৃত্ত। সরস্বতীপুজোর দিন প্রচ্ছদে সরস্বতীর এক বরপুত্র।

উপন্যাস তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বাবাকে

কুন্তল ঘোষ

শতবর্ষের দুয়ারে এসে আবার যখন বাবুকে নিয়ে লিখতে বসেছি, তখনই চোখের সামনে ফিরে আসে আমার কৈশোর বেলার সেবক রোডের নির্জনতা আর অন্ধকারের সঙ্গে নৈঃশব্দ্যের সখ্যে ভরা শুক্রবারের সন্ধ্যা। শুক্রবার মানেই এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য অপেক্ষমাণ দুটি কিশোর আর তাদের মা। বাবু জানত এখনই কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে ওই পত্রিকা নিয়ে - আর তিনি কর্মক্লান্ত দিনের শেষে হাতা গোটানো জামাখানা খুলতে খুলতে তার এই আনন্দময় ছোট্ট পৃথিবীটায় বসে হাজারো অনটনের মাঝে মৃদু হাসতে হাসতে ভাববেন, তার মতো সুখী আর কে আছে? আমার দেখা সেই মানুষটি বিমল ঘোষ এবং বাকি জীবনে যার পরিচয় চোমং লামা, আমার বড় আদরের বাবু।

ওপার বাংলার যশোর জেলার নড়াইল শহরের চিত্রা নদীর মায়া ত্যাগ করে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় চলে এসেছিলেন পকেটে তিরিশ টাকা আর দুটো কলম সঙ্গে নিয়ে। যে কলম দুটো পার্বতী বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার মশাই আমার বাবুর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ‘এই কলম দুটো তোকে অর্থ দেবে কি না জানি না, তবে শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের কাছে তোর পরিচয় উজ্জ্বল করে রেখে দেবে এই কলম।’ আমার কৈশোরকালে বাবু যখন এই গল্প বলেছিল, তখন হয়তো এ কথার গভীরত্ব আমাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু আজ যখন তাঁর শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে লিখছি তখন সেই অজানা হেডমাস্টার মশাইয়ের দূরদৃষ্টিকে আভূতি প্রণাম জানাই।

হাতে কলম থাকলেও সারাজীবন কোনওভাবেই সচ্ছলতার নিশ্চিন্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে লেখার কাজ সম্ভব হয়নি। বরং দরিদ্রতার তীব্র যন্ত্রণায় তাড়িত হতে হতে সন্ধ্যার পর কলম হাতে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একের পর এক গল্প আর উপন্যাস। রাতে দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত লিখে, সেই লেখার সুখানুভূতিমাখা আবিলতাটুকু বুকে নিয়ে ঘুমের মাঝে গেলেও পরদিন সকাল থেকে সাংসারিক চাহিদায় রুজির জন্য তীব্র লড়াইয়ে নেমে পড়তে দেখেছি। এই লড়াই আর সৃষ্টির মাঝখানে একটু একটু করে বড় হয়েছি। একদিন ওই সৃষ্টিসম্ভারে আকর্ষণ বোধ করে এক স্মরণিকার পাতায় আবিষ্কার করি একটা আশ্চর্য গল্প ‘পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।’ বিস্ময়কর সেই গল্পের মধ্যে দিয়ে আমার মনের জগতে স্থান করে নিয়েছিল বাবুর পূর্ববাংলার জন্মভূমি, চিত্রা নদীর সৌন্দর্য, নড়াইলের গ্রাম্য রাস্তা আর বাবুর বাড়ি, সেই বাহিরগ্রামের প্রাণভরা আমন্ত্রণ। সে গল্প আমার কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে নতুন করে চিনিয়েছিল বিমল ঘোষকে, আমার চোখে আমার বাবুকে। এ এক অনন্য আবিষ্কার। সময়ের সারণি বেয়ে অনেকটা পথ এগোতে এগোতে বাবুর সাহিত্য নিয়ে যখন পূর্ণ উদ্যমে চর্চা করে চলেছি, তখন মানুষ বিমল ঘোষ এবং সাহিত্যিক বিমল ঘোষ কিংবা চোমং লামার ভাবনার বিভিন্ন দিকগুলো চিনতে শুরু করেছিলাম। দেখলাম একজন সাহিত্যিক তাঁর চিন্তায় চেতনায়, জীবন সম্পর্কে কত আঙ্গিকে নিজস্ব ভাবনা-জগতের ডালপালা মেলে দেন।

২

আর তাই, যখন বাবুর ‘নগশীর্ষ নাগাভূমি’ পড়ে নাগা সোশিওলজি ও

এই মানুষটাই কীভাবে কোদাল হাতে নিয়ে বাড়ির ফাঁকা জমিতে ফুলকপি আর বাঁধাকপি ফলিয়ে তোলেন! পরে বুঝতে পেরেছি, সৃষ্টির তাগিদে যাঁরা দিনরাত আকুল হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে ওই মাটি আর খাতাকলম বড় প্রিয়।

নাগা সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলজিকে খুঁজে পাই, কিংবা ‘গৌড়জন কথা’ পড়ে গৌড় সাম্রাজ্যে পাল বংশ সহ সেই সময়ের বিভিন্ন রাজনীতি, কূটনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেখতে পাই, তখন মনে হয় এই মানুষটাই কীভাবে কোদাল হাতে নিয়ে বাড়ির ফাঁকা জমিতে ফুলকপি আর বাঁধাকপি ফলিয়ে তোলেন! পরে বুঝতে পেরেছি, সৃষ্টির তাগিদে যাঁরা দিনরাত আকুল হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে ওই মাটি আর খাতাকলম, তাঁরা দুটোই বোধহয় এইরকম মানুষের জন্য একইভাবে তাঁদের বুকে সৃষ্টির প্রত্যাশায় আকুল হয়ে বসে থাকে।

জীবনের একটা পর্বে এসে সতীশচন্দ্র টি এস্টেটে চাকরি পেয়ে রুটিরুজির বিষয়ে একটুখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরে লেখার জগতে অনেকটা বেশি মনোনিবেশ করতে পারায়, উপন্যাসের সংখ্যা তখন বাড়তে দেখলাম। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার আমন্ত্রণে বিনা পারিশ্রমিকেই গল্প লেখা বেড়ে উঠল। ছেচল্লিশে কলকাতা এসে প্রথম দুটি গল্প যথাক্রমে ‘একই সুরে গান’ ও ‘অগ্নিবাণ’ কলকাতার নামী দৈনিক পত্রিকা ও একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের পর দারিদ্র্য আর গল্প সৃষ্টি, দুটি পাশাপাশি চলেছে দীর্ঘকাল। এক সময় আমার চাকরি পাওয়া বাবুর কাছে সবচাইতে বড় প্রাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠল। এতদিনে বাড়িতে একটা ভালো টেবিল আর একটা রিভলভিং চেয়ার কিনে বাবুকে তাঁর এক জন্মদিনে উপহার দেওয়ার পর, দীর্ঘ দরিদ্রতাকে সেদিন পেছনে ফেলে আরও বেশি করে সাহিত্যে মনোনিবেশ করে উঠলেন। আরও বেশি গল্প, উপন্যাস সৃষ্টি হতে দেখলাম। উপন্যাস পারাপারের বৃত্তান্ত, জনম, মাটির শব্দ, তিস্তা-তোর্ষার ঢেউ, মধ্যদিনের মঞ্জরি, এতদিন কোথায় ছিলেন, এ আলোতে এ আঁধারে, সঙ্গে অসংখ্য গল্প। যে গল্পের একটি সংকলন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং আরও পঁয়তাল্লিশটি গল্প নিয়ে আরেকটি সংকলন সদ্য বইমেলায় প্রকাশিত হল। সঙ্গে প্রকাশিত হল পাঁচটি উপন্যাস নিয়ে আরেকটি গ্রন্থ।

এই সাহিত্য সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বাবুর জীবনে কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তখন সত্তর দশক।

এরপর দশের পাতায়

বলির পাঁঠা

অজিত ঘোষ

কদম্ববাটী থানার দাপুটে আইসি হৃদয়জিৎ সামন্ত সমস্যায় পড়েছেন। একে-ওকে ফোন করে সমাধানের পথ খুঁজছেন। বারবার নিরাশ হচ্ছেন। আশা ছাড়ছেন না!

প্রায় সব পরিচিতর নম্বর ডায়াল করে নিরাশ হওয়ার মুহূর্তে খুঁজে পেলেন চিবুককাটা মনিরুদ্দিনের নম্বর। লাউপাতা থানায় পোস্টিং থাকার সময় এক সিঁধকাটা চুরির কেসের আসামি ছিল মনিরুদ্দিন। বিচারক মনিরুদ্দিনকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। সেই সাতদিনে হৃদয়জিৎ জেনেছেন মনিরুদ্দিনের সাতকাহন। সাতকাহন না বলে সাতসমুদ্র বলা ভালো। কারণ এমন চোরের এত বৈচিত্র্যের কথা তিনি আগে শোনেননি। মনিরুদ্দিনের কাছেই জেনেছেন, প্রেস্টিজই পজিশন। প্রেস্টিজ ধরে রাখতে নিজের চিবুক নিজে কেটে মনিরুদ্দিন হয়েছিল, চিবুককাটা মনিরুদ্দিন। ওদের লাইনে একটা-দুটো কাটাকাটির দাগ না থাকলে নাকি পজিশন ধরে রাখা মুশকিল। তিন মাস জেল খেটে এসে মনিরুদ্দিন ওর ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল, যে কোনও সমস্যায় একটা ফোন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হব। রামের সমস্যায় যেমন হাজির হত হনুমান।

হৃদয়জিৎবাবু মনিরুদ্দিনের নম্বর ডায়াল করতে গিয়েও করলেন না। এত ছোট বিষয়ে ফোন করাটা ঠিক হবে না।

মধ্যরাত্রি। থানার চৌহদ্দি শুনসান। নদীর জলে ভাসছে পূর্ণিমার চাঁদ। এই পূর্ণিমাকে অমাবস্যার মতো মনে হচ্ছে হৃদয়জিতের। মনের আলো না জ্বললে চাঁদের আলো ফিকেই মনে হয়। চারদিকে যেন অন্ধকার।

এই অন্ধকারের উৎস সেদিনের সন্ধ্যা। সময়টা ঠিক সন্ধ্যা নয়, রাত্রি ন'টা হবে। থানায় বসে শুনছিলেন, 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে...।' পরের গান, 'না, না, না আজ রাতে আর যাত্রা দেখতে যাবো না...' শুনেই মনে পড়ল নিশিকান্তপুরের যাত্রাপালার কথা। ইস আর একটু হলেই মিস হয়ে যেত। যাত্রাপাগল আর মান্নাদের গানের অন্ধভক্ত গেয়ে উঠলেন, 'না, না, না আজ রাতে আমি যাবো, যাবোই যাত্রা শুনতে।' ঝটপট কয়েকজন সিভিককে নিয়ে রওনা দিলেন নিশিকান্তপুর। ড্রাইভার সিধু জিপ স্টার্ট দিতেই হৃদয়জিৎ ধন্যবাদ দিলেন মান্না দে-কে।

জিপে বসেও ফুরফুরে মেজাজে গান গাইছিলেন। সবাই তাল মেলাচ্ছিল। হঠাৎ গান থামালেন হারানকে দেখে। হারান এই এলাকার বিখ্যাত ছিঁচকে চোর। পুরোনো জামাকাপড় থেকে কলপাড়ে ফেলে রাখা এঁটো বাসনপত্রও ওর চুরির তালিকায়। অবশ্য ওর এগেনস্টে এখন থানায় চুরির কেস নেই। তো কী হয়েছে! গরাদটাতো ফাঁকাই পড়ে আছে। ধরে দু'চারদিন পুরে রাখলেও তো থানার সম্মান বাড়বে।

এইসব ভেবে জিপ থামালেন হৃদয়জিৎ। সঙ্গে নামল সিভিক নিতাই। জোরালো টর্চের আলো হারানের মুখে ফেলে বললেন, 'এত রাতে! কোথথেকে শুনি?'

অতর্কিতে আইসির সাক্ষাৎ পাওয়া বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়ার মতো। হারান বলল, 'স্যর শ্বশুরবাড়ি গেছিলাম। পথে নিশিকান্তপুরের মেলায় একটু দেরি হয়ে গেল।'

'তা তো হবেই। তা বাছা সত্যি কথাটা বলো দেখি; কার সর্ব্বনাশ করে এলে?'

'সত্যি বলছি স্যর। ওসব ছেড়ে দিয়েছি। ভদ্রলোকের মতো বাঁচতে বিয়ে করেছি। নতুন বৌয়ের দিব্যি।'

'মারব না এমন গাঁট্টা! মেয়েমানুষের দিব্যি খাওয়া বের করে দেব। সত্যি কথা বল।'

'মিথ্যে বলছি না স্যর।'

কিছুদিন আগে অবশ্য শুনেছিলেন হারান পুরোনো কাজ ছেড়ে সংসারে মন দিয়েছে। তাহলে মিথ্যে শোনেননি। তবুও পুলিশের মন। হাল ছাড়ার আগে টর্চের আলোটা হারানের মুখ থেকে গড়িয়ে নীচে নামালেন। নিরাশ হলেন। পুনরায় আলোটা হারানের বুক থেকে ডান হাত বরাবর গড়াতেই দেখলেন, হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা দড়ি। কিছু না বলে দড়ির পথ অনুসরণ করে দেখলেন শেষপ্রান্ত ঝুলছে একটি পাঁঠার গলায়। ব্যাস আর পায় কে! বললেন, 'কী বাছাধন তুমি নাকি ভদ্রলোক হয়েছ? ভদ্রলোক হওয়া কি এতই সোজা? চলো সোনা, থানায় চলো। হাতেনাতে যখন ধরেছি। তিন মাস জেল হবেই।'

নিতাই পাঁঠা ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে হারান বাধা দিয়ে বলল, 'স্যর আপনি ভুল বুঝছেন। সত্যি বলছি, চুরি ছেড়ে দিয়েছি। চুরির মতো কাজ কী কারও সারাজীবন ভালো লাগে বলুন। পাঁঠা আমার নিজের।'

'শোন, জ্ঞানের কথা বলবি না। তোকে হাতেনাতে ধরার অপেক্ষায় ছিলাম। সাধ পূরণ হল। ভদ্রলোক কী করে হতে হয়, থানায় গেলেই বুঝবি চল।'

'স্যর আমি সত্যিই ভদ্রলোক হয়েছি। সেজন্যইতো পদ্মাকে বিয়ে করলাম। পদ্মা খুব ভালো মেয়ে স্যর। ওই আমাকে বলেছে, এবার বাড়িতে একটা বলিপুজো দিয়ে মাকে সন্তুষ্ট করতে। তাতে নাকি পুরোনো পাপ মাফ করে দেন মা কালী। সেই আশাতেই তুলসিহাটায় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে এই পাঁঠাটা নিয়ে এলাম। বিশ্বাস করুন এই পাঁঠা চুরির নয়। আমার শ্বশুর শ্রীহরি বিশ্বাসের।'

যদি কোনও অপরাধী বারবার একই কথা বলে নিজের কথাকে সত্য প্রমাণের পয়েন্টে অনড় থাকে এবং বলার সময় যদি তার মুখ লালায় ভরে যায় তাহলে বুঝতে হবে অপরাধী সত্যি বলছে। পুলিশের লাইনে এই অভিজ্ঞতা হৃদয়জিতের হয়েছে। তাছাড়া প্রমাণের আগে কাউকে অপরাধী বলা যায় না।

সুর নরম করে বললেন, 'আচ্ছা হারান একবার হাঁ কর তো দেখি।'

হারান কী বুঝল সেই জানে! হাঁ করল।

হাঁ-মুখে আলো ফেলে হৃদয়জিৎ দেখলেন, লালায় ভর্তি। আলজিভটা জবজবে রসে ডুবে আছে।

নিরাশ হলেন। বার বার নিরাশ হলে সিগারেটের সংখ্যা বাড়ে। মনে পড়ল মায়ের কথা— তোর নাম হৃদয়জিৎ। ন্যায়-অন্যায় হৃদয় দিয়ে বিচার করবি।

ততক্ষণে নিতাই দড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে। পৃথিবীর এই এক অমোঘ নীতি, দড়ি যার পাঁঠা তার। হৃদয়জিৎ নিতাইকে দড়ি ফিরিয়ে দিতে বললেন। সিগারেট শেষ করে হারানের কাঁধে হাত রেখে গার্জিয়ানের মতো বললেন, 'মানলাম পাঁঠা তোর কিন্তু কি জানিস আমি তো পুলিশ। পুলিশের একটা ধর্ম আছে। সেই ধর্ম অনুযায়ী পাঁঠা সাতদিন থানায় থাকবে। থানার পক্ষ থেকে পত্রিকায় পাঁঠার বিবরণ ও ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। যদি সাতদিনের মধ্যে পাঁঠার দাবিদার না মেলে বা কারও পাঁঠা চুরির অভিযোগ থানায় জমা না পড়ে তাহলে তুই পাঁঠা ফেরত পাবি।'

সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই! পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও পাঁঠার দাবিদার মেলেনি। পাঁঠা চুরির অভিযোগ জানাতে কেউ থানায় আসেনি। মাঝখান থেকে এক তরুণ সাংবাদিক ছোকরা এসে বুদ্ধি দিল হৃদয়জিৎকে, 'একবার যখন পাঁঠা থানায় এসেই গেছে তখন পাঁঠার সদগতি না করে ছাড়বেন না স্যর। এ নিশ্চয়ই মায়ের ইচ্ছে।'

'কোন মা?'

'কেন থানার মা! মা কালী। অনেক দিন পুজো বন্ধ আছে। ক'দিন পরেই কালীপুজো। নতুন করে পুজো দিন। বলি দিয়ে মা কালীকে খুশি করুন। মা-ভক্তদের পাঁঠার মাংসের প্রসাদ খাইয়ে নিজের ক্ষমতাটাকেও জাহির করুন। লিস্টে আমার নামটাও রাখবেন স্যর। কচি পাঁঠা... জগতে এর স্বাদের তুলনা হয় নাকি?'

তারপর থেকেই দোটানায় পড়েছেন হৃদয়জিৎ। সাংবাদিক ছোকরার পরামর্শে কালীপুজোর আয়োজন করে ফেলেছেন। পুরোনো মন্দির ইতিমধ্যেই রং করা হয়েছে। জোরকদমে প্রতিমা তৈরিও চলছে। মন্দির আর তৈরি হওয়া প্রতিমা দেখলে যে মুখটা আলোয় ভরে যাচ্ছে, সেই মুখই অন্ধকারে ডুবছে হারানকে দেখলে।

সাদা ধবধবে পাঁঠা। কোথাও একটুও অন্য রংয়ের ছিটে নেই। এই পাঁঠা বলি দিলে নাকি মনস্কামনা পূরণ হয়। হারান প্রতিদিন সকালে এসে পাঁঠা দেখে যাচ্ছে আর বলছে সেকথা। তার উঠোনেও কালী প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। সব ঠিকঠাক সম্পূর্ণ হলে ভদ্রলোক হওয়া থেকে তাকে কে আটকায়!

এদিকে পাঁচদিন পার হয়েছে। কী যে হবে! দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে হৃদয়জিতের। ভাবছেন, যার পাঁঠা তাকে দিয়ে প্রয়োজনে নতুন পাঁঠা কিনে থানার কালীপুজো সারবেন। আবার ভাবছেন, পাঁঠা বড় কথা নয়, বড় কথা প্রেস্টিজ। এইসব ছোটখাটো সমস্যা চুটকিতে সমাধান না করতে পারলে কীসের আইসি তিনি। আবার মাঝে মাঝে সমস্ত দোষ দিচ্ছেন ওই চ্যাংড়া সাংবাদিককে। শালা সাংবাদিক না পার্টির মুখপাত্র! বদবুদ্ধির ঢেঁকি।

২

যুবতী চাঁদ ঢলে পড়ছে পশ্চিমে। হারানের চোখে ঘুম নেই। মটকা মেরে পড়ে থেকেও লাভ হল না। উঠে বসল। ঢক ঢক করে দু'গ্লাস জল গলায় ঢেলে বিড়ি ধরাল। হাবিজাবি চিন্তা মাথায় জট পাকাচ্ছে। 'ধুর শালা' বলে অর্ধেক বিড়ি ফেলে পদ্মাকে ডাকল 'পদ্মা, ও পদ্মা।'

পদ্মা বলল, 'আমি তো বলেছি, বাবাকে বলব। আরেকটি পাঁঠার ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে। আমার কথা বাবা ফেলতে পারবে না। এখন তো ঘুমাও।'

'না রে ঘুম আসছে না। নতুন পাঁঠা না হয় তোর বাবা দেবে কিন্তু আমার লড়াইয়ের কী হবে? আমি যে ভদ্রলোক হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছি। হার মানব কেন? তাছাড়া পাঁঠা আমার। আমি নিয়েই ছাড়ব।'

'লড়াই, লড়াই করছ। বলি, সব লড়াই কি সবাই জেতে? থানাপুলিশের হাতে যখন পড়েছে তখন ওই পাঁঠার মায়া ছেড়ে দাও, বুঝলে।'

'সাধে কী আর করছি! মায়ের পুজো দেব। পাঁঠা নয় নিজের ভেতরের চোরটাকে বলি দিয়ে মাথা তুলে বাঁচব। সেজন্যই তো পাঁঠাটা তোর বাবার কাছে চেয়েছিলাম। উনি দিলেনও। কিন্তু ওই শালা হৃদয়জিৎ কেড়ে নিল। ছাড়ব না। পাঁঠা আমার চাই-ই চাই।'

৩

থানার ফুলবাগানের পাশে কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে পাঁঠা। খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে আর গায়েগতরে ফুলছে। বোঝা যাচ্ছে ক'দিনেই ওজন বেড়েছে। পাঁঠা হচ্ছে ছেলে ছাগল। কিন্তু অনায়াসে সুখী রমণীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সুখী রমণীও গায়েগতরে ফুলেফেঁপে ওঠে।

মনে মনে তুলনাটা করে ফিক করে হাসলেন হৃদয়জিৎ। দু'দিন আগেও তিনি হাসতে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন বেশ হাসছেন। বুদ্ধি একটু এদিক-ওদিক করলেই হাসি কে আটকায়। একটিলে দুই পাখি মারার বুদ্ধি ঠিকঠাক মগজে খেলে গেলে যৌবনের মতো হাসিও ধরে রাখা সহজ। আজ সন্ধেতেই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। মুক্তিদাতা রতন তান্ত্রিক। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। তারপরই সন্ধ্যা। সমস্যা ফুড়ুত...

হাসতে হাসতেই জিপের দিকে এগোলেন। যাবেন চম্পাপুরে। সেখানে একই দলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে এলাকার মানুষের ঘুম উড়েছে। শালা, ভাগ-ভাগ করে দুনিয়াটা শেষ হয়ে গেল!

৪

কাশীপুর শ্মশানের রতন তান্ত্রিককে এলাকার সবাই চেনে। রতনের বয়স কত? সে নিজেও জানে না। এখনও খালি গায়ে থাকার অভ্যেসটা আছে। লম্বা চেহারার ছিপছিপে রতন মাঝে মাঝে, 'মা, মা...' বলে গর্জন ছাড়ে। মাটি কেঁপে ওঠে। তান্ত্রিক হলেও রতন তন্ত্রমন্ত্রের ধার ধারেন না। মানুষকে সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দেন। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন বুদ্ধি। লোকে ওকে 'বুদ্ধিতান্ত্রিক' বলেও চেনে।

নদীর ধারের পুরোনো বটগাছের নীচে সন্ধেবেলায় এসে হাজির রতন। বসেছে লালশালুর ওপর। দু'চোখ বন্ধ। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চোখ খুলবেন না। রতনকে চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখে ভরসা পেলেন হৃদয়জিৎ। ভরসা অবশ্য আগে থেকেই ছিল।

হারান-পদ্মার মুখেও ভরসার আলো। বুদ্ধিতান্ত্রিকের কাছে ছোট-বড় নেই। সবাই সমান। চারজনের সভায় হৃদয়জিৎই শুরু করলেন, ''বাবা, এবার তাহলে শুরু করা যাক। দেরি করে লাভ কী! হাতে মাত্র কয়েকটি দিন। প্রতিমার গায়ে রঙের পোঁচ পড়েছে। মন্দিরও সেজে উঠেছে। এবার হারান 'হ্যাঁ' করলেই শুভকাজ সম্পন্ন করতে পারি।''

রতন তান্ত্রিক চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বললেন, 'শুভকাজে হারান না বলার কে? এত বড় বুকের পাটা?'

ভয় পেতে পেতে একসময় মানুষ ভয়কেই জয় করে ফেলে। হারান বলল, 'পাঁঠা আমার। আপনাকে প্রণাম জানিয়ে বলতে চাই— আমি পাঁঠা ফেরত চাই। পুজোর আয়োজন আমিও করেছি। এই আশা আমার অনেক দিনের বাবা।'

প্রমাদ গুনলেন হৃদয়জিৎ। মনে পড়ল মনিরুদ্দিনের কথা, প্রেস্টিজই

থানার ফুলবাগানের পাশে কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে পাঁঠা। খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে আর গায়েগতরে ফুলছে। বোঝা যাচ্ছে ক'দিনেই ওজন বেড়েছে।

পজিশন। বললেন, 'আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট করা কি ঠিক হবে! চম্পাপুরে যে কোনও সময় বোমাবাজি শুরু হতে পারে। ওপর মহল তেমনই আন্দাজ করছে। আমাকে সব সময় রেডি থাকতে বলা হয়েছে।'

সমস্যা সমাধানের পথে এলে রতন তান্ত্রিক উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'মা এক। দুজনেই পুজো করবি! তা কর না, মায়ের কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা তোদের। আর তোদের সমস্যার মূলে একটি পাঁঠা— সবই মায়ের ছলনা। একজন বলি দে ওই শালাকে, অন্যজন দে চালকুমড়ো। শাস্ত্রে আছে চালকুমড়ো বলি দিলে মা একযুগ প্রসন্ন থাকেন। তবে একযুগের অপেক্ষা করার কী দরকার! সামনের বছর না হয় দুটো পাঁঠার জোগাড় করা যাবে।'

হৃদয়জিৎ ভরসা পেলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল থানার পুজো। বলির পাঁঠাকে স্নান করানো হয়েছে। ঢাকের আওয়াজে থানা চত্বর গমগম করছে। মাইকে বাজছে শ্যামাসংগীত 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে...' না, না, 'সকলই তোমার ইচ্ছে, চিন্তাময়ী তারা তুমি...।'

মনে মনে মা কালীকে প্রণাম ঠুকে বললেন, 'আমার কোনও সমস্যা নেই বাবা। সবই মায়ের ইচ্ছে। শাস্ত্রে যখন চালকুমড়ো বলি সিদ্ধ তখন তো আর সমস্যাই রইল না। হারান তবে চালকুমড়োই বলি দিক। সামনের বছর না হয়...'

'তাহলে আমার পাঁঠা আমি নিয়ে যাই। থানার পুজোতে এবারটা চালকুমড়ো বলিই হোক।' হৃদয়জিৎকে থামিয়ে বলল হারান।

বেগতিক বুঝল তান্ত্রিক। হারানকে থামিয়ে হৃদয়জিৎ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ওঁকে থামিয়ে বলল, 'বুঝেছি, তোদের দুজনকে আমি বুঝেছি। এবার আমার কাজ আমায় করতে দে। ওই পাঁঠা আমি নিয়ে যাব। কাল সকালে নদীর ঘাট থেকে যে রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে, একটি গিয়েছে গ্রামের দিকে, অন্যটি থানার দিকে, ঠিক সেখানে ছেড়ে দেব। পাঁঠা যদি থানার দিকে যায় তবে পাঁঠার বলি পাবে থানার মা। আর যদি গ্রামের রাস্তা ধরে তবে পাঁঠা হারানের মায়ের। এরপর নিশ্চয় তোদের কোনও সমস্যা থাকবে না। যে কালীর পাঁঠা সেই কালীই বুঝে নিক। ব্যোম তারা, ব্যোম তারা, জগতে সব ছন্নছাড়া। মা... মা...'

'মা নিশ্চয় আমায় ভদ্রলোক হওয়া থেকে বঞ্চিত করবে না', অস্ফুট উচ্চারণ করল হারান।

হৃদয়জিৎ ভালোমন্দ কিছু বুঝলেন না! ওঁর কেবলই মনে হতে লাগল, রাতের মধ্যেই মনিরুদ্দিনকে ফোন করতে হবে। একমাত্র সে-ই পারতে পারে পাঁঠাকে থানার পথ চেনাতে।

নকশালবাড়ি থেকে গৌড়জনকথা

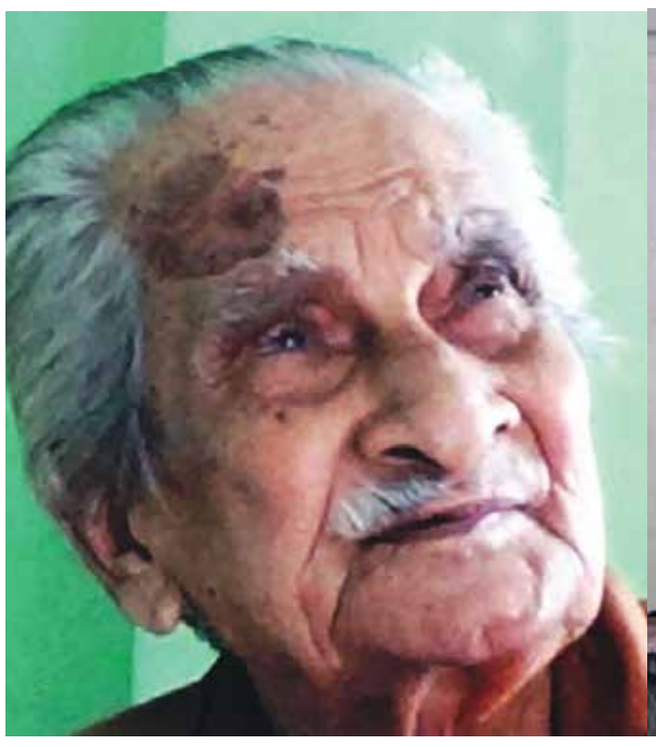

নয়ের পাতার পর

এই ফাঁকিবাজি দিয়ে চা বাগানের মানুষের আত্মাকে ছোঁয়া যায় না। কেন পাতার নাম জনম, সেটা বুঝতে হলে চোমং লামা (বিমল ঘোষ) হতে হয়।

বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, চিরকালের নিপীড়িত আদিবাসী সমাজের দিকে ভালোবাসাভরা দৃষ্টিতে না তাকালে, চা বাগানের লেবারদের দৈনন্দিন ঘামের ইতিহাস না জানলে, অর্থনৈতিক শোষণের কথা না জানলে, এমনকি হাতি এবং বাগানের নালায় লুকিয়ে থাকা চিতার কথা না জানলে পাতার নাম জনম লেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের সৌভাগ্য চোমং লামার মতো একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, অনুভূতিশীল মানুষ একসময় সতীশচন্দ্র টি এস্টেটে দীর্ঘদিন বাগানবাবুর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সে কথাই প্রথমে বলেছিলাম। যে মাটি একজন লেখকের চারণভূমি, সেই মাটিতে তাঁর বেঁচে থাকার শিকড় গভীরে চলে যায়। উত্তরবাংলার অরণ্য, পাহাড়, নদী, চা বাগান, বিভিন্ন উপজাতি, তাঁদের বিচিত্র লোকাচার, তাঁদের দারিদ্র্য, উচ্চশ্রেণির থেকে অবহেলা– এসব সয়ে তাঁদের জীবনের স্রোত বয়ে যায় নিস্তরঙ্গ, নিরন্তর। তাঁদের জনম বিধৃত হয়ে থাকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি অভ্যস্ত হাতে তুলে পিঠে ঝোলানো টুকরিতে জমা করায়।

চোমং লামার (বিমল ঘোষ) জন্ম ১৯২৫ সালে। সেই হিসেবে এ বছর তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে তাঁর আত্মজীবনী ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয় 'এই জন্মের বৃত্তান্ত' নামে। লিখেছেন ষোলো বা সতেরোটি উপন্যাস। অনধিক পাঁচশো ছোটগল্প। আদিনিবাস ছিল যশোহর জেলার নড়াইলের এক গ্রামে। দেশভাগের পর আরও সহস্র উদ্বাস্তুর মতো তাঁকেও ভিটেমাটির মায়া ছেড়ে এপারে চলে আসতে হয়। প্রথমে কলকাতায় থিতু হয়ে সাহিত্যজগতে থাকার চেষ্টা করলেও উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি। তারপর শিলিগুড়িতে স্থায়ী বাস শুরু হয়। তখন চা বাগানের চাকরিসূত্রে তাঁর কাছে এক নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল। ডুয়ার্সের ঘন সবুজ অরণ্য, কত জনজাতি, কী বিচিত্র তাঁদের লোকাচার, কী কঠিন তাঁদের জীবনযাত্রা। তাঁর লেখার রসদ খুঁজে পেলেন এখানেই। পাতার নাম জনম আশ্চর্য এক ডকুমেন্টারি। কিন্তু শুধু ডকুমেন্টেশন নয়, সাহিত্যের যে প্রসাদগুণের কথা আমরা বলি, সেই গুণ রয়েছে এই উপন্যাসে। ফলে শুধু ইতিহাস নয়, আশ্চর্য এক মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ হয়েছে এই লেখা।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে বুঝেছি মানুষটি ছিলেন সহজ সরল, সাদাসিধে। কথাবার্তায় ছিলেন অকপট। জীবনযাপনেও তাই। তাঁর গদ্যের স্টাইলটিও ছিল সহজ। অনর্থক মগজের কসরত তিনি করেননি। সহজ বাক্যে সাধারণ পাঠকদের জন্য প্রান্তিক মানুষের অসাধারণ জীবনের ছবি এঁকেছেন। সে হতে পারে মানুষকে সীমানা পার করিয়ে দেবার গল্প। সে হতে পারে বন্ধ চা বাগানের একজন লেবারের বিপন্নতা।

আমার মনে হয়েছে হয়তো বাংলা সাহিত্যসংস্কৃতির রাজধানী থেকে অনেক দূরে প্রান্তিক ভূমিতে বসে সাধনা করে যাওয়ার ফলেই হয়তো যতটা আলোক তাঁর পাওয়ার কথা ছিল, পাদপ্রদীপ থেকে ততটা লাইমলাইট তিনি পেলেন না। আরও অনেক সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন তিনি। 'বঙ্গরত্ন' সম্মানে ভূষিত এই শ্রদ্ধেয় লেখক উত্তরের মায়া কাটিয়ে অনেক দূরে চলে গেলেন ২০১৬-তে। আমাদের প্রণাম রইল।

চোমং লামার (বিমল ঘোষ) জন্ম ১৯২৫ সালে। সেই হিসেবে এ বছর তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে তাঁর আত্মজীবনী ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয় 'এই জন্মের বৃত্তান্ত' নামে। লিখেছেন ষোলো বা সতেরোটি উপন্যাস। অনধিক পাঁচশো ছোটগল্প।

উপন্যাস তুলে নেওয়ার হুমকি

নয়ের পাতার পর

চারদিকে অশান্ত পরিবেশ।

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বাবুর 'নকশালবাড়ি' উপন্যাস।

গল্প এবং বিষয়ের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে সেই সময়ের ঘটমান অবস্থার বিবরণ। যেখানে এই আন্দোলনের সফলতার বিষয়ে প্রশ্ন রাখা ছিল এবং গল্পের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের বেশ কিছু নেতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমরা বাবুর জন্য অপেক্ষমাণ। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও বাবু আর ঘরে ফেরে না। ১৯৬৯ সালে তখনকার রাত এগারোটার সময় আমরা দুই ভাই আর মা যখন আতঙ্কে কান্নাকাটি করছি, তখন একজন মানুষ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে দিয়ে আচমকা হারিয়ে যায়। বাবু বিধ্বস্ত। কোনওরকমে সেই রাত কাটল। পরদিন বাবুর মুখে শোনা গেল ঘটনা।

আগের দিন সন্ধ্যায় কোনও এক নির্জন ঘরে অন্তত ১০-১২ জন রাজনৈতিক মানুষের সামনে নকশালবাড়ি উপন্যাস নিয়ে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাস তুলে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু বাবুর কথা অনুযায়ী লেখক হিসেবে সেই সময়ে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন।

৩

অবশেষে দীর্ঘ বাকবিতণ্ডার পর নিজের যুক্তিকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করে তারপর বাবু তাঁদের কাছ থেকে বাড়ি ফেরার সম্মতি আদায় করেছিলেন। অন্যথায় নাকি মৃত্যু প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য নিয়ে এরকম অনেক ঘটনাই বাবুর জীবনে এসেছে। কোনওটা সুখের, আনন্দের আবার কখনও যুক্তিতর্কে মান-অপমানের মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এভাবেই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল আমার বাবু।

শেষ কথায় আসি, আমার জ্ঞানত দেখা ১৯৬২ সাল থেকে ২০১৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একজন সর্বতোভাবে সাহিত্যসৃষ্টি মগ্নতায় ডুবে থাকা মানুষকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে আর বুঝতে পেরেছিলাম কি না, আজ সেই প্রশ্নটার সামনে বারবার এসে দাঁড়াই। কারণ তাঁর প্রায় চারশো গল্প আর কুড়িখানা উপন্যাস পড়ে তাঁর বৈচিত্র্য সম্ভারে ভরা ভাবনার জগৎকে স্পর্শ করা, খুব সহজ কাজ নয় বলেই আজও আমার মনে হয়।

রাগ

অম্লান চক্রবর্তী
আঁকা : অভি

'তুই কি সারাটা ট্যুর...এরকম মুখ ব্যাজার করেই থাকবি?' বিপদভঞ্জন সাহা জিভের ডগা দিয়ে সুপুরির টুকরোটা দাঁতের ফাঁক থেকে উদ্ধার করে ফোঁস করলেন। 'দু'বেলা গান্ডেপিন্ডে গিলছিস। ড্যাবড্যাব করে কেল্লা-মিউজিয়াম সবই দেখছিস। শুধু মুখখানা বাংলার পাঁচ রয়ে গেছে। বলি যার ওপর এই রাগ, সে কি এই প্যাঁচামুখ দেখতে পাচ্ছে?'

দীর্ঘদিনের বন্ধুর ধ্যাতানি খেয়েও যতীন্দ্রমোহন কুণ্ডুর ভাবান্তর দেখা দিল না। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব বলেই হয়তো না। এমনিতেও দুজনের রঙ্গতামাশা চলে। বিপদভঞ্জনবাবুকে সবাই বিপদবাবু বা বিপদদা বলেই ডাকে। শুধু যতীনবাবু দেখা হলেই 'কী বিপদ! কী বিপদ!' করেন। আসলে ভবানীগঞ্জ বাজারে প্রায় চার দশক দুজন পাশাপাশি ব্যবসা করেছেন। দুজনেই বিপত্নীক, কিন্তু বিয়ের আগে থেকেই বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশাপাশি থেকেছেন। বছর দুই হল বিপদবাবু তাঁর লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটি আর পয়মন্ত গালামালের দোকানটি ভালো দেখে একটি ছেলের হাতে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হয়েছেন।

জামাইবাবাজিটিও বেশ করিতকর্মা। গৃহলক্ষ্মী এবং বাণিজ্যলক্ষ্মী – দুজনকেই খুশি রেখেছে। যতীন কুণ্ডুও আজকাল ফার্মেসিতে বসেন না। কিন্তু ছেলেটাকে নিয়ে মনে শান্তি নেই। সুবীর এমনিতে চালাকচতুর এবং সঞ্চয়ী। কিন্তু হালে বসেই বাবু জেদ ধরেছেন - ফার্মেসির ব্যবসা যথেষ্ট নয়। বাজারে কম্পিটিশন বাড়ছে। পাশাপাশি একটি প্যাথলজিকাল ল্যাব না খুললেই নয়। পাশের জমিটুকুও ওদেরই। কিন্তু ল্যাব করতে গেলে যন্ত্রপাতিও কিনতে হবে, ছেলেমেয়ে রাখতে হবে - বিস্তর খরচ। হয়তো লোনও নিতে হবে। এই নিয়ে বাপ-ব্যাটার আলোচনা ইদানীং তর্কবিতর্কে নেমেছে।

গতসপ্তাহে এই নিয়ে এক চোট হয়ে গেল। দু'দিনের ছোকরা, যার নাক টিপলে দুধ বেরোয়, তার কথা অনুযায়ী যতীন কুণ্ডু নাকি ব্যবসা বোঝেন না! একা হাতে ফার্মেসিটা দাঁড় করিয়েছেন যতীন। ছ'-ছ'টা ছেলে আজ সেই ফার্মেসিতে কাজ করে। গোটা ভবানীগঞ্জ জানে এমন ওষুধ নেই যা কুণ্ডু মেডিক্যালসে পাওয়া যায় না। সেই যতীন কিনা ব্যবসা বোঝেন না? রাগের মাথায় এই দিল্লি-গোয়ালিয়র-আগ্রা ঘোরার পরিকল্পনা করেছিলেন যতীন। সংসারের জোয়াল বিপদবাবুও নামিয়ে রেখেছেন। ঘোরার নামে তাই সবসময় এক পায়ে খাড়া। প্রায়ই বলেন, 'টাকা কামানোর কষ্টই জেনেছি, এবারে খরচের আনন্দটুকুও জেনে নিতে চাই।' চেনা এজেন্ট দিয়ে রাজধানীর টিকিট কেটে নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন দুজনে। সেখান থেকে শতাব্দী করে গতকাল এসেছেন গোয়ালিয়র। স্টেশনের কাছে রাজ্য পর্যটন নিগমের ছিমছাম হোটেলেই উঠেছেন। লাঞ্চ সেরে গোলগাল রিসেপশনিস্ট ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতেই বলে দিল যে, টেম্পো করে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায় তানসেন নগর। সেখানেই তানসেনের সমাধি। ওখান থেকে গোয়ালিয়র ফোর্ট কিলোমিটার খানেক। ওটুকু হেঁটেই মেরে দেওয়া যায়। তবে রাস্তা খাড়াই। তাছাড়া দুজনেই বয়স্ক। কাছেপিঠে নাকি টোটো আছে। শ-খানেক ধরিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। অর্থাৎ ওরাই ওপরে ফোর্টের গেটের একেবারে কাছে পৌঁছে দেবে।

মোটে সাড়ে তিনটে বাজে কিন্তু রোদটা কেমন যেন ম্যাদামারা। নভেম্বর ফুরোতে চলল, অথচ হাফ জ্যাকেটেরও চেন খুলে রাখতে হচ্ছে। এদিকে টেম্পো চলছে গদাইলস্করি চালে। রাজরাজড়াদের জায়গা হলেও গোয়ালিয়র ছোট শহর। রাস্তাঘাটে ভিড় আছে, ব্যস্ততা নেই। দু'পাশে সারিসারি মূলত কাপড়ের দোকান। ডিভাইডার দেওয়া সরু রাস্তা, দেখেশুনে ওভারটেক করতে হয়। একটা মোড়ের মাথায় এসে টেম্পোর ড্রাইভার ওঁদের নামিয়ে দিল।

'সামনে পুলিশ আটকে দেবে। বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলে যান। দশ পা হাঁটলেই বাঁদিকেই মকবরার গেট।'

বিপদবাবু ভাড়া মিটিয়ে চারপাশে ভালো করে দেখে নিলেন। সত্যি বাঁদিকে কোনও গাড়ি যাচ্ছে না। ওই তো, দূরে পুলিশ ব্যারিকেডও দেখা যাচ্ছে। নাহ, টেম্পোওলা তাহলে গুল দেয়নি। মাথার ওপরে সাইনবোর্ডে দেখাচ্ছে 'কিলা গেট' ওইদিকেই।

সামনেই একটা দোকানে স্টোভের ওপর কেটলি দেখে দুজনেরই চায়ের তেষ্টা জেগে উঠল। 'দোঠো গরম চায়চা দেনা, আদ্রক ঢালকে,' অর্ডার করেই বিপদবাবু দোকানের পাশে গিয়ে সিগারেট ধরালেন। দুজনের মধ্যে ওর হিন্দিটাই অপেক্ষাকৃত ভালো। সেটা জাহির করার সামান্যতম সুযোগ ভদ্রলোক অপচয় করেন না। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে শব্দের দৈন্য আর ব্যাকরণের দুর্বলতা ঢেকে বুক চিতিয়ে হিন্দি বলেন।

'যাই বলিস যতীন, আমার কিন্তু বেশ উত্তেজনা হচ্ছে,' বিকেলের আকাশে জেগে থাকা মসৃণ টাকের মতো কেল্লার গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বিপদবাবু ধোঁয়া ছাড়লেন। 'কেল্লাটেল্লা ঠিক আছে, কিন্তু কবর-টবর দেখলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।'

'কেন?' যতীন দায়সারাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেল্লায় হয়তো একসময় রাজাবাদশারা ছিল। যেমন ভাড়াবাড়িতে বা হোটেলে আমরা থাকি। কিন্তু কবর অন্য ব্যাপার। নীচে সেই জ্যান্ত লোকটা শুয়ে আছে। ভাবা যায়!'

'জ্যান্ত?' যতীন এবারে হাসলেন।

'আহা, জ্যান্ত মানে সাক্ষাৎ। মানে রক্তমাংসের সেই লোকটাই শুয়ে আছে। বুঝলি তো?'

'রক্ত কবে শুকিয়ে গেছে, মাংসও পোকায় কুরে খেয়েছে। বড়জোর হাড্ডি রয়ে গেছে। নয়তো সেটাও সার হয়ে গেছে,' যতীন বলেই হাত বাড়ালেন। দুজনের চা এসে গেছে। কাগজের কাপে চুমুক দেবার পর যতীনের মুখ দেখে বোঝা গেল চা পছন্দ হয়নি। সেই চায়েই চুমুক দিয়ে বিপদবাবুর ভাবালুতা কিন্তু কাটল না।

'খোদ তানসেন শুয়ে আছে কবরের নীচে। ভাবা যায়!'

'ভাবাও যায়, দেখাও যায়। আমরা দেখতেই যাচ্ছি।' যতীনবাবু বন্ধুর এই মুগ্ধতাবোধের কারণ খুঁজে পেলেন না। 'লোকটা নাকি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারত, প্রদীপ জ্বালাতে পারত। আচ্ছা, এগুলো কি সত্যি? তুই তো পড়াশোনায় ভালোই ছিলি। তোর কি মনে হয়? সত্যি?' বিপদবাবু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ধুর! এসব গুলগাল। শুনতে ভালো লাগে, লোকে তাই বলে। ছাড় তো...'

চায়ের দাম মিটিয়ে দুই বন্ধু হাঁটতে শুরু করলেন। দুজনেই ভেবেছিলেন মকবরার সামনে নবাবি তোরণ জাতীয় কিছু থাকবে। তার বদলে দুই দোকানের ফাঁকে লোহার গ্রিলের একটা সাধারণ গেট দেখে দুজনেই হতাশ হলেন। গেটের একপাশে পরিত্যক্ত চায়ের কাপ আর চিপসের প্যাকেট স্তূপ হয়ে আছে। গ্রিলের ওপারে প্লাস্টিকের চেয়ারে একজন সিকিউরিটি গার্ড এলিয়ে ঝিমোচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল টিকিটের বালাই নেই, প্রবেশ অবাধ। বিনা পয়সার জিনিস মূল্যহীন মনে হয়। ঢুকতে পয়সা লাগবে না ভেবে জায়গাটার আকর্ষণ যেন ঝুপ করে পড়ে গেল। ঢোকার রাস্তা সরু হলেও পেছনে দেখা গেল জায়গাটা বেশ একটা পার্কের মতো ছড়ানো। একটু এগোলেই গোলাপের সারির পেছনে একটি বিরাট মসজিদ। এই তবে তানসেনের মকবরা? আচ্ছা, ভদ্রলোক হিন্দু ছিলেন না? পদবি পান্ডে ছিল, অথচ কবর হল - তবে কি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন?

বিপদবাবু সাতপাঁচ ভেবে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন এটাই তানসেনের সমাধি কি না।

'না, না। এটা তো সুফি সন্ত গাউস মহম্মদের সমাধি। তানসেনের মাজার ওদিকে। যান না, কেয়ারটেকার আছে।'

সেদিকে তাকিয়ে বিপদবাবু আরেকবার দমে গেলেন। বাঁধানো রাস্তা ডান দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বুকসমান উঁচু পাথরের একটা প্ল্যাটফর্ম। তার ওপর ইতস্তত কবর। মাঝখানে পাথরের সভাগৃহ মতন জায়গা। জুতো খুলে দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। পাথরের মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পাথরের ছাদ ধরে রেখেছে পাথরের একডজন পিলার। ভেতরে ঢোকার সরু রাস্তাটুকু বাদ দিলে চারপাশে মেঝে থেকে কোমর-পর্যন্ত-উঁচু হয়ে উঠেছে দেওয়াল। তাতে জাফরি-বসানো। সূর্যের তেজ বাড়লেই আলো ওপরের শিশব গাছের পাতায় পিছলে জাফরির ফাঁক দিয়ে ঢুকে মেঝেয় কিলবিল করছে। গাউস মহম্মদের ঢাউস সমাধির পাশে তানসেনের সাদামাঠা সমাধি। কবরের ওপর গোলাপি ভেলভেটের চাদর চড়ানো। চাদরের চার কোনা পাথরচাপা – গোস্তাক হাওয়ায় সরে যেন না যায়। চাদরের ওপরে দুটো গাঁদা ফুলের মালা।

কী করা উচিত বুঝতে না পেরে বিপদবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি যতীনবাবুও হাতজোড় করে মাথাটা একটু নোয়ালেন। তানসেনের কবরের পাশেই আরেকটা কবর। বছর চল্লিশের একটা প্যান্ট-শার্ট পরা লোক খালি পায়ে উবু হয়ে বসে মোমবাতি ধরাচ্ছিল। সাদা ফেজ-টুপির নীচ দিয়ে লম্বা চুল ঘাড় ছাড়িয়েছে। কাঁধে সাদা গামছা ফেলে রাখা। যতীন তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন 'এটা কার কবর?'

'বিলাস খান, তানসেনের ছেলে। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?'

'বাঙ্গাল থেকে', বিপদবাবু হিন্দি বলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন।

'আপনাদের ওখানে গানের খুব চর্চা শুনেছি। আপনারা নিশ্চয়ই বিলাসখানি টোড়ি জানেন?'

বিপদ বুঝে বিপদবাবু বন্ধুর দিকে তাকালেন। যতীনবাবু মেরেকেটে রবীন্দ্র-নজরুল শুনলেও রাগ-টাগ বাপজন্মে শোনেননি। সেকথা স্বীকার করতেই কেয়ারটেকার লোকটা হেসে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল।

'তানসেনের প্রিয় রাগ ছিল টোড়ি। বাবা মারা যাওয়ার পর বিলাস খান ভেঙে পড়েন। টুটা দিল নিয়ে বাবার প্রিয় টোড়ি গাইতে গিয়ে সুর থেকে ভটকে যায়। তবে জাতশিল্পী। তাই ভুলেও গলা দিয়ে যেটা বেরোয়, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় নতুন একটা রাগ। যার নাম বিলাসখানি টোড়ি। বিলাস খানের সুরে বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু বাপের প্রতি শ্রদ্ধায় খামতি ছিল না। উমদা আদাকার, সাচ্চা বেটা। বাবার পথ থেকে ভটকে গেছিল, তাই একটা নতুন রাগ সৃষ্টি হোল। কি আজব কথা, বলুন?'

কবরের কাছাকাছি একটি বাচ্চা তেঁতুল গাছ। সামনে পাথরের ফলকে লেখা ছিল এই গাছের পাতা নিতে নাকি দেশের নানা প্রান্ত থেকে গাইয়েরা আসে। তাদের বিশ্বাস, পাতায় জাদু আছে। খেলেই গলায় সুর-সরস্বতী বাসা বাঁধেন।

'কিন্তু গাছটা তো অত পুরোনো মনে হচ্ছে না?' বিপদবাবু অবিশ্বাসের সুরেই বললেন।

'সে গাছ কি আর আছে বাবু? এটা তারই নাতিপুতি কেউ হবে। নিয়ে যান না কয়েকটা পাতা।'

'না', বিপদবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'আমরা গান-টান গাই না। আমরা নিয়ে কী করব?'

'আরে নিয়ে যান। লোকে বলে, খেলে গলার ছোটখাটো সমস্যাও দূর হয়ে যায়।' লোকটা প্রায় জোর করেই পাতা সহ ডালের একটা ডগা ভেঙে হাতে দিল।

'বলো কি! রাগও শেখায়, আবার রোগও সারায়!' তালুতে হলদে কচিপাতাগুলো দেখে বিপদবাবু যেন মজাই পেলেন। 'কই হে যতীন, তুমিও কয়েকটা পাতা নিয়ে নাও। বয়েসকালে হোলো না, শেষ বয়েসেই হয়তো তোমার গলায় সুর খেলবে।'

যতীনবাবুর কোনও হেলদোল দেখা গেল না। ভদ্রলোক এখনও বিলাস খানের কবর দেখে যাচ্ছেন। একটা মেরুন চাদর কবরের ওপর বিছানো। তাতে সাদা ফুটকি। বাপের পাশে, চাদরের নীচে শুয়ে আছেন বিলাস খান। উমদা আদাকার। তার চেয়েও বড় কথা – সাচ্চা বেটা। এই বয়েসেও কখনও দুপুরবেলা সুবীর যতীনবাবুর পাশে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে।

কেয়ারটেকারের হাতে একশো টাকা গুঁজে মাজার থেকে নেমে দু'বন্ধু জুতোয় পা গলালেন। এদ্দুর এসেছেন, গাউস মহম্মদ কে ছিলেন না জানলেও বিপদবাবু মকবরার ভেতরটা দেখবেন বলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। যতীনবাবু ঢুকলেন না। পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে ছেলেকে ফোন করলেন।

'কে, বাবু? হ্যাঁ, ঠিক আছি। শোন, তুই ল্যাবের ব্যাপারটা ভালো করে ভেবেছিস তো? শোন, আমার আপত্তি নেই। ফিরে আসি, লোনটোনের ব্যাপারে ব্যাংকে কথা বলতে হবে। না, নতুন কিছু ভাবছিস, আমি আপত্তি করব কেন? ফিরে আসি, কেমন?'

টেম্পো করে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায় তানসেন নগর। সেখানেই তানসেনের সমাধি। ওখান থেকে গোয়ালিয়র ফোর্ট কিলোমিটার খানেক। ওটুকু হেঁটেই মেরে দেওয়া যায়। তবে রাস্তা খাড়াই।

এডুকেশন ক্যাম্পাস সরস্বতীময়

১

২

৩

৪

৫

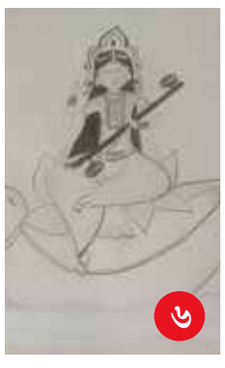

৬

৭

৮

১) রাইমা সরকার, দশম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল। ২) দেবরাজ দাস, চতুর্থ শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। ৩) অভিষিক্তা দাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, হোলি চাইল্ড গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা। ৪) বরণ্যা সরকার, দ্বিতীয় শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বালুরঘাট। ৫) শ্রেষ্ঠা পাল, নবম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ৬) কৌস্তভ নমদাস, সপ্তম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি। ৭) তীর্থদীপ মৈত্র, অষ্টম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, রানিডাঙ্গা, শিলিগুড়ি। ৮) সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

ক্ষীর-ননীতে প্রতিদিন সেবা বিহারীলালের রাধাগোবিন্দের

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ৩২

দেবালয় গড়ে ওঠে প্রথমে ভক্তের মানসজগতে, পরে তা লোকচক্ষুর অন্তর্গত হয়। ভক্ত তাঁর ভক্তি দিয়ে সেই দেবতাকে পরিপুষ্ট করেন, তারপরই শুরু হয় দেবালয় তৈরির কাজ। আজ আমরা ঠিক সেইরকমই এক দেবালয়ের কথা বলব। অধুনা সোদপুর অঞ্চলে যা প্রাচীন সুখচর নামে পরিচিত ছিল– যেখানে গড়ে উঠেছিল রাধাগোবিন্দের মন্দির।

কাহিনী বলে, সেই মন্দির নাকি গঠিত হয়েছিল স্বয়ং রাধাগোবিন্দের ইচ্ছায় বা আদেশে। কীরকম জীবন ও জীবনধারায় নেমে আসে রাধাগোবিন্দের ইচ্ছা, কার কাছে দেবতা আবদার করেন? আমরা সেইরকম একটি জীবনের কাহিনী ও তাঁর দেবতার কথা আজ বর্ণনা করব।

সাল ১২৪৮। নবগঠিত কলকাতার কলুটোলা অঞ্চলের চূণা গলিতে বিখ্যাত পাইন বংশের হরিনারায়ণ পাইনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিহারীলাল পাইন। হরিনারায়ণ পাইন ছিলেন মধ্যবিত্ত এক গৃহস্থ। কিছু পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় চার কন্যা ও তিন পুত্রকে নিয়ে কোনওরকমে দিন অতিবাহিত করতেন হরিনারায়ণ। বিহারীলাল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ ভক্তি মানুষকে অন্যের থেকে পৃথক করে তোলে। হরিনারায়ণ ভক্তিধনে অগ্রগণ্য ছিলেন। সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা নিয়ে তিনি সন্তানদের পরিপালন করতেন।

হরিনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বিহারীলালের শিক্ষা শুরু হয়েছিল প্রেমলাল বড়ালের কাছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে। এর ফলে তিনি বিদেশি বণিকদের সঙ্গে কথোপকথন ও কাজ আদানপ্রদানের যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।

তখন এক অদ্ভুত নিয়ম ছিল, কোনও সওদাগরের অফিসে কাজ করতে হলে কিছু টাকা জমা রাখতে হত। সুবর্ণবণিক জাতিভুক্ত হওয়ায় যদিও সে যুগে তাদের বেশি পড়াশোনা শেখার প্রবণতা ছিল না, তবু বিহারীলাল তার থেকে বেশি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। সেই শিক্ষাটুকু দিয়ে এক সওদাগরের অফিসে কাজ পাওয়া সম্ভবপর ছিল। কিন্তু বাবা হরিনারায়ণের অত অর্থ ছিল না যে চাকরির জন্য কিছু টাকা অফিসকে প্রদান করেন। তাই বিহারীলাল খিদিরপুরে মাত্র ষোলো টাকার মাইনেতে সামান্য চাকরি গ্রহণ করেন।

কলুটোলা থেকে খিদিরপুর, পথ খুব কম নয়। কিন্তু চাকরি গ্রহণ করে এই পথটুকু হেঁটেই যাওয়া আসা করতেন বিহারীলাল। পিতা হরিনারায়ণ একদিন পুত্রকে বললেন, 'তুমি ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না, আমি তোমাকে যাতায়াতের খরচ দেব।' বিহারীলাল উত্তর দিলেন, 'মাত্র ষোলো টাকা মাইনে, তার মধ্যে যদি পাঁচ-ছয় টাকা যাতায়াতের জন্যই খরচ করে ফেলি তবে কি সঞ্চয় থাকবে?'

বিহারীলাল একথা মুখে বললেন বটে, কিন্তু পিতার প্রতি সেইযুগের আনুগত্য তাঁকে কেবল তাঁর কাছ থেকে পাঁচটি পয়সা নিতে বাধ্য করল। সেই পয়সায় তিনি কলুটোলা থেকে ধর্মতলা হেঁটে গেলেও ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর ঘোড়ার গাড়ির শেয়ারে যেতেন। কেবল তাই-ই নয়, উপার্জনের সবটুকু অর্থ এনে মাসের শেষে হরিনারায়ণের হাতে তুলে দিতেন। বিহারীলাল পড়াশোনা করলে আরও উচ্চশিক্ষা করার মতো মেধাসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু পিতা হরিনারায়ণের পাশে দাঁড়াতে হবে। সংসারের আর্থিক সহায়তা করে পিতার কষ্ট লাঘব করা তাঁর কর্তব্য, কেননা তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র– শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি এই চাকরিটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অলক্ষে দেবতা তাঁর এই ত্যাগের মূল্য প্রদান করলেন, মাত্র দু'বছর এই চাকরি করার পর প্রথমে তিনি মেসার্স আরজেনটিন শিলার কোম্পানির গুদামে উচ্চবেতনে একটি চাকরি পান।

ঝামাপুকুর নিবাসী তৎকালের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কানাইলাল চন্দ্র ছিলেন তাঁর মামাতো ভাই। তিনিই এই কাজটি জুটিয়ে দিলেন। নিরলস কর্মে রত বিহারীলাল কিছুদিন কাজ করার পর ঊর্ধ্বতন সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সওদাগরি অফিসে কাজ করতে করতে হিসাবের ব্যাপারটি তিনি মামাতো ভ্রাতা কানাইলালের কাছে শিখতে শুরু করেন। সাহেব শিলার তাঁর কর্মক্ষমতা দেখে অফিসের মুৎসুদ্দি পদে বহাল করলেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এইসব সওদাগরি অফিসে কাজ করার জন্য নিজস্ব অর্থের প্রয়োজন হত।

গরিব কর্মচারী এই কাজ করতে পারত না। কারণ যখনই অর্থ লগ্নি করার প্রয়োজন হত, তখন মুৎসুদ্দিকে নিজের পকেট থেকেই তা ব্যয় করতে হত। পরে কোম্পানি তা শোধ করে দিত। সাহেব এই পদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল তাঁকে স্পষ্ট জানালেন সঞ্চিত অর্থ নেই তাঁর, কী করে তিনি এই পদ গ্রহণ করতে পারেন! – বিহারীলালের স্পষ্ট বক্তব্য শিলার সাহেবকে তুষ্ট করল। তিনি জানালেন বিহারীলালের সঞ্চিত অর্থের প্রয়োজন নেই। দরকার হলে তিনিই অর্থ জোগান দেবেন। বিহারীলাল সাহেবের ইচ্ছায় এবার মুৎসুদ্দি পদ গ্রহণে সাহস করলেন। ক্রমশ তাঁর সততার সঙ্গে কর্মক্ষমতা পরিচালনার ফলে তিনি এই কাজেও উন্নতিলাভ করেছিলেন।

শোনা যায় তিনি Messrs. Rhimhold and Co, Shiller Co, Struther and Co, এবং Vaight and Co– এই চারটি কোম্পানিতে একসঙ্গে মুৎসুদ্দি ও বেনিয়া বা ব্যবসায়ীরূপে কাজ করতেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বাধীন ব্যবসার পত্তন করা তখনকার দিনে খুব সহজ ছিল না। বিহারীলাল সেটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীন ব্যবসার জন্য তিনি দুটি কল বা মেশিন কিনে আনেন। একটি হল ধান ও চাল ঝাড়ার কল, আর অন্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল কাচ প্রস্তুত করার কল।

সেই সময় কাচের ব্যবহার ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। ধনীদের গৃহে শোভা পাচ্ছে বেলোয়ারি ঝাড়। যুগের প্রয়োজনকে বুঝে বিহারীলাল কাচের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ভারতে কাচের ব্যবসায় তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। টিটাগড়ে পায়োনিয়ার গ্লাস ফ্যাক্টরি নাম দিয়ে তিনি প্রথম কাচের কারখানা চালু করেন। এই কারখানার জন্য বিদেশ থেকে উচ্চ বেতনের কারিগর নিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদেশীয় মানুষ যাতে ভালো কাচ কারখানার শ্রমিক হতে পারেন তার জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দেশ তখন মৃতপ্রায়। নতুন কিছু শিক্ষালাভের ইচ্ছা বা উদ্যম কিছুই তাদের মধ্যে নেই। তার ওপর কাচের কাজে অত্যন্ত আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে হয়। এ দেশের শ্রমিক সেই উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই বিহারীলাল বুঝলেন এই আবহাওয়ায় কাচের ব্যবসা করতে হলে আরও উন্নত কারিগরির প্রয়োজন, নইলে দেশীয় শ্রমিক লাভ করা যাবে না। তাই তিনি কিছুদিনের মধ্যেই কাচ কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

এইভাবে ধীরে ধীরে বিহারীলাল পাইন সামান্য গৃহস্থ থেকে ধনী ও উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী হতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তিনি কলুটোলানিবাসী কালিদাস ধরের কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করেছেন। এই কুসুমকুমারী সর্বদিক দিয়ে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। বিহারীলালের স্ত্রীভাগ্যে ধনলাভ হতে থাকে। শোনা যায় কুসুমকুমারীকে বিবাহের পর বিহারীলাল যে কাজে হাত দিতেন সেই কাজেই সফলতা লাভ করতেন। তাঁর সঙ্গে ছিল অসম্ভব ঈশ্বর ভক্তি। তিনি পিতার কৃষ্ণভক্তিকে প্রাণে প্রাণে ধারণ করেছিলেন। হরিনারায়ণ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধরের কাছে কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করেন।

বিহারীলাল বিখ্যাত কৃষ্ণতীর্থ পানিহাটির পাশেই সুখচর নামক স্থানে সুরধুনী গঙ্গার পাড়ে গড়ে তুললেন বিরাট দেবালয়। শোনা যায়, সেই সময় একটি দেবালয় তৈরিতেই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১২৯৩ সালের ১৯ মাঘ গুরুদেব গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হন শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজিউ। দেবসেবা, অতিথিসেবা, রাস, দোল ও জন্মাষ্টমী- প্রতিটি কৃষ্ণপর্ব অতি সমারোহের সঙ্গে পালন করতেন বিহারীলাল।

সাহেবদের কাছে সততার সঙ্গে কাজ করে, প্রচুর পরিশ্রমের শেষে রাতে তিনি উপস্থিত হতেন গুরুগৃহে। গুরু মুখে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ শ্রবণ তাঁর কাছে নেশার মতো ছিল। তিনি পাঠ না শুনে, কৃষ্ণ চিন্তা না করে রাতের অন্ন গ্রহণ করতেন না।

পারিবারিক দিক দিয়ে বিহারীলালের শূন্যতা ছিল। কারণ অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলেও তিনি সন্তানের মুখদর্শন করতে পারেননি। পিতা হরিনারায়ণের তিন পুত্র, বিহারীলাল, কুঞ্জলাল ও রসিকলাল। কুঞ্জলালের প্রকৃতি একটু ভিন্ন ছিল। তিনি ভিন্ন অফিসে ক্যাশিয়ার রূপে কাজ করতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রসিকলাল ছিলেন বিহারীলালের সবরকম কাজের সহকারী। কিন্তু অকালে তাঁর মৃত্যু হলে সমস্ত পরিবারের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এল।

বিহারীলালের মতো রসিকলালেরও কোনও সন্তানাদি ছিল না। একমাত্র কুঞ্জলাল সন্তানাদিলাভ করেছিলেন। এই অবস্থায় বিহারীলালকে ভাইয়ের সন্তানদের মধ্যে কাউকে পোষ্যপুত্র নেওয়ার পরামর্শ দিলেন অনেকে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিহারীলালের স্ত্রী কুসুমকুমারী একেবারে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কেবলমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন না, তিনি একটি অদ্ভুত কথা উচ্চারণ করলেন। তিনি স্বামীকে বললেন, 'আমি এমন ছেলে চাই যার মাধ্যমে আমার ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হবে। শুধুমাত্র বিষয় রক্ষার জন্য একজনকে পুত্ররূপে পোষ্য নেওয়ার ইচ্ছা নেই।' স্ত্রীর কথা শুনে বিহারীলাল চমকে উঠলেন, একমাত্র বৃন্দাবনবিহারী যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কে জীবের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করতে পারেন? শোনা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুসুমকুমারী দেবীকে স্বপ্ন দান করে বলেছিলেন, 'আমি তোমার কোলে যাব।' আবার ভিন্নমতে বা অধুনা এই পরিবারের সদস্যদের মতে গোপালজিউ স্বয়ং বিহারীলালকেই স্বপ্ন দান করেছিলেন। এক রাতে বিহারীলাল স্বপ্নলাভ করেন। সেই স্বপ্নে স্বয়ং রাধাগোবিন্দ একটি শ্মশানক্ষেত্রকে নির্দেশ করেন এবং সেখানেই মন্দির নির্মাণের কথা বলেন। বিহারীলাল স্বপ্ন দর্শনের পরে সেই স্থান লোকজন নিয়ে খুঁজে বের করেন।

গঙ্গার তটদেশ, তার ওপর শ্মশান– এক পবিত্র ভূমি। স্বপ্নাদিষ্ট ভূমিটি ক্রয় করার চেষ্টা চলতে থাকে। এই স্বপ্নের সঙ্গে ছিল আরেকটি আদেশ, যে আদেশে শ্মশানের পার্শ্ববর্তী একটি বেলগাছের তলায় পঞ্চানন্দের পুজো হয়ে আসত বহুকাল ধরে। গোবিন্দজিউ সেই পঞ্চানন্দ দেবতাকেও পুজোদানের আদেশ প্রদান করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রাচীনকালের আরাধ্য বাবা পঞ্চানন্দের পূজক থেকে শুরু করে ভোগরাগ সবই এই রাধাগোবিন্দ মন্দির কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকে।

যাই হোক, পাইন পরিবারের রাধাগোবিন্দের বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। সে দেবতা যাঁকেই স্বপ্ন দান করুন না কেন, কিন্তু সেই স্বপ্ন দানের ফল হল সুদূরপ্রসারী। বিহারীলাল বিখ্যাত কৃষ্ণতীর্থ পানিহাটির পাশেই সুখচর নামক স্থানে সুরধুনী গঙ্গার পাড়ে গড়ে তুললেন বিরাট দেবালয়। শোনা যায়, সেই সময় একটি দেবালয় তৈরিতেই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১২৯৩ সালের ১৯ মাঘ গুরুদেব গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হন শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজিউ। দেবসেবা, অতিথিসেবা, রাস, দোল ও জন্মাষ্টমী- প্রতিটি কৃষ্ণপর্ব অতি সমারোহের সঙ্গে পালন করতেন বিহারীলাল।

পরবর্তীকালে দেবালয়ে যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য বিহারীলাল চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও এক লক্ষ টাকা নগদ দেবোত্তর করে যান। দেবসেবার কার্য পরিদর্শনের সমস্ত ভার তিনি গুরুবংশের ওপর ন্যস্ত করে দেন। তার সঙ্গে দেবালয়ের সমস্ত অংশের বিভিন্ন কাজের জন্য রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করেন। পাচক থেকে পূজারি সকলেই এক শ্রেণির ব্রাহ্মণ হলে মন্দিরের অন্নপ্রসাদ ঠাকুরবাড়ির সকলেই গ্রহণ করতে পারবেন– রাঢ়ী ব্রাহ্মণ নিয়োগের পিছনে এই ছিল যুক্তি। একটি গ্রন্থে তাঁর এই সিদ্ধান্ত খুব দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, সে যুগে ব্রাহ্মণ না হলে কি প্রসাদ গ্রহণে বাধা ছিল? যুগের সঙ্গে দেবালয় সামঞ্জস্য রেখে চলেছে চিরকাল।

দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবতা বিহারীলালের প্রাণপ্রিয় ছিলেন। ক্ষীর, ননী আর পাঁচরকম ভোগের মাধ্যমে চিরকাল সেবা গ্রহণ করে চলেছেন তিনি। বিহারীলাল যখন মন্দির গঠন করছেন সেই সময়ের একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। মন্দির তৈরির সময় একবার ইটের খুব আকাল পড়ে। কোথাও ইট পাওয়া যাচ্ছে না। মন্দির তৈরি অগ্রসর হবে কী করে? বিহারীলাল কেবল চিন্তিত নন, প্রিয়জনের মন্দির গঠনে বাধা এসেছে দেখে তাঁর চোখে জল। সকলের অলক্ষে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রাণের দেবতাকে আবেদন জানাচ্ছেন, 'আর বুঝি তোমার দেবালয় তৈরি সম্পূর্ণ হল না।'

পরদিন সকালে দেখা গেল তিনশো গোরুর গাড়ি ভর্তি ইট এসে উপস্থিত। বিহারীলাল অবাক, কে পাঠাল এই ইট? গোরুর গাড়ির চালকরা জানাল, এক ভদ্রলোক তাদের ইট পাঠাতে বলেছেন এবং তিনি ইটের টাকাও সম্পূর্ণ পরিশোধ করে এসেছেন। -একথা শুনে বিহারীলালের চোখ দ্বিতীয়বার অশ্রুসিক্ত হল। স্বয়ং রাধাগোবিন্দ যে এই সংকট থেকে বাঁচিয়েছেন তা তাঁর বুঝতে অসুবিধে হল না।

সুখচরে দেবপ্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন স্থির হওয়ার এক মাস আগে পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়। আবার মন্দিরে ঠাকুরজি প্রতিষ্ঠার এক মাস পর নিজের গর্ভধারিণীর মৃত্যু হয়। ঠিক এক বছর পর লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রী কুসুমকুমারী পরলোকগমন করেন। সব প্রিয়জন হারিয়ে বিহারীলাল তখন একা। সেই একাকী জীবনে পরম আশ্রয় হয়ে ওঠেন ঠাকুরজিউ রাধাগোবিন্দ। তিনি অধিকাংশ সময় সেই ঠাকুরবাড়িতেই অতিবাহিত করতেন। মুখে বলতেন আমার গৃহের থেকে বেশি আয়োজন আমার ঠাকুরজিউ–এর দেবালয়ে রয়েছে।

শোনা যায়, তিনি নিজ ভগিনীর পীড়াপীড়িতে কালাচাঁদ পাইনের কন্যা সর্বসুন্দরী দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন বিহারীলাল এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। তাঁর নাম গোবিন্দদাস। বিহারীলালের বংশ এই গোবিন্দদাসই এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা বিহারীলালের প্রথম বিবাহের কথা অস্বীকার করেন। যদিও একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। ভক্ত বিহারীলাল পাইন নিজের গুরুবংশকে সম্মুখে রেখে এক বিরাট দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর পুত্র গোবিন্দদাস একবার অভিযোগ করেন যে, গুরুবংশ মন্দিরে অনেক খরচ করছেন। খরচে লাগাম দেওয়া উচিত। এই কথা শুনে নিত্যানন্দ বংশীয় এই গুরু পরিবার জানান আমরা নিত্যানন্দ বংশীয়, স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারলে আমরা মন্দিরের বন্দোবস্ত থেকে সরে দাঁড়াব। বিহারীলালের কানে একথা গেলে তিনি এত তেজি গুরুবংশ লাভ করেছেন ভেবে আনন্দিত হন। পিতা-পুত্র দুজনেই তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। বর্তমানে এই গুরুবংশ বিলুপ্ত হওয়ায় কাঠিয়াবাবা সম্প্রদায়ের কাছে বংশধরেরা দীক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং মন্দিরের পাশেই গড়ে উঠেছে কাঠিয়াবাবার আশ্রম।

(তথ্য প্রদানে সাহায্য করেছেন সমীরণ পাইন। বিহারীলাল পাইনের চতুর্থ উত্তরপুরুষ।)

সপ্তাহের সেরা ছবি

কুম্ভমেলায় প্রার্থনা। প্রয়াগরাজে এখন যা প্রতিদিনের দৃশ্য।

কবিতা

মেঘের প্রসঙ্গ এলে
প্রশান্ত দেবনাথ

মেঘের প্রসঙ্গ এলে ঘেমে উঠি, কোনও অজুহাতে
ভীষণ তৎপর হই। আগের জন্মের মেঘ এসে
জানালায় ঝুঁকে পড়ে। অন্য কোনও দেশে নিয়ে যেতে
চায়। বুকটা ফাঁকা লাগে। এসব মেঘের জন্ম
আমার নিজের চোখে দ্যাখা, এই মেঘের নিয়তি
খেলা করে বাঁশবনে, এসময় অনাঘ্রাত প্রেম
হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি ভয় পাই, কেঁপে উঠি...

আর্জি
হাসি বসু

উভচর প্রাণীদের মতো কখনও জলে
কখনো ডাঙায় বেঁচে আছি মনে হয় —
পোকা মাকড়, শ্যাওলা, মিথ্যে সব খাই
ভোট দিই, জ্বর হলে প্যারাসিটামল সঙ্গে
মুড়ি বাতাসা
আন্তর্জাতিক খবর,
আবহাওয়ার ফোরকাস্ট শুনি
কয়েক ফোঁটা রাজনীতি
দু'চার ফোঁটা প্রেম-বিরহ
সবই চলতে থাকে।
চলতে চলতে পথ শেষ
চুপের দিন, কথা বলার উপোস,
পুড়ে যাওয়ার দিন

ধর্মাবতার আমাকে আগুনপাখি বানিয়ে দিন
পোড়া ছাই থেকে আবার শুরু করি—পালটাই

আরও গভীরে
কাকলি মুখোপাধ্যায়

আবার বৃষ্টি নামুক।
দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকা
মৃতবৎ শরীর,
জল ছুঁয়ে
আদিম হোক।
একবুক একাকিত্ব সাজিয়ে রাখা,
এলোমেলো সংলাপ,
কাটাকুটি খেলুক রঙিন প্রচ্ছদে।
না-বলা কথার ভিড়ে হারানো,
না-পাওয়ার যন্ত্রণা,
রক্তস্রোত এঁকে দিক --
গভীর থেকে আরও গভীরে।

তেত্রিশটি বছর
অসীমকুমার দাস

তেত্রিশটি বছরেও প্রিয় মানুষ হতে
পারলাম কি
নীলিমার নীল নীলই রয়ে গেল
তোমার চোখের তারার মতো যদিও
চাঁদ উঠেছিল

এত যে সাম্রাজ্য গড়েছিলাম
হিলকার্ট রোড হংকং মার্কেট
সুভাষপল্লি বাজার
মহানন্দা সেতু মাল্লাগুড়ি হাসমি চক-
সবই কি মিথ্যে!
আমাদের ভালোবাসা, ভালোবাসার
চাঁদ তবে
কোন আকাশে উঠেছিল!

তেত্রিশটি বছরেও স্পষ্ট হল না
সমস্ত কুয়াশা তবু কাটল না
সমুদ্রের মতো দিগভ্রান্তই রয়ে গেল!

পলাশপ্রিয়া
উত্তম চৌধুরী

ভুল থেকে একটি শেখার কলম জন্ম নিল---
তার সোনালি শরীর, মনরঙা কালি
আর নিব পলাশপ্রিয়ার শিল্পীত আঙুলের মতো।

সে যেন হাঁসের পালকে লিখছে দেবীস্তোত্র
আর সাদা মেঘের চোখে ভাসিয়ে দিচ্ছে
মেঘদূত থেকে গীতবিতান
কিংবা বনলতা সেন থেকে আবেগার্দ্র।

সে যেন অক্ষরদেবীর হাত ও পায়ের তেলোয়
এঁকে দিচ্ছে বীণার তন্ত্রী, সুরের সংকেত
আর শতদলে বইয়ের দেশ।

স্মৃতির বিভ্রাট
সুকুমার সরকার

মেরুর স্থানচ্যুতি; বদলে যাচ্ছে ঋতুবৈচিত্র্য!
স্মৃতির বিভ্রাটে তুমিও কি গাইবে বদলের গান?

কুয়াশার চাদর না পরলে কি শীতকাল মনে হয়?
অথচ দ্যাখো, এবার শরতে শিউলি ফুল ফুটল না
বাঁচতে এসে শিকারির তিরে মরতে হয় বলে
ইদানীং পরিযায়ী পাখিরাও আসে না আর;
গন্তব্য ভুলে সবাই ছুটছি ভুল ঠিকানার দিকে ---
যেন নদীতে নয়, বাঁধ দিচ্ছি নিজের রক্ত ধমনীতে।
আমাদের তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, বালাসন
আমাদের ধরলা, করলা কেমন দ্যাখো বদলে যাচ্ছে
বিজ্ঞাপনে ঢেকে যাচ্ছে আমাদের গ্রাম, শহর ---
অথচ বাড়ছে না কাগজের পাঠকের সংখ্যা!
মেরুর স্থানচ্যুতি --বিভ্রাট শুধু পৃথিবী গ্রহের নয়
আমরাও ভুলে যাচ্ছি আমাদের আত্মপরিচয়!

অভিলাষ
রবীন্দ্রনাথ রায়

বুকের ভেতর জমেছে টুকরো টুকরো বরফ
ধুলোয় অন্ধ কবিতার চোখ
গানের সুরে মন বদলায়
তবুও বদলায় না দিন,

দাও জ্বালিয়ে দাও আগ্নেয়গিরির লাভা
গলে যাক পাথর,
বরফের চাঁই,
ঝর্ণা হয়ে ঝরুক সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে--!

ভাষার মুখ
সুকান্ত মণ্ডল

বাতাসে মিশে গেছে এক নতুন ব্যাকরণ
ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে পুরোনো উচ্চারণ।
শব্দেরা কাঁপছে, জিভে লবণাক্ত স্বাদ
কোন ভাষায় চুম্বন আর কোন ভাষায় ফাঁস?

নিয়মের দেওয়ালে আটকানো জিহ্বা
নামহীন শব্দের বুক চিরে রক্ত ঝরছে,
গোপনে প্রতিশোধ নিচ্ছে বাতাসের ঢেউ।

কে যেন কান্না লুকিয়ে রাখছে ফাইলের ভাঁজে,
কে যেন মুছে দিচ্ছে নামফলকের অক্ষর।

তবু, রোদ্দুরে এখনও এক শিশুর প্রথম উচ্চারণ!

ছোট্ট তারা

সারদা শিশুতীর্থের প্রভাত শ্রেণির ছাত্রী আরাধনা সাহা। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ করতে সে ভালোবাসে। আবৃত্তিতেও বেশ কিছু পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

কোচবিহার পালপাড়া থেকে প্রতিমা নিয়ে স্কুলের পথে পড়ুয়ারা। শনিবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

বিত্তশালী-বিত্তহীন বনাম মধ্যবিত্ত

এবারের বাজেটে মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা রোজগারের ওপর করে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এরকমই প্রচার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা রোজগার করেন তাঁরা কি আদৌ মধ্যবিত্তের আওতায় পড়েন? মধ্যবিত্তরা কী বলছেন? সাধারণ মানুষেরই বা কতটা সুরাহা হল? আলোকপাত করলেন **শিবশংকর সূত্রধর**

সুনীল দাস
খোপা

অখিল ঘোষ
অধ্যাপক

সরকারি চাকরি

করের আওতায় পড়তে হলে মাসে অন্তত ১ লক্ষ টাকা রোজগার করতে হবে। আমি কলেজে অধ্যাপনা করেও সেই আওতায় পড়িনি। আমার সমপর্যায়ের যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করেন তাঁরা ডিএ পেয়ে ইতিমধ্যেই করের আওতায় পৌঁছে গিয়েছেন।

দাম কমাও

কোনও মধ্যবিত্ত, দিনমজুর বা ব্যবসায়ীই মাসে এক লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারে না। সেখানে এসব বাজেটে করে মধ্যবিত্তের কোনও লাভ নেই। তার বদলে মূল্যবৃদ্ধি রোধের দিকে নজর দিলে ভালো হত।

হান্নান মোল্লা
বেসরকারি সংস্থার কর্মী

পূজা রায় চন্দ
গৃহবধূ

উত্তম কুণ্ডু
ব্যবসায়ী

জিএসটি কমালে

বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা রোজগারে মধ্যবিত্তদের কী সুবিধা হল তা বোধগম্য হচ্ছে না। যে বছরে ১২ লক্ষ টাকা রোজগার করে সে কি মধ্যবিত্ত নাকি? তার বদলে জিনিসপত্রের দাম কমালে, জিএসটি কমালে মধ্যবিত্তদের সুবিধে হত।

শিক্ষায় অনীহা

করে ছাড় দেখে কোথাও মনে হল না যে তাতে মধ্যবিত্তদের কোনও উপকার হবে। বর্তমানে বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অনীহা দেখা গিয়েছে। আর্থিক বরাদ্দও অনেকটা কমেছে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ

বাজেটে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দিকে বাড়তি নজর দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা প্রয়োজন। বাজেটের সময় আমাদের মধ্যবিত্তদের সবসময় মাথায় থাকে কোন কোন জিনিসের দাম কমল। তাতে আরও বেশি জিনিসের দাম কমলে ভালো হত।

ছবি – জয়দেব দাস

সরস্বতীর কাছে কোন বই

সরস্বতীপুজোর দিন বাগদেবীর পায়ের কাছে কোন বই রাখলে মুশকিল আসান হবে, তার চিন্তা আগে থাকতেই শুরু করে দিয়েছে স্কুল থেকে কলেজ পড়ুয়া সকলেই, আলোকপাত করলেন **প্রসেনজিৎ সাহা**।

দিনহাটা, ১ ফেব্রুয়ারি : ‘ইতিহাসে পাতিহাস/ ভূগোলেতে গোল/ অঙ্কতে মাথা নেই/ হয়েছি পাগল।’ পড়ার বিষয়গুলিকে নিয়ে এটি একটি পুরোনো ছড়া। যা আজও সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে ইতিহাস ও অঙ্ক নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা যে অনেককাল আগে থেকেই তা বলাই বাহুল্য। আর তাই ইতিহাসের সাল তারিখ হোক বা অঙ্কের বীজগণিতের সূত্র, তার মুশকিল আসানের দায়িত্ব যেন বিদ্যার দেবী সরস্বতীর। তাই রাত পোহালেই সরস্বতীপুজোর আগে বাগদেবীর পায়ের কাছে কোন বই রাখলে মুশকিল আসান হবে, তার চিন্তা আগে থাকতেই শুরু করে দিয়েছে স্কুল থেকে কলেজ পড়ুয়া সকলেই।

এবছর রবিবার ও সোমবার দু’দিন পঞ্চমী পড়েছে। এরফলে দু’দিন ধরেই চলবে বাগদেবীর আরাধনা। আর বাগদেবীর আরধনায় পুজোর অন্যান্য উপকরণ রাখার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই নিজের বিষয়ের বইগুলি ঠাকুরের পায়ে রেখে দেয়। উদ্দেশ্য একটাই, বাগদেবীর কাছে তাদের কঠিন বিষয়ের বই রাখলে দেবী সেবিষয়ে তাদের জ্ঞানে ভরিয়ে দেবেন। আর সেই বিশ্বাস থেকে আজও ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ভালো না লাগা ও কঠিন বিষয়গুলিতে মুশকিল আসানের জন্য বাগদেবীর কাছে দেয়।

সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া মানালি সাহার কথায়, ‘সোমবার বাড়িতে সরস্বতীপুজো। ঠাকুরের কাছে এবছর অঙ্ক ও ইংরেজি বই রাখব।’ কেন এই দুটোই বই রাখবে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, ‘বা...রে এবছর স্কুলের বার্ষিক ফলাফলে এই দুটোতেই তো ফল খারাপ এসেছে। তাই এবছর বাগদেবীর কাছে এই দুটো বই রাখব যাতে তিনি এই দুটো বিষয়ে আমায় বেশি করে জ্ঞান দেন।’

অপরদিকে, একই ক্লাসের রূপসা করের আবার সাল তারিখ মনে থাকে না। তাই সবার আগে রূপসা ইতিহাস বইটা রাখতে চায় সরস্বতীর পায়ের কাছে। এরপর দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে ইংরেজি বই, কারণ জানতে চাইলে উঠে এল গ্রামারের দুর্বলতার তত্ত্ব। অপরদিকে, ষষ্ঠ শ্রেণির অর্ণব কর্মকার অবশ্য সব বই রাখার পক্ষপাতী। তার কথায়, ‘সব বিষয়ে যাতে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারি সেজন্যই সব বই দেব ঠাকুরের চরণে।’ তবে ষষ্ঠ শ্রেণির অপর পড়ুয়া সেবন্তী পাল অবশ্য ইতিহাসের পাশাপাশি ভূগোলকেও রাখতে চাইছে।

অন্যদিকে, দশম শ্রেণির পড়ুয়া দিব্যজ্যোতি কুণ্ডু অবশ্য সবার প্রথম তালিকায় ইতিহাসকে রাখলেও পরের নম্বরে বিজ্ঞান বিষয়কে রাখতে চাইছে। তার কথায়, ‘ইতিহাস আর বিজ্ঞানে দুর্বলতার জন্য বাগদেবীর শরণাপন্ন হব। আশা করছি এবার অন্তত ফল ভালো হবে।’

বিদ্যাং দেহি

এবছর স্কুলে অঙ্ক আর ইংরেজির ফল খারাপ এসেছে। তাই এবছর বাগদেবীর কাছে এই দুটো বই রাখব।
- মানালি সাহা

সব বিষয়ে যাতে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারি সেজন্যই সব বই দেব ঠাকুরের চরণে।
- অর্ণব কর্মকার

ইতিহাস আর বিজ্ঞানে দুর্বলতার জন্য বাগদেবীর শরণাপন্ন হব। আশা করছি এবার অন্তত ফল ভালো হবে।
- দিব্যজ্যোতি কুণ্ডু

আমি গ্রামারে কাঁচা আর সাল মনে থাকে না। তাই ইংরেজি ও ইতিহাস বই রাখব ঠাকুরের পায়ের কাছে।
- রূপসা কর

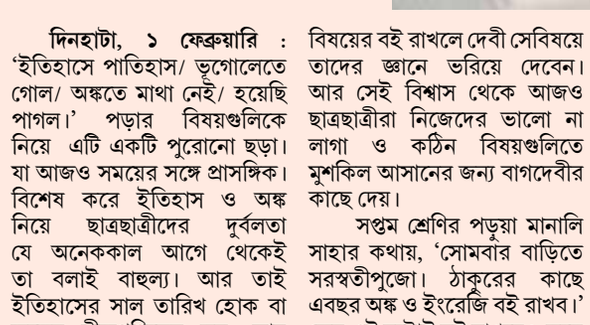

প্রতিমা আনতে গিয়ে পালপাড়ায় একফ্রেমে বন্ধুরা। -জয়দেব দাস

- ফাইল চিত্র

আড়াই বছরে হাতেখড়ি

এখনও সরস্বতীপুজোর দিন মদনমোহনবাড়িতেও অনেক বাচ্চার হাতেখড়ি হয়। এখানকার যাঁরা বিদেশে রয়েছেন হাতেখড়ির সংস্কৃতি ধরে রেখেছেন তাঁরাও, আলোকপাত করলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**।

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজোকে ঘিরে বাঙালিদের বেশ কিছু সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে যেতে এখনও টিকে রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল হাতেখড়ি। শোনা যায়, সরস্বতীপুজোর দিন বিদ্যাসাগরের হাত ধরে হাতেখড়ি হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের। পরবর্তীতে মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন তিনি। সেই ধারা আজও অব্যাহত।

ঘরে মুখে মুখে বাচ্চাদের যতই অ আ ক খ, এ বি সি ডি বা ছড়া শেখানো হোক না কেন প্রথাগতভাবে প্রথম অ আ লেখা কিন্তু এখনও শুরু হয় সেই স্লেট-পেন্সিলেই। সরস্বতীপুজোর দিন ঠাকুরের সামনে এই হাতেখড়ি দেওয়ার পরেই বাচ্চাটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। একটা সময় ছিল যখন পাঁচ বছর না হলে বাচ্চাদের হাতেখড়ি দেওয়া হত না কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটারও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আজকাল দু’ আড়াই বছর বয়সেই বাচ্চারা প্লে স্কুলে যাওয়া শুরু করে। তাই তার আগেই তাদের হাতেখড়ি দিয়ে দেওয়া হয়।

যাঁরা বিদেশে রয়েছেন হাতেখড়ির সংস্কৃতি ধরে রেখেছেন তাঁরাও। বিবাহ সূত্রে আমেরিকায় থাকেন গোলবাগানের সংযুক্তা রায়চৌধুরী। সেখানে রীতিমতো পুরোহিত দিয়ে সরস্বতীপুজোর দিনে মেয়ে গুনগুনকে স্লেট-পেন্সিলে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন তিনি। বললেন, ‘শিকড়ের থেকে অনেকটা দূরে থাকলেও যতটা পারি এইসব বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষা করার চেষ্টা করি।’

নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রাখতেই ছেলের হাতেখড়ি দিয়েছিলেন আরেক আমেরিকা প্রবাসী ঈশিকা মিত্র। জানালেন, ‘দীপ যখন সাড়ে তিন, সে বছর সরস্বতীপুজোর সময় কোচবিহারে ছিলাম। বাবার হাতে দীপের হাতেখড়ি হয়েছিল।’

এবছরও বহু বাড়িতেই বাচ্চাদের হাতেখড়ি দেবেন অনেক অভিভাবকরা। এখনও সরস্বতীপুজোর দিন মদনমোহনবাড়িতেও অনেক বাচ্চাদের হাতেখড়ি হয় বলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গেল।

একইভাবে কার্ড সংস্কৃতি টিকে রয়েছে সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে। বাঙালির পয়লা বৈশাখ আর বিজয়ার কার্ড আজ অতীত। সময়ের দাবি মেনে বিয়ে বা অন্য অনুষ্ঠানে কার্ডের সঙ্গে ই-কার্ডের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোনও পুজোকে কেন্দ্র করে কার্ড একমাত্র এই বাংলাতেই দেখা যায়। বলতে গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে এই সরস্বতীপুজোর কার্ড।

আজও দেখা যায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতীপুজোর কার্ড নিয়ে অন্য স্কুলে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতে। কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ অতীতেও হত, আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। স্কুলগুলোর জন্যই টিকে রয়েছে সরস্বতীপুজোর কার্ড। আর রয়েছে মা সরস্বতীর দু’দিকে রাখা দুধভর্তি দোয়াত আর খাগের কলম। পুজোর পরদিন সকালে সেই খাগের কলম দুধে চুবিয়ে বেল পাতায় ‘ওম সরস্বতৈ নম’ লেখা। যা এই প্রজন্ম এখন পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

কার্ডে নিমন্ত্রণ

- কার্ড সংস্কৃতিও টিকে রয়েছে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে
- বিদ্যালয়ের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে সরস্বতী পুজোর কার্ড
- আজও দেখা যায় পড়ুয়ারা কার্ড নিয়ে অন্য স্কুলে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে
- এখন পর্যন্ত এই রীতি একমাত্র বাংলাতেই দেখা যায়

হলদিবাড়িতে স্লেটের চাহিদা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজোর দিন শিশুদের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের জন্য হলদিবাড়ি বাজারে স্লেট-পেন্সিল বিক্রি অনেকটা বেড়ে যায়। হলদিবাড়ি শহরের ব্যবসায়ী বুম্বা রায়, অপূর্ব মজুমদারের কথায়, বেশ কিছু স্লেট বিক্রির জন্য এনেছি। ভালোই বিক্রি হচ্ছে।

কালো স্লেটের মাঝে ‘অ’-এর উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে ছোট্ট হাতে ধরা চকখড়ি। সে হাত কখনও ধরে রেখেছেন বাবা, মা কখনও ঠাকুরদা, ঠাকুমা বা অন্য কোনও গুরুজন। কখনও আবার পুরোহিতমশাই। সরস্বতীপুজোর দিন এ ছবি যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে বাঙালি সমাজ। প্রাক্তন শিক্ষক অমিত রক্ষিত জানিয়েছেন, বর্তমান যুগে ছোটদের পড়াশোনা শেখানোর হাজার উপকরণ সহজলভ্য। তবু পুরোনো এই বিধি এখনও ঐতিহ্য হিসেবে সগর্বে বহন করছেন বাঙালিদের একটা বড় অংশ।

বাজারে স্লেট কিনতে আসা নবনীতা দাস বলেন, ‘এ রকম স্লেটে আমারও হাতেখড়ি হয়েছিল। সকলেরই হয়। ছেলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।’ স্থানীয় পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী বলেন, ‘আমি গত বছর পর্যন্ত বেশ কিছু বাচ্চার হাতেখড়ি দিয়েছি। সরস্বতীপুজোয় স্লেটে হাতেখড়ির আলাদা গুরুত্ব।’

টোটো আটক

মেখলিগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জ বাজারকে যানজটমুক্ত করতে পুলিশের তরফে শনিবারও অভিযান চালানো হল। এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির সামনে থেকে পূর্বপাড়া সেতু পর্যন্ত অভিযান চলে। মেখলিগঞ্জ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের অভিযানে ৪টি টোটো আটক করা হয়। যদিও পরে চালকদের সচেতন করে সেগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, ‘২২ জানুয়ারি বৈঠক করে মেখলিগঞ্জ শহরকে যানজটমুক্ত করতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে তা মাইকিং করে সাধারণকে জানানো হয়েছে। শুক্রবার পুলিশ ও পুরসভা যৌথ অভিযানে নামে।

এদিনও শনিবার পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে। কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’

জয়া ফিরলেন

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : কুম্ভমেলায় গিয়ে নিখোঁজ হওয়া কোচবিহারের জয়া হরিজন শনিবার বিকালে বাড়িতে ফিরে এলেন। নাতি সহ এলাকার ২২-২৩ জনের দলের সঙ্গে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন তিনি। ২৯ জানুয়ারি ভোররাতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হন। জয়া জানিয়েছেন, স্নান করতে যাওয়ার সময় ভিড়ে ঠেলাঠেলিতে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। পরে এলাকার লোকজনের সাহায্যে তিনি প্রথমে বেনারসে যান। তারপর সেখান থেকে কোচবিহারে ফিরে এসেছেন।

অভিযান

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলা সংশোধনাগার ও তুফানগঞ্জ সংশোধনাগারে বন্দিরা যেখানে থাকছে তা তল্লাশি করা হয়। কোথাও অবাঞ্ছিত সামগ্রী পাওয়া যায়নি। কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) চন্দন দাস ও তুফানগঞ্জে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বৈভব বাঙ্গারের নেতৃত্বে অভিযান চলে।

কম্পাস নাট্যোৎসব শুরু

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতি দেবশংকর হালদারের উপস্থিতিতে শনিবার থেকে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে শুরু হয়ে গেল কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসব। কোচবিহারে অভিনেতা দেবশংকর হালদারের অনুষ্ঠান মানেই একেবারে ঠাসা দর্শকাসন। যদিও গত কয়েক বছর ধরেই কম্পাসের অনুষ্ঠানে নিয়মিত কোচবিহারে আসছেন তিনি। এদিন খড়দহের থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম প্রযোজিত ‘কল্পনার অতীত’ নাটকে দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। শুধু দেবশংকরই নন, এবছর এই নাট্যোৎসবে অভিনয় করতে আসছেন একঝাঁক অভিনেতা। রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার প্রাচ্য নাট্যদল প্রযোজিত ‘খেলাঘর’ নাটকে অভিনয় করবেন নাট্যশিল্পী চৈতি ঘোষাল, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবশংকর হালদার। অনুষ্ঠানে ‘মালা ও মলি’ নাটকে অভিনয় করবেন সঞ্জীব সরকার এবং বিন্দিয়া ঘোষাল। বাকি দিনগুলিতেও রয়েছে ‘অমীমাংসিত’, ‘এবং নন্দলাল’, ‘অপরাজিতা’, ‘অধাঙ্গিনী’, ‘সিস্টেম’ সহ মোট ১২টি নাটক।

আগে ১০ দিন ধরে চলত এই নাট্যোৎসব। এই নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা নির্দেশক দেবব্রত আচার্য জানালেন, শুরু হয় ১৯৯২-এর ১২ এপ্রিল। সে সময় থেকেই প্রথমে পাঁচদিন এবং পরে সাতদিন ধরে চলত এই নাটকের উৎসব। বিগত কয়েকবছর থেকে নয়দিন ধরেই চলছে এই উৎসব।

এই দলের সঙ্গে শুরুর দিন থেকেই যুক্ত রয়েছেন বিপ্লব মিত্র, সুজয় ঘোষ, শান্তনু সাহা। দলে এসেছে বহু নবীন মুখও। নতুন মুখ তুলে আনতে ছয় মাস আগে একটি অ্যাকাডেমি খুলেছেন তাঁরা।

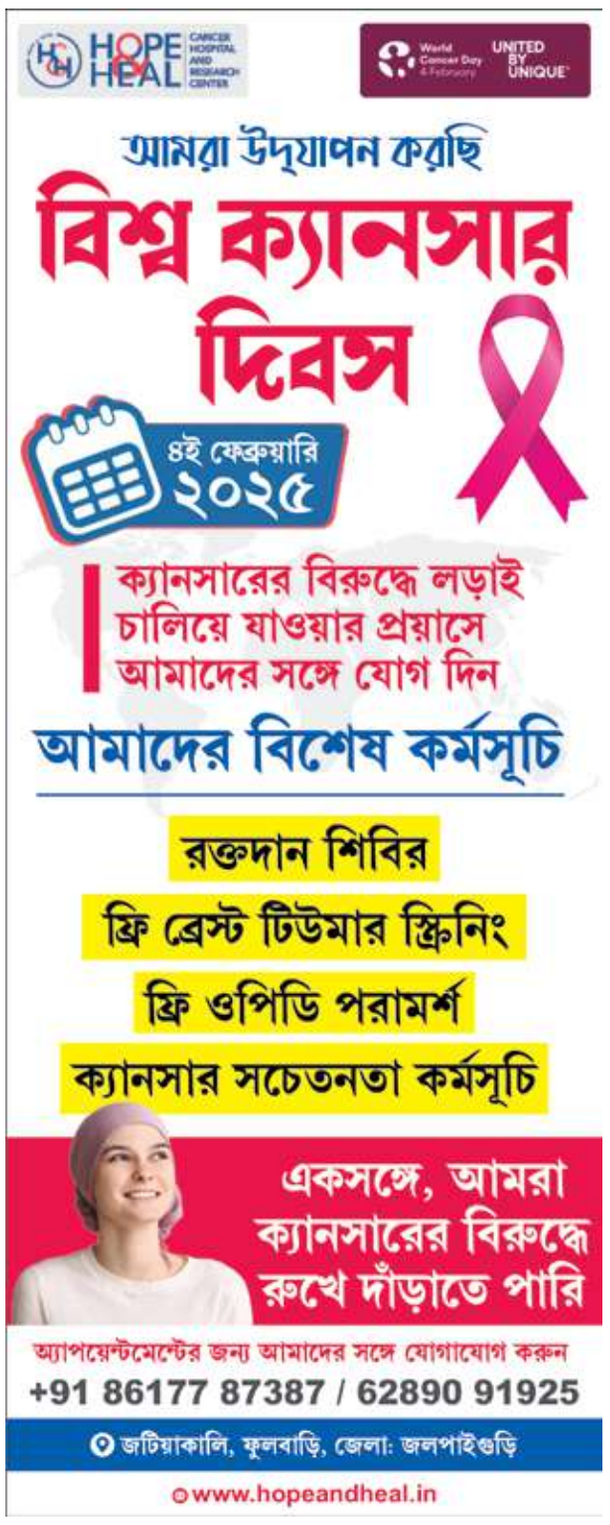

স্টেডিয়ামের মাঠ ও রাস্তা সংস্কারের দাবি

মন্ত্রী, সাংসদকে ঘিরে বিক্ষোভ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১ ফেব্রুয়ারি : পুঁটিমারি স্টেডিয়ামের মাঠে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। শনিবার নেতাদের কাছে পেয়ে মাঠ সংস্কার থেকে শুরু করে বেহাল রাস্তা নিয়ে নানা অভিযোগ জানান তাঁরা।

বিষয়টি প্রশাসনের কাছে বারবার জানিয়েও যে কাজ হয়নি সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, স্টেডিয়ামের মাঠে প্রতিনিয়ত খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়। অথচ ওই স্টেডিয়ামের মাঠ সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেয় না নেতা-মন্ত্রী থেকে প্রশাসন। মাঠে প্রবেশ করার জন্য প্রায় দেড়শো মিটার রাস্তা বেহাল পড়ে রয়েছে। এদিকে, বাসিন্দাদের কথায় খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে যান সাংসদ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী।

যদিও উদয়ন গুহ বলেন, 'রাস্তা সংস্কার করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি দিয়ে সাহায্য করতে হবে। তবেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর রাস্তা ঠিক করে দেবে। কিন্তু জমির দায়িত্ব দপ্তর নিতে পারবে না।'

এদিন দিনহাটা এক ব্লকের পুঁটিমারি স্টেডিয়ামের মাঠে মহকুমাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়ন গুহ এবং কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। সেখানেই মন্ত্রী এবং সাংসদকে একসঙ্গে পেয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

পুঁটিমারি সংলগ্ন এলাকায় দিনহাটার একমাত্র স্টেডিয়ামের স্টেডিয়ামের মাঠ থাকলেও সেখানে পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। নেই শৌচালয়ও। এদিকে, মাঝেমধ্যেই

পুঁটিমারি স্টেডিয়ামের মাঠে উদয়ন গুহ ও সাংসদকে ঘিরে বাসিন্দারা।

> রাস্তা সংস্কার করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি দিয়ে সাহায্য করতে হবে। তবেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর রাস্তা ঠিক করে দেবে। কিন্তু জমির দায়িত্ব দপ্তর নিতে পারবে না।
>
> **উদয়ন গুহ**
> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

মাঠে যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয় না। বর্ষাকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তির শেষ থাকে না। গাড়িও সহজে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না। শুধু তাই নয়, ওই মাঠে খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়। তখন অনেকে সমস্যায় পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা সোলেমান মিয়াঁর কথায়, 'মাঠ তৈরি করার সময় রাস্তার কথা চিন্তা করা উচিত ছিল। এখন রাস্তা তৈরির জন্য নতুন করে জমি চাইলে আমরা কী করে জমি দেব।' এই পরিস্থিতিতে

প্রশাসন দ্রুত মাঠ এবং রাস্তার সংস্কারে উদ্যোগী না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে জানিয়েছেন আরেক বাসিন্দা তোফাজ্জল হোসেন।

আগামী তিন মাসের মধ্যে মাঠ সংস্কার না হলে ওই মাঠে খেলাধুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে মন্ত্রী এবং সাংসদকে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মৃত্যুতে কড়াকড়ি কুম্ভে, পথে সমস্যা

ভাস্কর বাগচী

প্রয়াগরাজ, ১ ফেব্রুয়ারি : 'ফসকা গেরোয়' ৩০ জনের প্রাণ চলে যাওয়ার পর 'বজ্র আঁটুনি' যোগী সরকারের। আর তাতেই মহাকুম্ভের চলার পথে বারবার 'হোঁচট' খেতে হচ্ছে পুর্ণ্যার্থীদের। যাকে 'অরাজকতা' হিসেবে দেখছেন অনেকে। আগে কেন নিরাপত্তায় ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়নি, প্রশ্নও উঠছে। সবমিলিয়ে মহাকুম্ভ বর্তমানে হয়ে উঠেছে মহা সমস্যার।

কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাচ্ছেন, হাজারও প্রশ্ন এখন প্রয়াগরাজের রাস্তায়। এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে বারবার থমকে যায় গাড়ির চাকা। রেয়াত করা হচ্ছে না কিছুটা অসুস্থ এবং বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের। পুলিশি জেরায় ক্লান্ত হতে হচ্ছে অনেককেই। 'আগে জানলে আসতাম না', শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মুখে। আসলে মৌনী অমাবস্যায় স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্টের ঘটনায়

গাড়ি আটকালেও মোটরবাইককে ছাড় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের।

৩০ জনের মৃত্যু এবং এখন অসংখ্য মানুষের আহত হওয়ার ঘটনায় যেন 'টনক' নড়েছে যোগী সরকারের। তবে একে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হিসেবেই দেখছেন সিংহভাগ মানুষ। সমস্যা শুধু পথে নয়, মেলা প্রাঙ্গণেও। যেমন, কুম্ভমেলার সংগমঘাটের রাস্তায় সেরকম পুণ্যার্থীর উপস্থিতি এখন তেমন না থাকলেও, বারবার পুলিশি 'বেড়ায়' আটকে যেতে হয়। নির্দিষ্ট জায়গার পরিবর্তে অনেকটা দূরে গাড়ি আটকে দেওয়ায় দীর্ঘপথ হাঁটতে হচ্ছে প্রত্যেককেই। সমস্যায় পড়ছেন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং অসুস্থ মানুষ। ১০ কিলোমিটারের বেশি পথ হাঁটা সম্ভব নয়, প্রবীণরা আর্জি জানালেও কর্ণপাত করার বান্দা নয় উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। হাঁটতে গিয়ে শনিবার অনেকেই অসুস্থ হয়ে মাঝ রাস্তায় বসে পড়লেন। কয়েকজনের অসুস্থতা বেশি হওয়ায় তাঁদের অ্যাম্বুল্যান্সে নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে, আশ্চর্যজনকভাবে মোটরবাইকের ক্ষেত্রে কোনও কড়াকড়ি নেই।

সংগমঘাট থেকে ১ থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছে বাইক। জনপ্রতি নেওয়া হচ্ছে এক হাজার টাকা। এ যেন নতুন ব্যবসা মহাকুম্ভে।

শুক্রবারই প্রয়াগরাজে এসেছেন আলিপুরদুয়ারের কমল চক্রবর্তী। প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই এই মানুষটির সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী মধুমিতা, ছেলে ও ছেলের স্ত্রী। এদিন প্রথম থেকেই শুনেছেন, ঘাটে ভালোভাবেই স্নান করা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই খুশি কমল সবার সঙ্গে এদিন গিয়েছিলেন পুণ্যস্নান করতে। কিন্তু বেলা ১০টা নাগাদ তাঁদের গাড়ির চালক প্রয়াগরাজের ঝুঁসি এলাকায় নামিয়ে দেন সকলকে। হাঁটাপথে সংগমঘাটে পৌঁছাতে তাঁদের লেগে যায় প্রায় ৪ ঘণ্টা। তাঁর কথায়, 'যাওয়ার সময় ততটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ফেরার সময় একটা অটো কিংবা গাড়ি পাইনি। শরীর খারাপ হওয়ায় বসে পড়েছিলাম মাটিতে।' সিউড়ি থেকে এসেছেন মালতী চক্রবর্তী। সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা মা। মালতী বললেন, 'মাকে নিয়ে সংগমঘাটে যেতে গিয়ে গাড়ি না পেয়ে মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে এসেছি।' শিলিগুড়ি থেকে প্রয়াগরাজে এসেছে

ন অঞ্জন সাহা। স্নান সেরে ফেরার পথে গাড়ি না পেয়ে রাস্তায় বসে পড়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'গাড়ি না পেয়ে হাঁটছিলাম। চোখের সামনে বাইকচালকদের ঈশ্বরদূত মনে হয়েছিল। কিন্তু ভুল ভেঙে যায় তাঁরা জনপ্রতি ১ হাজার টাকা দাবি করায়।'

রাস্তার মাঝে বিশাল গর্ত, জানে না প্রশাসন

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ১ ফেব্রুয়ারি : বছরখানেক আগে বর্ষাকালে জলের চাপে ভেঙে যায় রাস্তার একাংশ। ফলে রাস্তার ওপরে তৈরি হয় একটি বিশাল গর্তের। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমাইল সংলগ্ন চিরামিল এলাকার ঘটনা। এতে চলাফেরায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচলতি মানুষের। এদিকে, গর্তটি ধীরে ধীরে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। তাই এবার বেহাল রাস্তাটি সংস্কার সহ পাকা করার দাবিতে পথে নামলেন স্থানীয়রা। শনিবার এলাকার বাসিন্দারা একজোট হয়ে প্রতিবাদে সরব হন। এনিয়ে বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের বলেন, 'এবিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

নবিউল হোসেন নামে এক এলাকাবাসী বলেন, 'প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে এলাকাবাসীকে হাট, বাজার, স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। কিন্তু রাস্তার ওপরে গর্ত হওয়ায় রাস্তাটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি রাস্তাটি সংস্কার করতে হবে।'

এই রাস্তা দিয়ে এলাকার কৃষকরা ফসল নিয়ে বিভিন্ন বাজারে যান বিক্রি করতে। বর্ষার সময় জলকাদা জমে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে। চলাফেরা করা যায় না। এতে সমস্যায় ভুগতে হয় বাসিন্দাদের। এলাকার নেতৃত্ব সহ অঞ্চল সভাপতি ও প্রশাসনের কর্তাদের বারবার জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আমিনার মিয়াঁর কথায়, 'রাস্তার গর্তটি বর্তমানে মরণফাঁদ হয়ে উঠেছে। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কার সহ পাকা করার দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু আমাদের দাবি এখনও পূরণ হয়নি।'

এদিকে, ভোটের সময় সব দলের নেতারা খোঁজ নেয়। রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও মেলে। ভোট শেষ হলে আর তাঁদের দেখা যায় না। মাঝেমধ্যে নেতারা এসে জায়গাটি দেখে যান। কিন্তু কাজ কিছুই হয় না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

এব্যাপারে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পূর্ণিমা বর্মনের কথায়, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, বিষয়টির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

মণ্ডপের পথে মা

শাড়ি পরে বাগদেবীকে নিতে মেয়েরা।। কোচবিহার শহরে শনিবার অর্পণ গুহ রায়ের তোলা ছবি।

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে ঠিকাদাররা

আলিপুরদুয়ার, ১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিনের বকেয়া না পাওয়ার প্রতিবাদে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন ও স্মারকলিপি প্রদান করবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদারি সংস্থাগুলো। একই দিনে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলা শাসক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক এবং দপ্তরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে। অল বেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে দীর্ঘদিনের বকেয়ার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে। ইতিমধ্যেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পিএইচই'র ঠিকাদাররা এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

রাজ্যজুড়ে ওই আন্দোলনের শামিল হতে আগামী বুধবার জেলায় জেলায় ঠিকাদারি সংস্থাগুলো বৈঠকে বসবে। সেই মোতাবেক আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার পিএইচই'র ঠিকাদারি সংস্থাগুলোর জমায়েত হবে আলিপুরদুয়ারে। রাজ্যের সব জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ১২ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন

বকেয়ার দাবি

সফল করতে ফের একবার চূড়ান্ত আলোচনা করা হবে।

আলিপুরদুয়ার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কোর কমিটির সদস্য মাধব সাহা বলেন, 'বকেয়ার দাবিতে আমরা রাজ্যজুড়ে প্রত্যেক জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেব এবং প্রয়োজনে অবস্থান বিক্ষোভ করব। আগামী বুধবার আমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করব।'

পিএইচইতে দুটি বিভাগ রয়েছে। একটি মেকানিক্যাল অপরটি সিভিল। দুই বিভাগেরই ঠিকাদারি সংস্থাগুলোর কয়েক কোটি টাকা বকেয়া পড়ে থাকায় জল জীবন মিশনের কাজ করতে আর্থিক সমস্যায় পড়েছে তারা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী জল জীবন মিশনের কাজ জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। গত ২২ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর রোষানলে পড়তে হয়েছে পিএইচই'র আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধমক খেয়ে ঠিকাদারি সংস্থাগুলোকে জল জীবন মিশনের কাজ দ্রুত শেষ করতে চাপ দিচ্ছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার মেকানিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল কনট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন বর্ধন বলেন, 'আমরা কেউ কাজ করতে পারছি না। আমাদের অস্থায়ী কর্মীদেরও তিন-চার মাসের বেতন আটকে। বকেয়া আদায়ে একই দিনে সমস্ত জেলায় আন্দোলন হবে।'

ধৃতের তথ্যে জিয়ার খোঁজ এসটিএফের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত জঙ্গি আব্বাস আলিকে জেরা করে একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। আপাতত ধৃত আব্বাস অসম এসটিএফের হেপাজতে রয়েছে। ম্যারাথন জেরায় উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। আর সে ব্যাপারে তদন্তের সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈয়দ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়ার নাম। এহেন মেজর জিয়া কয়েকমাস আগে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকার এক খারিজি মাদ্রাসায় জেহাদি ভাষণও দিয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের সমস্ত জঙ্গি সংগঠনকে একছাতার তলায় আনার কাজ করছে ওই মেজর জিয়া। পাক গুপ্তচর সংস্থা নিয়ন্ত্রিত ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিলের নির্দেশে আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি) নিয়ন্ত্রণে সব জঙ্গি-জেহাদি সংগঠনগুলিকে আনার কাজ এখন তার কাঁধে।

২০১১ সালে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সেনা অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টার পর থেকেই গা-ঢাকা দেয় মেজর জিয়া। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা সহ একাধিক জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কোনও অংশে ঘাঁটি গেড়ে সংগঠনে নিয়োগ হওয়া নতুনদের মগজধোলাই করছে ওই কুখ্যাত জঙ্গি। বাংলাদেশের ব্লগার অভিজিৎ রায়, ফয়সাল আরেফিন ও দীপন রায়কে খুনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মেজর জিয়া এপার বাংলায় যে সক্রিয় হয়েছে, তা জানা যায় একের পর এক জঙ্গি গ্রেপ্তার করে তাদের

> **নজরে জিয়া**
>
> - বাংলাদেশের সমস্ত জঙ্গি সংগঠনকে একছাতার তলায় আনার কাজ করছে জিয়া
> - উত্তর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা সহ একাধিক জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কোনও অংশে ঘাঁটি গেড়ে সংগঠনে নিয়োগ হওয়া নতুনদের মগজধোলাই করছে
> - ২০১১ সালে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সেনা অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টার পর গা-ঢাকা দেয় জিয়া

হেপাজতে নেওয়ার পর। তাদের কাছ থেকে নানা ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে।

সূত্রের খবর, মেজর জিয়া এবিটি প্রধান রহমানির সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠক করে বাংলাদেশে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়, এবিটিকে সামনে রেখেই সীমান্তের এপার-ওপারের সমস্ত জঙ্গি সংগঠনকে একত্রিত করতে হবে। বাংলাদেশ সীমানা লাগোয়া অঞ্চল বেছে নিয়ে সেখানে মেজর জিয়া ঘাঁটি গেড়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে জঙ্গি আব্বাস আলিকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি তাকে এসটিএফ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। মেজর জিয়া মুর্শিদাবাদে এসে তার সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছে। সেখানে হাজির ছিল আরও এক কুখ্যাত মিনারুল শেখ। মুর্শিদাবাদকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলায় কত স্লিপার সেল তৈরি করা দরকার, এক একটির সদস্য সংখ্যা কত হবে এবং কী ধরনের প্রশিক্ষণ চলবে, তার নকশা তৈরি করে দিয়েছে মেজর জিয়া। তার সঙ্গে থাকছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের ওয়ান্টেড লিস্টে থাকা জঙ্গি তথা মেজরের ডান হাত বলে পরিচিত বাংলাদেশি তরুণ স্বপন ও নয়ন গাজি।

তদন্তের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দুজন শাগরেদের সঙ্গে জিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। জিয়ার বিভিন্ন নির্দেশ এই দুজনের মাধ্যমে অনুচরদের কাছে পৌঁছায়। পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলা জিয়া অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবস্থা করে এবিটির জন্য। আব্বাসকে জেরা করে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া কোন জেলায় সে রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী এসটিএফ। একইসঙ্গে তাকে জেরা করে গোপন ডেরাগুলির খোঁজ জেনে সেখানে হানা দিতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

বঞ্চনা বাংলাকে

প্রথম পাতার পর

অথচ ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন আছে পশ্চিমবঙ্গেও। ফলে এই বাজেট যে পশ্চিমবঙ্গে শাসক তৃণমূলের হাতে অস্ত্র তুলে দিল, তাতে সন্দেহ নেই। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেট পেশের পরই সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে এজন্য ক্ষোভ, উষ্মা উগরে দিয়েছেন।

বাজেটে চাকরিজীবী ও প্রবীণদের স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়ে বাড়তি উপহার দেওয়া হয়েছে। বেতনভোগীদের জন্য ওই বৃদ্ধি ৭৫ হাজার টাকা। প্রবীণদের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ। উচ্চমধ্যবিত্ত ও ধনীদেরও আয়করে সুরাহা দিতে কর কাঠামোয় একগুচ্ছ সংস্কার করা হয়েছে। ৩০ হাজার টাকা থেকে ১.১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাবেন তারা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আয়করে বেনজির ছাড়ে চড়বে শেয়ার বাজার। গাড়ি-বাড়ির চাহিদা বাড়বে, চাঙ্গা হবে উৎপাদন শিল্প। সার্বিকভাবে বাজারে টাকার জোগান বাড়বে। আয়কর ঘোষণা বাদ দিলে বাজেটে শুধুই ধারাবাহিকতা। প্রতিরক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শক্তিসম্পদ ও পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ গতবারের বাজেট বরাদ্দ আগের মতোই।

রেলের নিরাপত্তা খাতে ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দে করলেও বাজেট বক্তৃতায় রেলপ্রকল্প নিয়ে একটি মন্তব্যও ছিল না। সীতারামন নীরব ছিলেন উত্তরবঙ্গের চা শিল্প নিয়েও। তবে দেশের সব জেলা হাসপাতালে ক্যানসার চিকিৎসার সেন্টার তৈরি, শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ, আইআইটি'র সংখ্যা বৃদ্ধি, মেডিকেল কলেজগুলিতে আগামী ৫ বছরে ৭৫ হাজার আসন বাড়ানো ইত্যাদি প্রস্তাব ভালো উদ্যোগ সন্দেহ নেই।

একইভাবে ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধের ওপর কর প্রত্যাহার এবং ৬টি ওষুধে ৫ শতাংশ কর কমানো, স্কুল শিক্ষার মানোন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ, ৮ কোটি মহিলা, ১ কোটি সদ্য মা এবং ১৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য বিশেষ পুষ্টিপ্রকল্পের পাশাপাশি ১২০টি নতুন বিমানবন্দর তৈরি ও ৫০টি পর্যটনস্থলে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব মানুষকে স্বস্তি দেবে। যদিও শরিক জেডিইউ-কে খুশি রাখার ছাপ বাজেটে স্পষ্ট। চলতি বছরে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের বাধ্যবাধকতায় নীতীশ কুমারের রাজ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি স্থাপন, ৩টি নতুন বিমানবন্দর তৈরি, পাটনা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের ঘোষণা সেই লক্ষ্যেই। বাজেটের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি, মডিউলার নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ইত্যাদি।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ, কিষান ক্রেডিট কার্ডের আওতায় ঋণের পরিমাণ ৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা, মৎস্যজীবীদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনও উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব। পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যগুলিকে বিনা সুদে ঋণ ইত্যাদি বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৫০ বছরে সেই ঋণ মেটানো যাবে। এজন্য বরাদ্দের পরিমাণ হবে দেড় লক্ষ কোটি টাকা।

উপেক্ষিত উত্তরের চা শিল্প

প্রথম পাতার পর

জড়িত দেশের ৪০ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থে কোনও ঘোষণা হয় কি না, তার দিকে নজর ছিল উত্তরের চা বলয়ের।

চা বণিকসভাগুলি অবশ্য কড়া বিরূপ মন্তব্য করার রাস্তায় হাঁটেনি। আইটিএ জানাচ্ছে, বাজেটে পর্যটন ও হোমস্টে-র ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর সুফল চা বাগানগুলিও পেতে পারে। নয়া গবেষণা খাতে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব চা শিল্পের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে। আইটিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় নতুন কোনও দিশা আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সেটা অবশ্য সেই অর্থে এখনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।' আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মার প্রতিক্রিয়া, 'বাজেটে চা শিল্প নিয়ে সরাসরি কিছু নেই।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'একমাত্র কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদেয় ঋণ প্রদানের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি ছাড়া এই বাজেটে আর কিছুই নেই।' টিপা'র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'অন্তত দার্জিলিংয়ের কথা বাজেটে একবার ভাবা উচিত ছিল। এককথায় আমরা হতাশ।'

২০২১-'২২ অর্থবর্ষের বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করা হয়েছিল, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিক, বিশেষ করে মহিলাদের ও তাঁদের শিশুদের কল্যাণের জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে এবং এজন্য একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করা হবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক স্বনির্ভর যোজনা চূড়ান্ত করা হয় এবং ২০২৪-'২৫ ও ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, চা বাগান এলাকায় বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির মাধ্যমে চা শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তিন বছর আগে ঘোষিত হাজার কোটি টাকার অনুদান এখনও পর্যন্ত নামমাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এবারের বাজেটে চা বাগানের উন্নয়নে বিশেষ কোনও ঘোষণা নেই।

প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই শাসকদলের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে চা শিল্পের প্রতি বাজেটে বঞ্চনা নিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি নেওয়ার পরও উত্তরবঙ্গের চা বাগান বা চা শ্রমিকদের জন্য কোনওদিনই ভাবেনি। এবারের বাজেটেও উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করা হল। এই বঞ্চনা উত্তরবঙ্গের মানুষ মানবে না। এই নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় কিছুটা সামাল দেওয়ার সুরে বলেন, 'এটা মানছি, এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জন্য সেরকম কোনও বরাদ্দ করা হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে যে করা হবে না তাও নয়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই চা শ্রমিকদের জন্য জমির পাট্টা, 'চা সুন্দরী' প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্রেশ এবং র‍্যাশন সহ একাধিক কল্যাণমূলক উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটে চা শিল্পের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে কোনও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বাগানগুলির সাবসিডি নিয়েও কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ও চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বাগিচা এলাকায় ভোটের সময় এসে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়ে যান তাঁর সরকারের কোনও বাজেটেই সেসবের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন হয় না। সরকারি রিপোর্টেও চা শিল্প কী ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, তা রয়েছে। অথচ এর ক্ষতিপূরণের কোনও সংস্থান নেই। দিন আনি দিন খাই মানুষদের কাছে এই বাজেট চরম জনস্বার্থবিরোধী।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় সরকার ভুলে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের মূল শিল্প চা-কে দুয়োরানি করে রাখার চিরাচরিত নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই হবে।'

হুঁশিয়ারি হিপ্পির

প্রথম পাতার পর

থেকেই লড়াই সংগ্রামে নামার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন তিনি। জেলা সভাপতি বলেন, 'ওই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করলেই আমাদের সভার সাফল্য মিলবে।'

কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার বঞ্চনা তুলে ধরে কোচবিহারের সাংসদ বলেন, 'বাংলার জন্য বাজেটে রাস্তা, আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের ব্যাপারে কিছুই বলেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এই বাজেটে বাংলার জন্য বরাদ্দ শূন্য।' এরপরেই কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনাদের স্থানীয় সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে দেখলে জিজ্ঞেস করবেন, বাংলা থেকে ১২ জন বিজেপি সাংসদ ভোটে জিতে লোকসভায় গিয়েছেন। অথচ কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা করা হলেও তাঁরা কেন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন না।' তৃণমূলকে অবশ্য পালটা কটাক্ষ করে মালতী বলেন, 'আমি জালধোয়া সেতুর প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলেছি কি না উদয়ন আগে ভালো করে খোঁজ নিন। তারপর বলুন।'

আয়কর ছাড়ে উচ্ছ্বাসের কিছুই নেই

প্রথম পাতার পর

ধরুন, এবার আয়করে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তা নিয়ে বিস্তর হইচইও হচ্ছে। কিন্তু এই নয়া কর কাঠামোয় সত্যি মধ্যবিত্তের কোনও উপকার হবে কি না, তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। প্রথম কথা হল, পুরোনো কর কাঠামোয় এক কথা বলা হয়েছে, আবার নয়া কাঠামোয় ১২ লক্ষ টাকা অবধি ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। ওই ছাড় পেতে নয়া কাঠামোয় ঢুকতে হবে।

কিন্তু পরের বছর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে কি? সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই। শুধু তাই নয়, আগামী সপ্তাহে আয়কর সম্পর্কিত নতুন কিছু ঘোষণা হবে। সেটা না জানা পর্যন্ত এই কর কাঠামোর ভালোমন্দ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। বাজেট ঘোষণায় কখনও বিশদ বলা থাকে না। গেজেট নোটিফিকেশনে প্রতি বছর অনেক অধ্যায় যুক্ত করা হয়। সব মিলিয়ে আমার মনে হয় না, কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে সমস্যাটা গরিবির নয়, সমস্যাটা অসাম্যের। চাকুরেরা টিডিএসের মাধ্যমে নিয়মিত কর দেন। কিন্তু অন্য একটা বড় অংশ কর ফাঁকি দেয়। তাই প্রথম অংশটাকেই যাবতীয় করের দায়িত্ব বইতে হয়। আমাদের দেশে যতদিন না সম্পদ কর চালু হচ্ছে, ততদিন এই অসাম্য দূর হবে না। বাজেটে জীবনদায়ী বেশ কিছু ওষুধের ওপর শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা দেখেও উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, কোনও পণ্যের ওপর শুল্ক উঠলে বা কমলে তার প্রভাব বাজারে কী আসে, সেটা দেখা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি পণ্যের শুল্ক হয়তো ১০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার দাম কমল মাত্র ২ শতাংশ। তাই কার্যক্ষেত্রে প্রভাব দেখে তবেই তার ভালোমন্দ বিচার করা যাবে। তবে আমাদের মতো গরিব দেশে জীবনদায়ী ওষুধের ওপর শুল্ক তুলে নেওয়া নিঃসন্দেহে ভালো পদক্ষেপ।

কিষান ক্রেডিট কার্ডে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো আরও একটা ভালো পদক্ষেপ। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে আয়কর বলে কিছু নেই। সেখানে নিম্ন বা উচ্চ আয়ের ফারাক নেই। প্রান্তিক চাষির হয়তো চাষের খরচ বহনের সামর্থ্য থাকে না। আবার ধনী চাষি হেলিকপ্টারে ঘুরে বেড়ান। সর্বত্র এই অসাম্য রয়েছে।

গত তিন দশকে আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত কম। বিশ্বের ধনীদের তালিকায় প্রথম সারিতে এ দেশের ধনীরাও আছেন। তবুও আমাদের দেশে ব্র্যান্ড তৈরি হল না। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ব্র্যান্ডের জিনিস কিনি, তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড কোথায়? এতদিনে আমাদের দেশে কেন একটা ব্র্যান্ড তৈরি হল না?

বাস্তবে সফটওয়্যার বাদে আমাদের নিজস্ব কিছু নেই। তবে স্টার্টআপ কোম্পানি তৈরিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সরকার কংগ্রেস সরকারের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসা-বান্ধব। কিন্তু এ দেশে এখনও বড় ব্র্যান্ড তৈরি না হওয়া একটা বড় সমস্যা।

বিমা ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্থাগুলির স্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টা না করে বিদেশি সংস্থাগুলির জন্য দরজা পুরোপুরি খুলে দেওয়া হল। প্রতিযোগিতা সবসময়ই ভালো। কিন্তু দেশীয় কোম্পানিগুলিকে দুর্বল করে দিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলির জন্য দরজা খুললে তারাই লাভবান হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে আইআইটি ও আইআইএমের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। ডাক্তারিতেও আসনসংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলি ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু যথেষ্ট নয়।

ঠিক আগের বাজেটে নির্মলা সীতারামন দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে মুড়িমুড়কির মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে কোনও লাভ নেই। বেসরকারি ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের ওপর নজরদারি দরকার। অখ্যাত, অনামা আইআইটি থেকে পাশ করে অনেকেই খড়্গপুর বা কানপুর আইআইটি'র পাশ আউটদের মতো মাইনে আশা করেন। না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। সেটা আসলে মেধার অপচয়। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মানের ওপর সরকারি নজরদারি খুব জরুরি।

সব মিলিয়ে এই বাজেট সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় কোনও প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি না। অপ্রত্যক্ষ কর কমলে সামগ্রিকভাবে জিনিসের দাম কমবে- এমনটা ঠিক নয়। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার সঙ্গে আমরা যুক্ত। সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর তেলের দাম। আন্তর্জাতিক বাজারে তার ওঠানামা দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলে। তাই বাজেটের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ করের প্রভাব সবসময় বড় ফ্যাক্টর হয় না।

কেন্দ্রীয় বাজেটের ইতিহাস

কৌশিক রায়
(ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

ভারতীয় সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট অর্থবর্ষের আনুমানিক সরকারি রাজস্ব এবং ব্যয়ের আর্থিক বিবৃতি হল বাজেট। ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য সেই বাজেটই পেশ করলেন সংসদে।

ল্যাটিন শব্দ 'বুলগা' থেকে বাজেট শব্দটি এসেছে। ফরাসি ভাষায় একে 'বুগেট' বলা হয়। 'বুগেট' থেকে 'বাগেট' এবং তার থেকে 'বাজেট' শব্দের উৎপত্তি। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ইংল্যান্ডে বাজেট পেশ করা হয়েছিল ১৭৬০-এ। প্রতি অর্থবর্ষের শুরুতে বাজেট পেশ করা হত সেখানে। তারপর তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতেও বাজেটের ইতিহাস অতি প্রাচীন। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই দেশের বাজেটের ইতিহাস-

প্রথম বাজেট

প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়েছিল ১৮৬০ সালের ৭ এপ্রিল। সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে প্রথমবার বাজেট পেশ করেছিলেন তৎকালীন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল বা ভারতীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং 'দ্য ইকনমিস্ট' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জেমস উইলসন। ইংল্যান্ডের রানি তাঁকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যেই।

উইলসনের বাজেট পেশ করার আগে ভারতে লাইসেন্স কর ব্যবস্থা চালু করেছিল ব্রিটিশরা। সেই ব্যবস্থা সাফল্য পায়নি। এরপরেই উইলসনকে নয়া কর ব্যবস্থা এবং কাগজের তৈরি নোট চালু করতে ভারতে পাঠানো হয়।

তাঁর ঐতিহাসিক বাজেটে লাইসেন্স কর ব্যবস্থা বাতিল করে দেন উইলসন। তিনি চালু করেন আয়কর ব্যবস্থা। তিনি আজকের মতো কর ছাড়ের সুযোগও রেখেছিলেন। সেই সময় যাঁদের বার্ষিক আয় ভারতীয় মুদ্রায় ২০০ টাকার কম ছিল, তাঁদের কোনও আয়কর দিতে হত না। বাজে খরচ বন্ধ করার জন্য 'অডিট' করার নিয়মও চালু করেন তিনি।

সেই বছরের অগাস্ট মাসে কলকাতায় আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় জেমস উইলসনের।

স্বাধীন ভারতে প্রথম বাজেট

স্বাধীন দেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আরকে শানমুখম চেট্টি। ১৯৪৭ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি বাজেট পেশ করেছিলেন। সাড়ে সাত মাস সময়ের জন্য করা সেই বাজেটে ১৭১.১৫ কোটির রাজস্ব আদায় এবং ১৯৭.৩৯ কোটির রাজস্ব ব্যয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আমলেই দেশে পরিকল্পনা কমিশন চালু করা হয়েছিল।

দিনক্ষণ

ব্রিটিশ আমলের রীতি মেনে ১৯৯৯ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ কর্মদিবসে বিকেল ৫টায় বাজেট পেশ করা হত। ১৯৯৯-এ সেই সময় এগিয়ে এনে সকাল ১১টা করা হয়। ২০১৭-এ শেষ দিনের বদলে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হচ্ছে।

ভাষা

আগে বাজেট ইংরেজিতে পেশ করা হত। ১৯৫৫ সাল থেকে হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই বাজেট প্রকাশের রীতি শুরু হয়েছে।

বাজেট পেশের রেকর্ড

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের ঝুলিতে রয়েছে সব থেকে বেশি বার বাজেট পেশ করার রেকর্ড। ১৯৬২-৬৯ সময় সীমায় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ১০টি বাজেট পেশ করেছিলেন। তারপরে রয়েছেন পি চিদম্বরম। তিনি ৯ বার বাজেট পেশ করেছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়, যশবন্ত সিনহা এবং নির্মলা সীতারামন। প্রত্যেকের বাজেটের সংখ্যা ৮।

প্রথম মহিলা

১৯৭০-৭১ সালের বাজেট পেশ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। এরপরে নির্মলা সীতারামন দ্বিতীয় মহিলা যিনি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন। দেশের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রীও হলেন নির্মলা।

রেল বাজেট

আগে রেল বাজেট এবং কেন্দ্রীয় বাজেট আলাদাভাবে পেশ করা হত। ২০১৭-য় কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় রেল বাজেটকে। রেল বাজেটের দীর্ঘ ৯২ বছরের ইতিহাসের সেখানেই ইতি হয়েছে।

বাজেট বক্তৃতা

দেশের বাজেট ইতিহাসে সব থেকে কম সময়ে বাজেট বক্তব্য শেষ করার রেকর্ড রয়েছে হিরুভাই মুলজিভাই প্যাটেলের। ১৯৭৭-এ মাত্র ৮০০ শব্দে তিনি তাঁর বাজেট পেশ করেছিলেন।

দীর্ঘতম বাজেট বক্তৃতার রেকর্ড রয়েছে বর্তমান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময় ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ধরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। অসুস্থ বোধ করায় শেষ ২ পৃষ্ঠা পড়তে পারেননি। না হলে এই রেকর্ড আরও দীর্ঘ হত। তার আগে ২০১৯-এর জুলাইতে ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ধরে বাজেট পেশ করেছিলেন নির্মলা। যা দ্বিতীয় দীর্ঘ বাজেট বক্তব্যের রেকর্ড।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- ২০২১-২২-এর বাজেটকে কাগজ বিহীন করা হয়, যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম।
- ১৯৭৩-৭৪-এর বাজেটে ৫৫০ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই ওই বাজেটকে কালো বাজেট বলা হয়।
- ১৯৯১-এর বাজেটকে যুগান্তকারী বলা হয়। কারণ, ওই বাজেটে অর্থনীতির উদারীকরণ শুরু করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং।
- একাধিক প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে ২০০২-০৩-এর বাজেটকে রোলব্যাক বাজেট বলা হয়।
- কর সংক্রান্ত একাধিক সংস্কার করার জন্য পি চিদম্বরমের ১৯৯৭-৯৮-এর বাজেটকে স্বপ্নের বাজেট বলা হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় বর্তমান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কথা। মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগের পর দেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধি প্রথমবার বাজেট পেশ করলেও প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে মোট ৮টি বাজেট পেশ করলেন নির্মলা। এর মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন এবং ৭টি পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ২০১৯-এর ৩১ মে অর্থমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিলেন নির্মলা। সেই বছরের ৫ জুলাই প্রথমবার বাজেট পেশ করেছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বাজেট ঘিরে বিপুল প্রত্যাশা ছিল। সেই প্রত্যাশার অনেকটাই পূরণ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লগ্নিকারীদের পুরোপুরি খুশি করতে না পারলেও যেভাবে আগামী দিনের রূপরেখা তৈরি করে দিলেন তিনি, তা আগামী দিনে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শনিবার বাজেট পেশের দিন শেয়ার বাজার খোলা থাকলেও সূচকের অবস্থানে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখন বাজেট নিয়ে চলবে চুলচেরা বিশ্লেষণ। হিসেবনিকেশ চলবে শেয়ার বাজার এই বাজেট থেকে কী পেল! তারপর হয়তো সূচকের ওপর বাজেটের প্রভাব দেখা যেতে পারে।

বাজেটের দিন শেয়ার সূচকে বড় পরিবর্তন না হলেও প্রি বাজেট র‍্যালিতে বড় অঙ্কের উত্থান হয়েছে শেয়ার বাজারে। চলতি সপ্তাহের ৬ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স মোট ১৩১৫.৫ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৭৭৫০৫.৯৬ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৩৮৯.৯৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৩৪৮২.১৫ পয়েন্টে। এই অবস্থান ধরে রাখতে পারলে আগামী দিনে সূচক আরও ওপরে উঠতে পারে। তবে পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল, একথা বলার সময় এখনও আসেনি।

এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর যে সকল ঘোষণা শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হল ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও কর না থাকা, এমএসএমই টার্নওভার এবং বিনিয়োগ সীমা বৃদ্ধি, পর্যটন ক্ষেত্রে সেরা ৫০টি জায়গার পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি ইত্যাদি। তবে বড় ও ভারী শিল্প নিয়ে কোনও ঘোষণা করেননি তিনি। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি বা পিএলআই নিয়েও কোনও চমক নেই নির্মলার বাজেটে। সব মিলিয়ে কর্পোরেট জগৎকে সেভাবে খুশি করতে পারেনি এই বাজেট।

বাজেটের প্রভাব কেটে যাওয়ার পর শেয়ার বাজারের নজর থাকবে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণনীতি পর্যালোচনা বৈঠক, (৭ ফেব্রুয়ারি), দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল (৮ ফেব্রুয়ারি) এবং তৃতীয় কোয়ার্টারে বিভিন্ন সংস্থার ফল প্রকাশ (১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর। এর মধ্যে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল রিজার্ভ ব্যাংকের রেপো রেট নিয়ে সিদ্ধান্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই হার অপরিবর্তিত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদি ঝুঁকি নিয়ে রেপো রেট কমানো হয়, তা শেয়ার বাজারকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের অর্থনীতির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। লগ্নি করতে হবে ধাপে ধাপে। দীর্ঘমেয়াদে গুণগত মানের ভালো শেয়ারে লগ্নি করলে সেই লগ্নি আগামী দিনে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দামে চলতি সপ্তাহে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম আরও মহার্ঘ হয়ে উঠতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **সিপলা :** বর্তমান মূল্য-১৪৩৯.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০২/১৩১৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৩৮০-১৪২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৬২৫৬, টার্গেট-১৭০০।
- **জিন্দাল স্টিল :** বর্তমান মূল্য-৭৭৬.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৯৭/৭০৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭০০-৭৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৯১৯৪, টার্গেট-৯২০।
- **এপিএল অ্যাপোলো :** বর্তমান মূল্য-১৫০৬.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭২৯/১৩০৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৮০০, টার্গেট-১৮৫০।
- **ইন্দাস টাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৫২.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬০/২০৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩১৫-৩৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৩০৭৪, টার্গেট-৪৩০।
- **পলিক্যাব :** বর্তমান মূল্য-৫৮৪৫.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৬০৫/৪২৫০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৫৫০০-৫৭০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৭৯১৮, টার্গেট-৭০০০।
- **আইটিডি সিমেন্ট :** বর্তমান মূল্য-৫৩৫.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৯৪/২৫৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪৮০-৫১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯১৯৩, টার্গেট-৬২০।
- **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-৭৬৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯১২/৬৩৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭৩০-৭৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৮৩৬২৫, টার্গেট-৯২৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : সান ফার্মা

সেক্টর : ফার্মাসিউটিক্যালস **বর্তমান মূল্য :** ১৭৪৭.১৫ **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৩৭৭/১৯০৬ **মার্কেট ক্যাপ :** ৪,২১,৬৮৩ কোটি **ফেস ভ্যালু :** ১.০০ **বুক ভ্যালু :** ২৮৮.০৬ **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৭৭ **ইপিএস :** ৪৬.০৭ **পিই :** ৩৮.১৪ **পিবি :** ৬.১০ **আরওই :** ১৬.৭ শতাংশ **আরওসিই :** ১৭.৩ শতাংশ **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে **টার্গেট :** ২১০০

একনজরে

- সান ফার্মা দেশের বৃহত্তম ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি।
- জেনেরিক এবং স্পেশালিটি মেডিসিন তৈরির পাশাপাশি এপিআই উৎপাদনেও সারা বিশ্বে বিশেষ ব্র্যান্ড ভ্যালু রয়েছে এই সংস্থার।
- সংস্থার মোট আয়ের ৩০ শতাংশেরও বেশি আসে আমেরিকা থেকে। এছাড়াও পূর্ব ইউরোপ, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল, হাঙ্গেরি সহ একাধিক দেশে এই সংস্থা প্রথম সারিতে রয়েছে। রাশিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ব্যবসা বাড়ছে এই সংস্থার।

- ৩৭০টিরও বেশি এপিআই তৈরির ছাড়পত্র রয়েছে এই সংস্থার।
- সান ফার্মার ৪৩টি কারখানা রয়েছে ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে।
- সংস্থার ঋণের অঙ্ক ক্রমশ কমছে।
- সান ফার্মা নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয়। ডিভিডেন্ডের হার ৪৬.৬ শতাংশ।
- বিগত ৫ বছরে মুনাফা বৃদ্ধির হার ২৩.৪ শতাংশেরও বেশি।
- চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার মুনাফা ১৫ শতাংশ বেড়ে ২৯০৩ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৩৬৭৫ কোটি।
- নেতিবাচক বিষয় হল, গত পাঁচ বছরে ব্যবসা বৃদ্ধির হার মাত্র ১০.৪৮ শতাংশ।
- সান ফার্মার ৫৪.৪৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৮.০৪ শতাংশ এবং ১৮.৫৪ শতাংশ শেয়ার।
- এমকে গ্লোবাল, কেআর চোসকি, শেয়ার খান, প্রভুদাস লীলাধর সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

মধ্যবিত্তের জন্য বড় ছাড়, বাজারের বিভিন্ন সেক্টরে পতন

বোধিসত্ত্ব খান

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্বন্ধে শেয়ার বাজার সাময়িক নিস্পৃহ থাকলেও বিগত তিন দিনে ভালো র‍্যালি আসে। একদিকে মাসিক এক্সপায়ারি, শর্ট কভারিং, কয়েকটি কোম্পানির ভালো ত্রৈমাসিক ফলাফল, এই সব মিলিয়ে নিফটি শুক্রবার ২৩,৫০০-র ওপর বন্ধ হয়। সেনসেক্স বন্ধ হয় ৭৭,৫০০-র ওপরে। কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকার বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে এমন প্রত্যাশায় বেশ কিছু সেক্টরে দারুণ উত্থান আসে। এর মধ্যে রয়েছে রেলওয়েজ, ডিফেন্স, শিপিং এবং শিপ বিল্ডিং, এফএমসিজি, রিনিউয়েবল এনার্জি, ক্যাপিটাল গুডস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কনজিউমার ডিউরেবলস প্রভৃতি।

বিগত সপ্তাহে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল কোনও ইন্টারেস্ট রেট না কমালেও তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বরং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডা এবং মেক্সিকোর ওপর ২৫ শতাংশ হারে ট্যারিফ বসানোর কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া চিনের ওপর নতুন ট্যারিফের কথাও হোয়াইট হাউস জানিয়েছে। এতে বিশ্ব বাজারের ওপর কী প্রভাব পড়ে তা সোমবার বোঝা যাবে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, চিনের ওপর ২০ শতাংশ ট্যারিফ বসতে পারে। এর আগে ট্রাম্প ভারত এবং ব্রাজিলকেও হুমকি দিতে ছাড়েননি এবং ভারতের বিভিন্ন পণ্য যা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, তাতেও তিনি অতিরিক্ত কর বসাতে পারেন।

ভারতীয় বাজারের মেজাজ কেমন থাকবে সেটা শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেটের পরই বোঝা যাবে। কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য ভারতীয় শেয়ার বাজার সারাদিনই খোলা ছিল। কেন্দ্রীয় বাজেটের দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন মধ্যবিত্ত মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে যদি কর ছাড় বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রেও বাজারে নতুন আশা আসতে পারে। শনিবার ট্রেডিং শুরু হয় দারুণ দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে। প্রাথমিকভাবে নিফটি ৫০-এর যে স্টকগুলিতে ভালো উত্থান দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে সান ফার্মা, বেল, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক।

বিভিন্ন রিনিউয়েবল এনার্জির শেয়ারগুলির মধ্যে একমি সোলার, আদানি গ্রিন এনার্জি, বোরোসিল রিনিউয়েবলস, আইনক্স গ্রিন এনার্জি, আইনক্স উইন্ড, এনটিপিসি গ্রিন এনার্জি, টাটা পাওয়ার, ওয়ারি রিনিউয়েবল, ওয়েবসোল এনার্জি র‍্যালি করছিল প্রথম ট্রেডিংয়ের আধঘণ্টার মধ্যে। বিভিন্ন ডিফেন্স স্টকগুলির মধ্যে অ্যাস্ট্রা মাইক্রো, অ্যাভানটেলে, ভারত ডাইনামিক্স, বেল, ভারত ফোর্জ, ডেটা প্যাটার্নস, হ্যাল, এমটিআর টেকনলজি, কেইনস টেকনলজি প্রভৃতি র‍্যালি করেছিল। তবে বাজেট শেষ হওয়া অবধি বাজার ধৈর্য রাখতে পারেনি।

দুপুর অবধি নিফটি ১০০ পয়েন্ট নীচে ট্রেড করছিল এবং সেনসেক্স ২১৫ পয়েন্ট নীচে। রেলওয়ে স্টকস, ডিফেন্স স্টকস, ক্যাপিটাল গুডস সবগুলিতেই দারুণ পতন আসে। ইরকন ইন্টারন্যাশনাল, এবিবি ইন্ডিয়া, আরভিএনএল, পরস ডিফেন্স, সিলচর টেকনলজি, আইআরএফসি, কোচিন শিপইয়ার্ড প্রভৃতিতে পতন আসে। তবে যে স্টকগুলি সর্বাধিক উত্থান দেখে তার মধ্যে রয়েছে মির্জা ইন্টারন্যাশনাল, ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভওয়্যার, কাবেরী ফিডস, জেনসার টেকনলজি প্রভৃতি।

মধ্যবিত্তের জন্য ১২ লাখ টাকা অবধি কর ছাড় ঘোষণার পরই সমস্ত এফএমসিজি কোম্পানিগুলির শেয়ার কেনাকাটার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ট্রেন্ট, অ্যাসোসিয়েটেড অ্যালকোহল, অ্যাভিনিউ সুপারমার্ট, বরুণ বেভারেজ, আইটিসি প্রভৃতি উত্থান দেখে।

সার্বিকভাবে রেলওয়েজ, রিনিউয়েবলস এনার্জি, ডিফেন্স স্টকগুলি যে হতাশ হয়েছে তা শনিবারের বাজার দেখে বোঝা গিয়েছে। সরকার ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেহেতু একলক্ষ কোটি টাকার ওপর কমছে, তাই বাজারে এই আশঙ্কা রয়েছে যে, সরকার হয়তো বা উপযুক্ত ক্যাপেক্স করে উঠতে পারবে না, যদিও বাজেটে প্রায় ১১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করা রয়েছে। ফিসকাল ইয়ার ২০২৬-এ ফিসকাল ডেফিসিটের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৪.৪ শতাংশ। দারুণ র‍্যালি এসেছে বিভিন্ন জুয়েলারি স্টকে। গোল্ডিয়াম, কল্যাণ জুয়েলার্স, পিএন গ্যাডগিল, সেনকো গোল্ড, টাইটান, বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুট ডেলিভারি স্টক জ্যোমাটো বৃদ্ধি পায় ৬.৬৯ শতাংশ। এদিন যে শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক অফ বরোদা, বিপিসিএল, কাজোরিয়া সেরামিক্স প্রভৃতি। যে শেয়ারগুলি ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আইসার মোটরস, ম্যারিকো, ইউনাইটেড ব্রিয়ারিজ।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

গুলির ক্ষতে ব্যান্ডেড, তোপ রাহুলের

জনতার বাজেট, প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানিয়েছেন, এবারের বাজেট জনতার বাজেট, মধ্যবিত্তের বাজেট। তিনি দাবি করেছেন, এবারের বাজেটে বিনিয়োগ বাড়বে। বিকশিত ভারত গড়ে তোলার রাস্তা আরও প্রশস্ত হবে। এদিন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তাঁকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদি বলেন, 'এবারের বাজেটে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন আরও দ্রুতগতিতে হবে। এতদিন বাজেটে নজর থাকত কীভাবে সরকারি কোষাগার ভরানো হবে। কিন্তু এবারের বাজেটে ঠিক তার উলটোটা করা হয়েছে।'

তিনি জানান, সরকারের লক্ষ্য হল, সঞ্চয় বাড়ানো এবং আর্থিক বিকাশে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা। ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কর ছাড়ের যে ঘোষণা এবার করা হয়েছে, তারও প্রশস্তি শোনা গিয়েছে মোদির গলায়। তিনি বলেন, 'এবারের বাজেটে বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে। আয় যেমনই হোক না কেন, করের পরিমাণ কমানো হয়েছে। এর ফলে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভীষণভাবে উপকৃত হবে। যাঁরা সদ্য কাজে ঢুকেছেন, সেইসব শ্রমশক্তির কাছে এটি একটি সুযোগ খুলে দেবে।'

তবে প্রধানমন্ত্রীর দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর তোপ, 'এবারের বাজেট হল গুলির ক্ষতে ব্যান্ডেডের মতো।' এক্স হ্যান্ডেলে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, 'বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের আর্থিক সংকট থেকে বেরোনোর জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এই সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে।' রাহুলের সুরেই বাজেটের বিরোধিতায় সরব হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁর মতে, এবারের বাজেটে কোনও নতুন চিন্তাভাবনার দিশা পাওয়া যায়নি। উল্লাস করার মতো কিছুই বলা হয়নি বাজেটে। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা বলেন, '১৯৯১ এবং ২০০৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রথা ভাঙার যে পদক্ষেপ করেছিল, সেরকম কোনও পথে এবার হাঁটতে চায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ যে ৪.৯ শতাংশ থেকে কমে ৪.৮ শতাংশ হয়েছে, তাতে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। অর্থনীতির বিপুল গুনাগারের মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।' নির্মলাকে বিঁধে তাঁর পূর্বসূরি বলেন, 'উনি বিনিয়ন্ত্রণে রাজি নন। জনগণ, উদ্যোগপতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং স্টার্ট আপগুলির রাস্তা থেকে সরতেও রাজি নন উনি। এবারের বাজেটে যদি কেউ খুশি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা হলেন দেশের আমলারা। মানুষের ওপর সরকারের বজ্রমুষ্টি আরও কঠোর হচ্ছে।' অন্যদিকে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তোপ, 'দেশের কোষাগারের একটি বিপুল অংশ হাতেগোনা কিছু ধনকুবেরের ঋণ মকুবের জন্য খরচ করা হচ্ছে। মধ্যবিত্তদের গৃহঋণ এবং গাড়িঋণ থেকে যে টাকা বাঁচছে ,সেটা মকুব করে দেওয়া উচিত। কৃষকদের ঋণ মাফ করা উচিত। আয়কর ও জিএসটি-র হার অর্ধেক করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, এমনটা করা হল না।'

এবারের বাজেটে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন আরও দ্রুতগতিতে হবে। এতদিন বাজেটে নজর থাকত কীভাবে সরকারি কোষাগার ভরানো হবে। কিন্তু এবারের বাজেটে ঠিক তার উলটোটা করা হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদি

বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের আর্থিক সংকট থেকে বেরোনোর জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এই সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে।

রাহুল গান্ধি

ভোট-বছরে বিহারে কল্পতরু মোদি সরকার

নির্মলার ঘোষণায় আপ্লুত নীতীশ

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১ ফেব্রুয়ারি : মোদি সরকার এবং বিজেপির দুর্দিনে পাশে থাকার উপহার পেলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। শনিবার তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাধারণ বাজেটে বিহারের জন্য ঝুলি উপুড় করে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে নীতীশ কুমারকে তুষ্ট করতে একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন নির্মলা।

নিজের অষ্টম বাজেট বক্তৃতায় বিহারের মাখানা চাষিদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে একটি মাখানা বোর্ড গঠনের কথা বলেছেন তিনি। উলটোদিকে মগধভূমের পরিকাঠামোর বিকাশের জন্য পাটনা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড এবং বিহতায় একটি ব্রাউনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন নির্মলা। পূর্ব ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পোন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বিহারে একটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্থাপনের কথাও বলেছেন অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি মিথিলাঞ্চলের ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে যে চাষিরা চাষ করেন তাঁদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে পশ্চিম কোশি ক্যানাল ইআরএম প্রকল্পে আর্থিক মদতের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। পাটনা আইআইটি-র আসনসংখ্যা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।

মধুবনি আর্টের শাড়ি পরে নির্মলা এদিন যেভাবে বিহারের জন্য ঢালাও বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন, তাতে প্রশ্ন উঠেছে, সামনে ভোট বলেই কি নীতীশের রাজ্যের জন্য কল্পতরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি? রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে নীতীশকে তুষ্ট করতে তো বটেই, মণিপুর হিংসা, এক দেশ-এক ভোট নিয়ে মাঝেমধ্যেই বেসুরো হওয়া জেডিইউকে এনডিএ-তে ধরে রাখার কৌশল হিসেবে এবারের বাজেটকে অস্ত্র করেছেন মোদি-নির্মলা।

অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে জিতে কেন্দ্রে তৃতীয়বার সরকার গড়তে মোদির সবথেকে বড় মুশকিল আসান হয়েছিলেন নীতীশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু। প্রত্যাশামতোই বিহারের জন্য অর্থমন্ত্রীর ঘোষণাগুলির প্রশংসা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় বাজেট ইতিবাচক, স্বাগতযোগ্য, প্রগতিশীল এবং ভবিষ্যতমুখী। এই বাজেটে রাজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' আয়কর ছাড়ের ঘোষণাকেও স্বাগত জানিয়েছেন জেডিইউ সুপ্রিমো। তবে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করেছেন। বাজেটকে হতাশাজনক এবং ফাঁপা বলে আখ্যা দেন তিনি। আরজেডি নেতা বলেন, 'বারবার একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিহারের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। রাজ্যের জন্য কোনও বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি।' কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো আচরণ করেছে বলেও জানান তেজস্বী।

এদিন মোদি সরকারের 'বিহারমুখী বাজেট'কে বিঁধেছেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খোঁচা, 'গতবার অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের জন্য ভাবা হয়েছিল। অন্ধ্রের ভোট মিটে গিয়েছে। সামনে বিহারের ভোট। সেই কারণেই এবার বিহারকে এই উপহার দেওয়া হয়েছে।' বাংলার প্রতি বঞ্চনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অন্ধ্রপ্রদেশ সহ অন্য রাজ্যগুলি কেন এবার বঞ্চিত হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, বিহারের জন্য এবার পুরস্কারের ছড়াছড়ি। যেহেতু বছরের শেষে সেখানে ভোট তাই এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এনডিএ-র অপর স্তম্ভ অন্ধ্রপ্রদেশকে কেন এতটা নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করা হল?' দলের অপর নেতা মণীশ তিওয়ারির প্রশ্ন, 'আমি বুঝতে পারছি না, এটা কি বিহার সরকার নাকি ভারত সরকারের বাজেট?'

প্রতি জেলায় ক্যানসার নিরাময় কেন্দ্র

৩৬ জীবনদায়ী ওষুধে কর ছাড়

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : আয় বাড়ুক না বাড়ুক, কিন্তু প্রতি মাসে ওষুধ কিনতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হয়ে যায় মধ্যবিত্তদের। বিশেষ করে ব্লাড প্রেসার এবং সুগারের রোগী রয়েছেন দেশের প্রায় প্রতিটি ঘরেই। দীর্ঘদিন ধরেই নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা দাম বাড়িয়েই চলেছে প্রয়োজনীয় ওষুধের। সেই অভিযোগেরই সামান্য হলেও সুরাহা

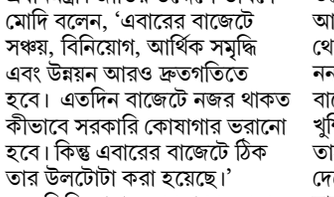

মিলল এবারের বাজেটে। শুল্ক তোলার কথা বলা হয়েছে একগুচ্ছ জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে। পাশাপাশি ঘোষণা হয়েছে, দেশের সমস্ত জেলায় ক্যানসার কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার।

চলতি অর্থবর্ষের (২০২৫-'২৬) বাজেটে ওষুধের দাম কমবে কি না, সকলেরই নজর ছিল। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের এহেন আকাঙ্ক্ষা কিছুটা হলেও পূরণের ইঙ্গিত দিয়েছে নির্মলার বাজেট। ক্যানসার সহ দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়া ৬টি জীবনদায়ী ওষুধের ওপরে শুল্ক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্মলা জানিয়েছেন, ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাজেট প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য মেডিকেল কলেজগুলিতে আরও আসন বাড়ানো হবে। আগামী বছরের মধ্যে দেশব্যাপী ১০ হাজার আসন বাড়ানো হবে মেডিকেল কলেজগুলিতে। আগামী পাঁচ বছরে মেডিকেলে ৭৫ হাজার আসনবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে কেন্দ্রের। একইসঙ্গে দেশের প্রতিটি জেলায় ক্যানসার রোগীদের জন্য 'নিরাময় কেন্দ্র' খোলা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বাজেট পেশের সময়ে নির্মলা বলেন, 'আগামী তিন বছরে ২০০টি 'ডে কেয়ার ক্যানসার সেন্টার' নির্মিত হবে।'

গত তিন বছরে মেডিকেল কলেজগুলিতে ১ লক্ষের বেশি আসন বাড়িয়েছে কেন্দ্র। আগামী বছরে তা আরও বর্ধিত করে ১০ হাজার আসন যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'র আওতায় নিয়ে আসা হবে। এর ফলে দেশের প্রায় ১ কোটি চুক্তিভিত্তিক কর্মী উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন নির্মলা।

২ কোটির ঋণ মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করার দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে বাজেটে। মহিলা উদ্যোগপতিদের, বিশেষত যাঁরা সবে ব্যবসা জগতে এসেছেন, তাঁদের আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন শনিবার ঘোষণা করেন, প্রথমবার ব্যবসা শুরু করতে চাওয়া ৫ লক্ষ মহিলা, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিল্পোদ্যোগীদের জন্য সরকার ২ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণ চালু করবে। এছাড়া ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ভারী শিল্পের জন্য একটি উৎপাদন মিশন গঠনের কথাও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। শ্রমনির্ভর শিল্পগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ করবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার ঋণ গ্যারান্টি কভার দ্বিগুণ করে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়াবে এবং গ্যারান্টি ফি ১ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। একইসঙ্গে ফুড টেকনলজি, উদ্যোগপতি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিহারে স্থাপন করা হবে।

বাজেটে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য যে ঘোষণা করা হল, তা বেকারি সমস্যা হোক বা নতুন কর্মসংস্থানের প্রসার, দু'ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

আগামী সপ্তাহে আসছে বিল

১২.৭৫ লক্ষ পর্যন্ত আয় করমুক্ত

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : মধ্যবিত্তের জন্য বড় সুখবর শোনালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বছরে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ে আর কোনও আয়কর দিতে হবে না। তবে এই ছাড় নয়া কর কাঠামোর জন্য প্রযোজ্য। আগামী সপ্তাহেই আয়কর বিল পেশ করা হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি চাঙ্গা করতে দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা বাড়ানো জরুরি ছিল। সেই কারণেই মধ্যবিত্তের হাতে বাড়তি টাকা দিতে

আয়কর কমানো হবে এমন প্রত্যাশা ছিল। সেই প্রত্যাশা পূরণ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হবে না। গত বাজেটে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে কারও আয় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার কম হলেই কোনও কর দিতে হবে না। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নয়া স্ল্যাবও জানিয়ে দিয়েছেন। যেখানে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত করমুক্ত। এরপর বিভিন্ন স্ল্যাবে করের হার ৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত রাখা হয়েছে। আয় ৪ থেকে ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ছাড় যুক্ত হবে। তারপর যুক্ত হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। এই সুবিধা শুধুমাত্র নয়া কর কাঠামোর জন্যই। পুরোনো কর কাঠামো অনুযায়ী ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও কর দিতে হয় না। অন্যান্য ছাড় ধরলে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কর দিতে হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন (৫০ হাজার টাকা)। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পুরোনো কর কাঠামো থেকে এবার সরে আসবেন করদাতারা। এইখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। কোনও ব্যক্তির আয় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার ছাড়ালেই তাঁকে ৪ লক্ষ টাকার বেশি আয়ের পর থেকেই আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হবে। নির্মলার এই কর ছাড় তাই একটা নির্দিষ্ট আয়ের শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। সর্বজনীন হল না।

এদিনের বাজেট পেশ করতে গিয়ে আগামী সপ্তাহে আয়কর বিল আনার কথাও ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আয়করের নতুন আইন এলে করদাতাদের সুরাহা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পুরোনো কর কাঠামো রাখা হবে কি না, তা স্পষ্ট করেননি তিনি। আর্থিক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই আশঙ্কা করছেন, নয়া আয়কর আইনে পুরোনো কর কাঠামো বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। যদি তা না করাও হয়, যেভাবে নয়া কর কাঠামোয় সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তাতে পুরোনো কর কাঠামো থেকে করদাতারা নিজেরাই সরে আসবেন।

ভারতের বরাদ্দে স্বস্তিতে মুইজু

অগ্রাধিকার ভুটানকে, পিছিয়ে বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : প্রতিবেশী প্রথম। সেই নীতি মেনে ২০২৫-'২৬-এর বাজেটে পাকিস্তান বাদে উপমহাদেশের সব দেশের জন্য আর্থিক বরাদ্দ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। যার মাধ্যমে দেশভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতার আঁচ পাওয়া গেল। মালদ্বীপের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ল প্রায় ২৮ শতাংশ। তবে আর্থিক সাহায্যের নিরিখে গত কয়েক বছরের মতো এবারও সবার ওপরে রইল ভুটান। দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশকে ২,১৫০ কোটি টাকা সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে। বিপরীতে একই রয়েছে নেপাল (৭০০ কোটি টাকা), শ্রীলঙ্কা (৩০০ কোটি টাকা) ও বাংলাদেশেকে (১২০ কোটি টাকা) দেয় অনুদানের পরিমাণ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই তালিকায় মায়ানমারের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ। মায়ানমারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। আফগানিস্তানকেও অনুদান বহাল রেখেছে ভারত। তালিবানশাসিত দেশকে ১০০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে মালদ্বীপকে যেখানে ৪৭০ কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, এবার তা ৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। চিন ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু মালদ্বীপে ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যাপক অবনতি ঘটেছিল। মুইজুর প্রস্তাব মেনে সেখানে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য মোতায়েন ভারতীয় সেনাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে গত কয়েকমাসে দুই দেশের সম্পর্ক অনেকটাই স্থিতিশীল হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মুইজু। সেবার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য দেওয়া রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজে মোদির পাশের আসনটি বরাদ্দ করা হয়েছিল মুইজুর জন্য। দৃশ্যত অভিভুত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর দিনকয়েক বাদে ফের ভারত সফরে এসেছিলেন মুইজু। দেশে ফেরার পর একাধিকবার প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতির প্রশ্নে ভারতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানান তিনি। সীতারামনের বাজেটে আর্থিক সহায়তা বরাদ্দের ক্ষেত্রে মুইজুর সেই পরিবর্তিত অবস্থান প্রভাব ফেলেছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

শনিবারের বাজেট বক্তৃতায় মরিশাসকে ৫০০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। আফ্রিকান ইউনিয়নের দেশগুলির জন্য ২২৫ কোটি টাকা সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া চিনের প্রতিবেশী দেশ মঙ্গোলিয়াকে ৫ কোটি টাকা সাহায্য করছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, জনকল্যাণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ভারতের প্রস্তাবিত সাহায্য খরচ করা হবে।

দেশ	২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)	২০২৪-২৫ (কোটি টাকায়)	২০২৫-২৬ (প্রস্তাবিত)
ভুটান	২৩৩২.০২	২৫৪৩.৪৮	২১৫০
মালদ্বীপ	৮৩২.৮৩	৪৭০	৬০০
আফগানিস্তান	২০৭.২৬	২০০	১০০
বাংলাদেশ	১৫৭.৬৩	১২০	১২০
নেপাল	৬৫৭.৩৮	৭০০	৭০০
শ্রীলঙ্কা	১১৯.৩৭	৩০০	৩০০
মায়ানমার	৩৫২.৯৬	৪০০	৩৫০
মঙ্গোলিয়া	৩.৪৫	৫	৫
মরিশাস	৩৫৮.৮৭	৫৭৬	৫০০
আফ্রিকান দেশ	১৮৪.৭৬	২০০	২২৫

পরম স্নেহে নির্মলা সীতারামনকে দহি-চিনি খাওয়ালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে।

দুয়োরানি রেলে কৃপা শুধু মেট্রোকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ২০২৫-২৬ সাধারণ বাজেটে কার্যত উপেক্ষিতই থেকে গেল ভারতীয় রেল। গতবারের মতো এবারও মোট ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে রেলকে। তবে পরপর রেল দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, এযাত্রাতেও নির্মলার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছে ভারতীয় রেল। বাজেট বক্তৃতায় রেল সংক্রান্ত কোনও উল্লেখযোগ্য ঘোষণাও করা হয়নি। তবে এরই মধ্যে সুখবর এসেছে কলকাতার মেট্রোরেল যাত্রীদের জন্য। দমদম এয়ারপোর্ট-নিউ গড়িয়া ভায়া রাজারহাট মেট্রোর কাজের জন্য ২০২৫-২৬ রেল বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭২০.৭২ কোটি টাকা এবং জোকা-বিনয় বাদল দীনেশ বাগ ভায়া মাঝেরহাট মেট্রোর কাজের জন্য এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ৯১৪.৫০ কোটি টাকা। অপরদিকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।

নির্মলার বাজেটে রেলের জন্য যে ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ৩,৪৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয় এবং ২,৪৮,৫৫৫ কোটি টাকা মূলধনী ব্যয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। এই বরাদ্দের মধ্যে নতুন লাইন নির্মাণ, লাইন বাড়ানো, গেজ পরিবর্তন, সিগন্যালিং ও টেলিকম সেক্টর, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন এবং রেলকর্মীদের কল্যাণ ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রেলওয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ৪৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৭ সাল পর্যন্ত রেল বাজেট আলাদা করে পেশ করা হত। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই পেশ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো রেল বাজেটকে 'চমৎকার' বলে অভিহিত করেছেন। নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়ে রেলওয়েতে টানা বড় বরাদ্দ অব্যাহত রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণো। তিনি আরও বলেছেন, '২০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন, ১০০টি অমৃত ভারত ট্রেন, ৫০টি নমো ভারত র‍্যাপিড রেল এবং ১৭,৫০০টি সাধারণ নন-এসি কোচ আগামী ২ থেকে ৩ বছরে জনসাধারণের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় বিপ্লব আনবে।'

আট পাকে বাঁধা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির দিকে নজর রাখার পাশাপাশি নির্মলা এদিন দেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে একটি বিরল কৃতিত্বও অর্জন করেছেন। তিনিই প্রথম অর্থমন্ত্রী যিনি একটানা ৮ বার সাধারণ বাজেট পেশ করলেন। প্রয়াত মোরারজি দেশাই ১০ বার দেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে সাধারণ বাজেট পেশ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি একটানা ১০ বার সাধারণ বাজেট পেশ করেননি। সিডি দেশমুখ একটানা সাতবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ করেছিলেন। পি চিদম্বরম এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যথাক্রমে মোট ৯ ও ৮ বার সাধারণ বাজেট পেশ করেছিলেন।

নজর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়

শিক্ষাক্ষেত্রে উপহার নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে একাধিক ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দেশের সমস্ত সরকারি স্কুলে মাধ্যমিক স্তরে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। স্কুলগুলিতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা চালুর কথাও জানিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যায় জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। একাধিক আইআইটিতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাও বলেছেন। তবে ভবিষ্যতের জন্য নবীন প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে উচ্চশিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে এআই প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ২০২৩ সালের বাজেটে দেশে তিনটি এআই সেন্টার ফর এক্সেলেন্স নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। এবার শিক্ষার জন্যও সেটি করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাপুস্তক প্রকল্প ঘোষণার কথাও বলা হয়েছে বাজেটে। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনার ওপর জোর দেওয়া হবে। নির্মলা বলেন, 'নিজস্ব ভাষায় বিভিন্ন বিষয় পড়া এবং তা বোঝার জন্য আমরা স্কুল, কলেজে ভারতীয় ভাষাপুস্তক প্রকল্প চালু করেছি।' দেশের মেডিকেল কলেজগুলিতেও আসনসংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেছেন তিনি। নির্মলা জানিয়েছেন, দেশের নানা প্রান্তের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অন্তত ১০ হাজার অতিরিক্ত আসন যোগ করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে মেডিকেল কলেজগুলিতে ৭৫ হাজার আসনবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে কেন্দ্রের।

ট্রাম্পকে জবাব ট্রুডোর

ওয়াশিংটন ও অটোয়া, ১ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডা থেকে আমদানি করা পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি শনিবার থেকেই কার্যকর করার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার পরই কড়া কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো শুক্রবার বলেন, কানাডা ট্রাম্পের শুল্কনীতির জবাব দিতে প্রস্তুত। অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্য নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জোরালো এবং জুতসই জবাব দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, 'আমরা এটা চাই না। কিন্তু ট্রাম্প এক পা এগোলে আমরা দু-পা এগোব। আমরাও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। সব বিকল্পই টেবিলে আছে।'

হোমস্টের জন্য মুদ্রাঋণ ■ চিকিৎসা পর্যটনে জোর

বুদ্ধের স্মৃতিজড়িত ৫০ স্থানের সংস্কার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের সেরা ৫০টি পর্যটনস্থলের উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি ছোট পরিসরে পর্যটন ব্যবসায় আগ্রহীদের হোমস্টে ব্যবসার জন্য মুদ্রা ঋণের সুবিধাও দেওয়া হবে। শনিবার ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময় সেই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি জানিয়েছেন, যে সব পর্যটনস্থলের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবন ও সময়ের যোগ রয়েছে, সেগুলিকে সংস্কারের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাঁর আশা, এর ফলে দেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে বিদেশিদের আনাগোনা বাড়বে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের জন্যই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, এতে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ বাড়বে।

দেশের পর্যটনস্থলগুলির পরিকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে এই শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে চাইছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্যেই নতুন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। এই প্রকল্পে ছোট পর্যটন ব্যবসাকেও উৎসাহ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। হোমস্টে তৈরির জন্য 'মুদ্রা ঋণ' দেওয়া হবে। কেউ চাইলে সেই ঋণ নিয়ে নিজের বাড়িতেই দেশীয় বা আন্তর্জাতিক অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করে রোজগার করতে পারেন।

কেন্দ্রের পর্যটন সংক্রান্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ভারতীয় হোটেল ও রেস্তোরাঁ সমিতির (এফএইচআরএআই) সভাপতি কে স্যামা রাজু বলেছেন, 'বাজেট প্রস্তাব কার্যকর হলে পর্যটন পরিকাঠামোর অনেক উন্নতি ঘটবে, যা দেশজুড়ে পর্যটন বিকাশে সাহায্য করবে। এতে স্থানীয় অর্থনীতি পুষ্ট হবে।'

'স্বাস্থ্য পর্যটন'-এর ওপরেও জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। নির্মলা জানিয়েছেন, এই নিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে বেসরকারি ক্ষেত্র। গত কয়েক বছর ধরেই এদেশে চিকিৎসার জন্য আসছেন বহু মানুষ। উন্নত পরিষেবা এবং সাধ্যের মধ্যে থাকার খরচের কারণেই বিদেশ থেকে আসা রোগীদের ভিড় বাড়ছে। এই ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করতে চাইছে সরকার, যাতে মজবুত হয় দেশের পর্যটন-অর্থনীতি।

দেশের মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ উন্নত করতে 'উড়ান' (উড়ে দেশ কা আম নাগরিক) প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। ১২০টি গন্তব্যকে জুড়বে এই প্রকল্প। আগামী ১০ বছরে আরও চার কোটি মানুষ বিমানে চড়ার সুযোগ পাবেন। নির্মলা জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের অধীনে হেলিপ্যাড, পার্বত্য অঞ্চলে আরও

জাকিয়া জাফরি প্রয়াত

আহমেদাবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় খুন হয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি। শনিবার তাঁর স্ত্রী জাকিয়া জাফরি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। জাকিয়া জাফরির ছেলে তনবীর জাফরি বলেন, 'মা আহমেদাবাদে আমার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সকালে সমস্ত কাজ সেরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন তিনি। চিকিৎসককে ডাকা হয়। তিনি এসে মাকে সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

গোধরা হিংসায় হত স্বামীর জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে জাকিয়া জাফরির আইনি লড়াই দীর্ঘদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে অধিকারকর্মীদের মধ্যে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদ জানিয়েছেন, ওঁর অনুপস্থিতি গোটা দেশ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং বিশ্ব অনুভব করবে।

সাদা চাদরে ঢাকা ভূস্বর্গ। শনিবার কাশ্মীরের বারামুলা এলাকায়।

ছত্তিশগড়ে হত ৮ মাওবাদী

রায়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি : নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আট মাওবাদীর মৃত্যু হল ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে। শনিবার বিজাপুরের গাঙ্গালুর থানা এলাকায় একটি জঙ্গলে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ চলে মাওবাদীদের। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষে আট মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। গত মাসেই ওডিশা-ছত্তিশগড় সীমানায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে রাতভর গুলির লড়াইয়ে নিহত হন ২০ মাওবাদী। তাঁদের মধ্যে একজনের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা।

তিন বন্দি মুক্ত

গাজা, ১ ফেব্রুয়ারি : যুদ্ধবিরতির চুক্তি মেনে আরও তিন বন্দিকে মুক্তি দিল হামাস। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক আমেরিকান-ইজরায়েলি নাগরিক। এক ফরাসি-ইজরায়েলি নাগরিকও আছেন। তাঁরা হলেন কেইথ সেইগল, ওফের কালডেরন এবং ইয়ারডেন বিবাস। ওফের, ইজরায়েল এবং ফ্রান্স- দু'দেশেরই নাগরিকত্ব আছে। কেইথ হামাসের হাতে বন্দি ছিলেন ১৫ মাস।

দিল্লি ভোটের লক্ষ্যেই কর ছাড়!

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : আলাদা করে কোনও ঘোষণা করা হয়নি ঠিকই। কিন্তু অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের শনিবাসরীয় সাধারণ বাজেটে দিল্লি দখলের নীল নকশা স্পষ্ট হয়ে গেল। বুধবার দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের ভোটে জিততে মহিলা, তরুণ, দলিত, ঝুপড়িবাসীদের পাশাপাশি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল পাখির চোখ করেছেন দিল্লির মধ্যবিত্ত ভোটারদেরও। সেই কারণে মধ্যবিত্তদের কথা ভেবে আয়কর ছাড়ের সীমা ৭ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করার দাবি তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু যাবতীয় প্রত্যাশা ছাপিয়ে নির্মলা যেভাবে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ে কোনও কর লাগবে না বলে ঘোষণা করেছেন তাতে দেশের তো বটেই, দিল্লির সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী ভোটাররাও রীতিমতো আপ্লুত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'এবারের বাজেট মধ্যবিত্তদের জন্য বাজেট।'

স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দিল্লি ভোটের আগে কেন্দ্রের এই ঘোষণা বিজেপির হাতে একটি বড়সড়ো অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আয়করে বিপুল ছাড়ের ঘোষণার সুফল বিজেপি ইভিএমে পেতে পারে। কারণ, রাজধানীর একাধিক আসনে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নির্ণায়ক শক্তি। তাঁদের মন পেতে কেজরিওয়াল ইতিমধ্যে একাধিক ঘোষণা করেছেন। এবার বিজেপি আয়কর ছাড়ের অস্ত্র হাজির করে আপ সুপ্রিমোকে বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। তবে দমবার পাত্র নন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি এদিন দাবি করেছেন, আপ সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি কার্যকর হলে সাধারণ দিল্লিবাসীদের তো বটেই, বিজেপির কট্টর সমর্থকেরও প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা করে সাশ্রয় হবে। এক ভিডিও বক্তৃতায় কেজরি বলেন, 'আমি এক বিজেপি সমর্থকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর দল দিল্লিতে ক্ষমতায় এলে তিনি কোথায় যাবেন? কতগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভালো সরকারি স্কুল আছে? কতগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিদ্যুৎ বিনামূল্যে পাওয়া যায়? নিজের জন্য ভোট দিন এবং ঝাড়ুচিহ্নে বোতাম টিপুন।' শুক্রবারই আপ সুপ্রিমো বচত পত্র (সাশ্রয়ের চিঠি) প্রচার শুরু করেছেন।

নির্মলার শাড়িতেও বিহার-প্রীতি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : শুধু বাজেট ঘোষণাতেই নয়, পরনের শাড়িতেও বিহারের প্রতি একরাশ ভালোবাসার রং ছড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবার নিয়ে একটানা অষ্টমবার সাধারণ বাজেট পেশ করলেন তিনি। প্রতিবারই তাঁর পরনের শাড়িতে নান্দনিকতা এবং ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্যের পরশ পাওয়া যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। শনিবার ক্রিম রংয়ের মধুবনী শাড়ি এবং কনট্রাস্ট রংয়ের লাল ব্লাউজ পরে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারামন। শাড়িতে ছিল সোনালি সুতোর কাজ। ওই শাড়িটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন পদ্ম সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট মধুবনী আর্ট শিল্পী দুলারি দেবী। তিনি অর্থমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে বাজেট পেশের দিন ওই শাড়িটি পরার অনুরোধ করেছিলেন। সেই অনুরোধ এদিন রেখেছেন নির্মলা।

মধুবনী আর্ট বিহারের মিথিলার একটি শিল্পকলা। যাতে প্রকৃতি এবং ভারতীয় পুরাণের গল্পগাথা থাকে।

নির্মলার ওই শাড়িতে একমাস ধরে নকশা এঁকেছেন দুলারি। ওই শাড়ির দু-প্রান্তে মধুবনি নকশা। জোড়া মাছের কল্কা এবং সঙ্গে পদ্মফুল। তাঁর দেওয়া শাড়ি পড়ে দেশের অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতা করায় স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত বছর ৫৫-র দুলারি দেবী। তিনি জানিয়েছেন, কখনও ভোর চারটেয় উঠেও তাঁকে শাড়ির কাজ করতে হয়েছে। দুলারি দেবী বলেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যখন এখানে এসেছিলেন তখন মিথিলা চিত্রকলা সংস্থান থেকে শাড়িটি তাঁকে উপহার দেওয়া হয়। মাছ বিষ্ণুর অবতার। সেটিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নির্মলা সীতারামন উপহারের শাড়িটি পরেছেন দেখে আমি খুব খুশি। এটি মধুবনীর মানুষ এবং চিত্রকলার জয়।' ২০২১ সালে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন দুলারি। মধুবনী শিল্পকলার জন্য অতীতে আরও অনেক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মৎস্যজীবী পরিবারের নানাবিধ প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসা দুলারির কাছে শনিবার দিনটি তাঁর মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। মধুবনী চিত্রকলাকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আগেও তো অনেককে উপহার দিয়েছি। কিন্তু নির্মলা সীতারামনকেই দেখলাম আমার উপহার দেওয়া শাড়ি পড়েছেন।'

চিনকে টেক্কা দেওয়াই লক্ষ্য

খেলনার বাজারে গ্লোবাল হাব ভারতে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : চিনকে টেক্কা দিতে ভারতকে খেলনা তৈরির ভরকেন্দ্র করে তোলার লক্ষ্য নিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। শনিবার সংসদের বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বললেন, ভারতকে বিশ্বের খেলনা শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের আওতায় খেলনা তৈরির ওপর আরও জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন, দক্ষ কারিগর তৈরি এবং তাঁদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে নতুন রাস্তায় হাঁটবে ভারত। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হবে।

বাজেট বিবৃতিতে নির্মলা বলেন, 'কেন্দ্রের নজর শুধুই খেলনা তৈরি নয়। খেলনাকে হতে হবে উৎকৃষ্ট, অভিনব, টেকসই এবং অতি অবশ্যই পরিবেশবান্ধব। খেলনা তৈরির প্রক্রিয়ায় গুণগত মান ও অভিনবত্ব দুটি ব্যাপারেই গুরুত্ব আরোপ করা হবে। জাতীয় খেলনা কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।'

২০২১-'২২ অর্থবর্ষে ভারতে খেলনার রপ্তানি ছিল ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, ২০২৩-'২৪ সালে যা কমে ১৫ কোটি ২০ লক্ষ ডলারে নেমে আসে। বিশ্ববাজারে খেলনার চাহিদা কমে যাওয়ার ফলেই এটা ঘটে। তবে খেলনার মান নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা এবং শুল্ক বৃদ্ধির মতো সরকারি পদক্ষেপের ফলে দেশীয় খেলনা নির্মাতারা উপকৃত হয়েছেন এবং চিনা আমদানির ওপর নির্ভরতা কমেছে।

গত এক দশক ধরে ভারত ৭৬ শতাংশ খেলনা আমদানি করত চিন থেকে। কিন্তু এরপর আমদানিতে রাশ টানে কেন্দ্র। ফলে ২০১৩ সালে যেখানে চিন থেকে আমদানি করা খেলনার পরিমাণ অর্থমূল্যে ছিল ২১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার, তা ২০২৪ সালে কমে দাঁড়ায় ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ডলারে। এর ফলে ভারতের খেলনা আমদানিতে চিনের অংশীদারি ৯৪ শতাংশ থেকে ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ কার্যকর হলে তা দেশীয় খেলনা শিল্পের পরিসর অনেকটা বাড়িয়ে দেবে।

কর্ণাটকে মৃত্যুপথযাত্রীর 'নিষ্কৃতি মৃত্যু'

বেঙ্গালুরু, ১ ফেব্রুয়ারি : দুরারোগ্য রোগীদের জন্য সম্মানজনক মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে দিল কর্ণাটক। সে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার 'নিষ্কৃতি মৃত্যু' অনুমোদন করেছে। নতুন নিয়মে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ এবং সুস্থ হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই, তাঁদের সম্মানজনকভাবে মৃত্যুর সুযোগ দেওয়া হবে।

কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও এই সিদ্ধান্তকে 'প্রগতিশীল' বলে অভিহিত করে বলেন, 'নিষ্কৃতি মৃত্যুর নীতি এখন আইনসম্মত হওয়ায় গুরুতর অসুস্থ রোগীদের পরিবারের সিদ্ধান্ত নিতে আর কোনও অসুবিধা হবে না।' মন্ত্রীর আরও বক্তব্য, অনেক রোগী দীর্ঘদিন ধরে অসহায় অবস্থায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হন। তাঁরা ছটফট করেন যন্ত্রণায়, কথা বলতে পারেন না, এমনকি সাড়াও দেন না কোনও চিকিৎসাতেই। অথচ রোগীর পরিবারের সদস্যরা মানবিক কারণে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ম না থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে দোটানায় পড়ে যান। শেষমেশ দেখা যায়, রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে সর্বস্বান্ত হয়েছে পরিবারও। এই আবহে ভুক্তভোগীদের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত কিছুটা হলেও মানসিক শান্তি বয়ে আনবে।'

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, যদি কোনও রোগী দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায় সাড়া না দেন এবং সুস্থ হওয়ার আশা না থাকে তাঁর, তাহলে লাইফ সাপোর্ট বা চিকিৎসা বন্ধ করা যেতে পারে।

'প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত'

তবে এটি করতে হবে একটি নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, 'নিষ্কৃতি মৃত্যু'র প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যে কোনও হাসপাতালকে দ্বিস্তরীয় মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে হবে। এই বোর্ডে থাকবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা—যেমন নিউরোলজিস্ট, নিউরোসার্জেন, সার্জেন, অ্যানেস্থেটিস্ট বা আইসিইউ বিশেষজ্ঞ। এই বোর্ড রোগীর পরিবারের সম্মতি নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেবে।

এছাড়া রোগীর অবস্থা নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত আদালতে নথিভুক্ত করতে হবে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রথম শ্রেণির বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটকে (জেএমএফসি) জানাতে হবে এবং হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার অফিসে সেই রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

'নিষ্কৃতি মৃত্যু' বা সম্মানজনকভাবে জীবনাবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে 'অ্যাডভান্স মেডিকেল ডাইরেক্টিভ' (এএমডি) বা 'লিভিং উইল'-এর ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন সুস্থ ও সচেতন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আগে থেকেই লিখিতভাবে জানিয়ে রাখতে পারবেন, যদি তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজের চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা হারান, তাহলে তাঁর কী ধরনের চিকিৎসা নেওয়া হবে বা বন্ধ করা হবে।

হর্ষিত-ইস্যুতে কটাক্ষ বাটলারের

পুনে, ১ ফেব্রুয়ারি : কনকাশন সাব নাকি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার?

শিবম দুবের কনকাশন সাব হিসেবে হর্ষিত রানার খেলা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। ইংল্যান্ড শিবিরের অভিযোগ আইসিসি-র নিয়মের ফায়দা তুলতে ক্রিকেটীয় স্পিরিটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে ভারত। কোনও যুক্তিতেই শিবমের 'লাইক ফর লাইক' পরিবর্ত নয় হর্ষিত।

জস বাটলারদের অভিযোগ, শিবম ব্যাটিং-অলরাউন্ডার। হর্ষিত সেখানে পুরোদস্তুর ফাস্ট বোলার। কীভাবে দুইজনে একই ধরনের প্লেয়ার হতে পারে? সুযোগ অবশ্য পুরোদস্তুর কাজে লাগিয়েছেন ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে কনকাশন সাব হিসেবে টি২০ ফরম্যাটে অভিষেক ঘটানো হর্ষিত।

ম্যাচ রেফারির কোর্টে বল ঠেললেন মরকেল

ম্যাচ হেরে হর্ষিত-ইস্যুতে রীতিমতো তোপ দাগছে প্রতিপক্ষ। বাটলারের কটাক্ষ-দুইজনকে একই 'ব্র্যাকেটে' রাখতে হলে, হয় শিবমের বলের গতি বাড়াতে হবে, নাহলে হর্ষিতকে ব্যাটিংয়ে অনেক উন্নতি করতে হবে। সেক্ষেত্রেই একমাত্র পরস্পরের 'কনকাশন সাব' হতে পারে শিবম-হর্ষিত।

ভারতীয় ইনিংসের শেষ ওভারে শিবমের হেলমেটে আঘাত লাগে জেমি ওভারটনের বল। ইংল্যান্ড ইনিংসের শুরুতে শিবম মাঠে ছিলেন না। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ওভারের পর পরিবর্ত হিসেবে হরসিতের অন্তর্ভুক্তি। পরিবর্তনটা ম্যাচের ফলাফলে রীতিমতো প্রভাব ফেলে।

কেভিন পিটারসেনের অভিযোগ, 'শিবমের পরিবর্ত কখনই হর্ষিত নয়। বিশ্বের যে কোনও মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে একথাই বলবে। শিবম অলরাউন্ডার, হর্ষিত পেসার।' মাইকেল ভনের কথায়, একজন অলরাউন্ডার যে কিনা পার্টটাইম বল করে, তার পরিবর্ত কীভাবে একজন বিশেষজ্ঞ পেসার হতে পারে। অ্যালাস্টেয়ার কুক জানান, তিনি অবাক শিবমের বদলি হিসেবে হর্ষিতকে মাঠে নামতে দেখে।

ভারত অবশ্য দায় নিজেদের কাঁধে নিতে নারাজ। সাংবাদিক সম্মেলনে বোলিং কোচ মরনি মরকেল বল ঠেলেছেন ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথের কোর্টে। বলেছেন, 'ব্যাটিংয়ের পর সাজঘরে ফিরে শিবমের মাথায় ব্যথা শুরু হয়। কনকাশন পরিবর্ত হিসেবে ম্যাচ রেফারির কাছে একটা নাম জমা দেওয়া হয়। ম্যাচ রেফারি তা মেনে নেওয়ায় হর্ষিত খেলেছে। ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

আইসিসি-র নিয়ম অনুসারে একই ধরনের ক্রিকেটারকে কনকাশন পরিবর্ত করা যেতে পারে। যেন কোনও দল যাতে অতিরিক্ত সুবিধা না পেয়ে তাকে। ভারতের হাতে শিবমের মতো পেস-অলরাউন্ডার হিসেবে দলে ছিলেন রামনদীপ সিং। কিন্তু হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি আগুনে ঘি ঢালে।

বাটলারের তীর্যক মন্তব্য, 'মোটেই সঠিক পরিবর্ত নয়। অলরাউন্ডারের জায়গায় কেন ফাস্ট বোলার? হয় শিবমকে বলের গতি আরও ২৫ কিলোমিটার বাড়াতে হত, নাহলে হর্ষিতকে ব্যাটিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। তবে দুইজনের মধ্যে মিল থাকত। আমি খুশি নই।'

যাকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই হর্ষিত উচ্ছ্বাসে ভাসছেন। লিয়াম লিভিংস্টোনের পর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জেকব বেথেল, ওভারটনের উইকেট তুলে নেওয়া হর্ষিত জানান, হঠাৎ নোটিশে মাঠে নামতে হলেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কোনও অসুবিধা হয়নি।

আইপিএলের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে হর্ষিত বলেছেন, 'আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ডেথ ওভারে বল করেছি। কোন পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয় জানি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আইপিএলে যেভাবে বল করি, সেভাবেই করেছি। তাতেই সাফল্য।'

শিবম দুবের কনকাশন সাব হিসেবে মাঠে নেমে তিন উইকেট নিলেন হর্ষিত রানা। সেইসঙ্গে উসকে দিলেন নতুন বিতর্ক।

ছন্দে ফিরতে মরিয়া সূর্য-সঞ্জুরা

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি : সিরিজ জয় সম্পন্ন।

রবিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দ্বৈরথ কার্যত নিয়মরক্ষার ম্যাচ। ভারতের জন্য জয়ের ব্যবধান বাড়ানোর হাতছানি। ইংল্যান্ড মুখিয়ে ব্যবধান কমিয়ে সিরিজ হারের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেওয়া।

দুই শিবিরের চাওয়া-পাওয়ার অঙ্ক মেলানোর মাঝে উঁকি মারছে ব্যক্তিগত হিসেব-নিকেশও। বিশেষত, সিরিজ জয়ের মাঝেও ভারতীয় শিবিরে চিন্তার কারণ টপ অর্ডারের ব্যর্থতা। তালিকার শীর্ষে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সঞ্জু স্যামসন।

গত কয়েকটি সিরিজের স্বপ্নের ফর্ম থেকে ব্যর্থতার রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি সঞ্জু। পায়ের নীচে জমি, ভারতীয় টি২০ দলে জায়গা যখন পাকা মনে হচ্ছিল, তখনই চলতি সিরিজের ব্যর্থতা সঞ্জুকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। কেউ কেউ টেকনিকে বড়সড়ো খুঁত দেখছেন।

সূর্যর খারাপ ফর্মের শুরু নেতৃত্বের গুরুভার কাঁধে নেওয়া থেকে। দল টগবগিয়ে ছুটছে, কিন্তু উলটো ছবি 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি'-র ব্যাটে। ক্রিজে নেমেই তাড়াহুড়ো করছেন সূর্য। শুরু থেকেই আড়া চালাতে গিয়ে ইংল্যান্ড পেসারদের এক্সপ্রেস গতির বলে টাইম করতে পারছেন না। প্রশ্ন, নিজের ঘরের মাঠে জোফ্রা আর্চার-আদিল রশিদের হার্ডল টপকে সূর্যের ব্যাটের 'গ্রহণ' কি কাটবে? উত্তর খুঁজবেন ভক্তরা।

ক্রিকেট বিশ্ব আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মুডে। বিভিন্ন প্রান্তে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ চললেও মেগা আসরের জন্য কোমর কষছে অংশগ্রহণকারী আট দেশই। দুবাইয়ে উড়ে যাওয়ার আগে ভারত-ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে শেষবেলার প্রস্তুতি হিসেবে।

মহম্মদ সামির ফিটনেস, বোলিং-ছন্দ ফিরে পাওয়া যে লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ। রাজকোটে ১৫ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে সামির নির্বিষ বোলিং চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। ছন্দে ফিরতে দরকার কয়েকটা ম্যাচ। আগামীকাল ওয়াংখেড়ের কালো মাটির পিচে নিয়মরক্ষার টক্কর সামির জন্য ভালো প্রস্তুতির মঞ্চ হতে পারে।

তবে, গৌতম গম্ভীরের প্রথম এগারো কী হবে, বলা কঠিন। বোলিং কোচ মরনি মরকেল অবশ্য বলেছেন, 'সামি ভালোই বোলিং করছে। ওর বোলিংয়ে কিপিং করছিলাম। বেশ জোরে বল করছে এই মুহূর্তে। হয়তো পরের ম্যাচেই (মুম্বই) আবার ও খেলবে। দেখা যাক শেষপর্যন্ত কী হয়।'

আরও একটা আইসিসি ট্রফি জয়ে রোহিত শর্মার অন্যতম পেস অস্ত্র নিঃসন্দেহে অর্শদীপ সিং। টি২০ ফরম্যাটে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতে পেস ব্রিগেডে নেতৃত্বও দিয়েছেন। বাঁহাতির যে ফর্ম টি২০ বিশ্বকাপের পর তুরুপের তাস হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও।

ভারতীয় দলের ভারসাম্যে হার্দিক পান্ডিয়ার বিকল্প এই মুহূর্তে নেই গম্ভীরদের হাতে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও হার্দিকের ফর্ম স্বস্তি দেবে। নিজের ব্যাটিং নিয়ে হার্দিকও বলেছেন, 'বরাবরই ব্যাট করতে ভালোবাসি। ওটা আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি থাকে। দলকে জেতানো পারফরমেন্স। রাতের ঘুমটা আজ দারুণ হবে।'

আগামীকাল হার্দিক হয়তো বিশ্রামে। পরিবর্ত হিসেবে অলরাউন্ডার রামনদীপ সিংকে সম্ভবত রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়েতে নামবেন হ্যারি ব্রুক, জস বাটলারদের চ্যালেঞ্জ সামলাতে। সঙ্গী আইপিএল সতীর্থ হর্ষিত রানা।

ইংল্যান্ডের আজ মুখরক্ষার ম্যাচ

সূর্যকুমার যাদবের টানা অফফর্ম চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

পঞ্চম টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা,
স্থান : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস ও হটস্টার

শিবম দুবের কনকাশন সাব হয়ে অভিষেকেই বাজিমাত হর্ষিতের। পছন্দের তরুণ পেসারকে কাল ফের খেলাতে চাইবেন গম্ভীরও। কনকাশন সাব নিয়ে ধুন্ধুমার বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে হর্ষিতও ফের সেরাটা দেওয়ার জন্য তৈরি।

ব্যাটে না এলেও বিন্দাস মেজাজে সূর্য। নিজে ব্যর্থ, কিন্তু দল টগবগিয়ে ছুটছে। যে খুশি নিয়ে সূর্য বলেছেন, 'দলগত প্রয়াসের ফল সিরিজ জয়। সবাই সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়ার ইনিংসের কথা বলব। চাপের মুখে দুর্দান্ত ব্যাট করল। ওদের ইনিংসই আমাদের ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়।'

স্কাইয়ের মুখে বোলারদের গুণগানও। বিশেষ করে প্রথম টি২০ ম্যাচে খেলতে নামা হরসিতের বোলিংয়ে উচ্ছ্বসিত। পাশাপাশি অধিনায়কের দাবি, ইংল্যান্ড একসময় ভালো জায়গায় থাকলেও তারা ঘাবড়ে যাননি। চাপে পড়েননি। বিশ্বাস ছিল ২-১টা উইকেট এলেই ম্যাচের রং বদলে যাবে। আগামীকাল সেই বিশ্বাসটুকু সঙ্গী করে জয়ের মেজাজে 'হ্যাপি এন্ডিংয়ে' চোখ সূর্য ব্রিগেডের।

প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও পাঞ্জাবকে ভাঙলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লার দুই অস্ত্র- সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও বালুরঘাটের সুমিত মোহান্ত।

স্টেডিয়াম নিয়ে ভারতকে কটাক্ষ পিসিবির

লাহোর, ১ ফেব্রুয়ারি : সীমান্তের ওপার থেকে ক্রমাগত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সন্দেহ প্রকাশ করছে পাকিস্তান সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন করতে পারবে কিনা। তাদের দেখিয়ে দিতে চাই, পাকিস্তান প্রস্তুত। সফলভাবেই অনুষ্ঠিত হবে মেগা আসর।

নাম না করেই ভারতের উদ্দেশে এমনই তীর্যক প্রতিক্রিয়া পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির। টুর্নামেন্টের তিন কেন্দ্র লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের পুনর্গঠনের কাজে অগ্রগতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চাপানউতোর চলছে। আশঙ্কা, নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ সম্পন্ন হওয়া নিয়ে।

লাহোরে গদ্দাফি স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনেও এরকমই একঝাঁক প্রশ্নের মুখে পড়ে মেজাজ হারান পিসিবি চেয়ারম্যান। জবাব দিতে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। কটাক্ষের সুরে নকভি বলেছেন, 'সীমান্তের ওপারের কিছু মানুষ এবং আরও কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নাকি পাকিস্তান থেকে সরে যাবে। সময়মতো স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হবে না। তাদের বলতে চাই, আমরা প্রস্তুত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তো বটেই, তার আগে ত্রিদেশীয় সিরিজও হবে সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামগুলিতেই।'

তিনটি স্টেডিয়াম ১১ ফেব্রুয়ারি আইসিসি-র হাতে তুলে দেওয়ার কথা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তিন কেন্দ্রে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজও খেলবে পাকিস্তান। বাইশ গজের প্রস্তুতির পাশাপাশি স্টেডিয়ামগুলির ড্রেস রিহার্সালও হয়ে যাবে।

> সীমান্তের ওপারের কিছু মানুষ এবং আরও কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নাকি পাকিস্তান থেকে সরে যাবে। সময়মতো স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হবে না। তাদের বলতে চাই, আমরা প্রস্তুত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তো বটেই, তার আগে ত্রিদেশীয় সিরিজও হবে সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামগুলিতেই।
>
> **মহসিন নকভি**
> পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান

নকভির দাবি, বিন্দুমাত্র ত্রুটি খোঁজার সুযোগ দেবেন না তাঁরা। সমস্ত দলের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। সফলভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে দিনরাত পরিশ্রম করছে পিসিবি। তবে অধিনায়কদের ফোটোশুট, প্রেস কনফারেন্স বাতিল হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

নকভির যুক্তি, মূলত খেলোয়াড়দের ব্যস্ত সূচির কারণেই বাতিলের সিদ্ধান্ত। ১৬ ফেব্রুয়ারি জাঁকজমক করেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে।

স্টেডিয়ামগুলির পুনর্গঠনের কাজে আর্থিক সাহায্যের জন্য ফের আইসিসি-র শরণাপন্ন পিসিবি। নকভির যুক্তি, খরচ ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক বাজেটকে। মূলত স্টেডিয়ামের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের কাজের বাড়তি খরচই সমস্যার কারণ। আইসিসি আধিকারিকদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা চলছে। পিসিবি-র বিশ্বাস, দ্রুত সমস্যার হাল বেরিয়ে আসবে।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অংশগ্রহণকারী সর্বশেষ দেশ হিসেবে দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। ঘোষিত দলে বাদ পড়ার তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ নাম সাইম আয়ুব (চোট রয়েছে)। নেতৃত্বে প্রত্যাশামাফিক মহম্মদ রিজওয়ান। সহ অধিনায়ক সলমান আলি আঘা। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দলের তিন সদস্য বাবর আজম, ফখর জামান ও ফাহিম আশরফ রয়েছেন। বাকিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হ্যারিস রউফ, শাহিন শা আফ্রিদি, সাউদ শাকিল।

ইনিংসেই জিতল বাংলা

পাঞ্জাব-১৯১ ও ১৩৯
বাংলা-৩৪৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ম্যাচ? নাকি পাড়ার ম্যাচ?

এভাবেও আত্মসমর্পণ করা যায়, দেখাল পাঞ্জাব। গতকালের ৬৪/৩ থেকে শুরু করে আজ বাংলা বনাম পাঞ্জাব রনজি ট্রফি ম্যাচের তৃতীয় দিনে এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ের মধ্যে ১৩৯ রানে অল আউট পাঞ্জাব। ইনিংস ও ১৩ রানে হারের মধ্যে পাঞ্জাব ক্রিকেটের যে অসহায়তা সামনে এল, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

ভোররাতে সামান্য বৃষ্টি। ঘন কুয়াশায় ঢাকা সকাল। বেলার দিকে যখন রোদের দেখা মিলল, ততক্ষণে বাংলার কাছে ম্যাচ হেরে অমৃতসরের পথে রওনা হয়ে গিয়েছে পাঞ্জাব দল। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (৬৯/৪), সুমিত মোহান্তদের (২৯/৩) দাপটে বাংলার জয় এল বড্ড দ্রুত। সঙ্গে এল সাত পয়েন্টও। কিন্তু বাস্তবে কোনও লাভ হল না। লিগ টেবিলে ২১ পয়েন্টে শেষ করার পর স্বাভাবিকভাবেই কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায় যন্ত্রণার সুর। বলছিলেন, 'বিহার ও কেরল ম্যাচে যদি পয়েন্ট পাওয়া যেত, তাহলে আজকের দিনে এই যন্ত্রণাটা হত না। আমি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে অনুরোধ করব, অক্টোবরের শেষ ও নভেম্বরের শুরুতে পূর্বাঞ্চলে খেলা দেওয়ার ব্যাপারে নতুনভাবে ভাবতে। আর রনজি ট্রফির মাঝে যেন কোনও বিরতি না থাকে।'

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অনায়াস ও দাপুটে জয়ের ম্যাচে বাংলা দলের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বালুরঘাটের সুমিত। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'আগামীর তারকা বোলার।' ইডেন গার্ডেন্সে আজ বাংলার বিরুদ্ধে লজ্জার হারের পর পাঞ্জাবের কোচ জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফরও সুমিতের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মধ্যে আগামীর সম্ভাবনা দেখেছেন জাফরও।

স্যান্টোসে ফিরে আবেগে ভাসলেন নেইমার

স্যান্টোস, ১ ফেব্রুয়ারি : 'রাজপুত্রর প্রত্যাবর্তন।' শনিবার ব্রাজিলের ক্লাব স্যান্টোস নেইমার ও পেলের ছবি সহযোগে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছে। তার ক্যাপশনে যা লেখা হয়েছে তার বাংলা তর্জমা করলে এটাই দাঁড়ায়। একইসঙ্গে লেখা, 'রাজা ও রাজপুত্র। এভাবেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো হোক।'

এক যুগ পর স্যান্টোসে ফিরলেন নেইমার। গ্যালারি ভরা সমর্থকদের সামনে তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল ব্রাজিলের ক্লাবটি। আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করে তিনি সতীর্থদের সঙ্গে পরিচিত হন। ক্লাব কর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এরপর গায়ে চাপান স্যান্টোসের জার্সি। সেই জার্সিতে চুম্বন করার পরই আবেগে কেঁদে ফেলেন নেইমার। ব্রাজিলের ক্লাবে ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন তিনি। স্যান্টোসে একসময় যে জার্সিতে মাঠ দাপিয়ে বেড়াতেন ফুটবল সম্রাট পেলে।

এই জার্সিটা নেইমারের কাছেও তাই বাড়তি আবেগ। বলেছেন, 'সম্রাট পেলে, সিংহাসন, মুকুট এখনও আপনার। আপনি চিরকালের। এই ১০ নম্বর জার্সি পাওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। এর সম্মান রাখার আপ্রাণ চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' কেন স্যান্টোসে ফিরলেন? নেইমার বলছেন, 'আল হিলালে ভালো ছিলাম ঠিকই। কিন্তু শেষের দিকে মন বসছিল না। এর মধ্যেই স্যান্টোসের ডাক পাই। তাই আর ভাবিনি।'

কেরিয়ারের সম্ভবত শেষ রনজি ট্রফির ম্যাচে দিল্লির সদস্যদের সঙ্গে ফোটোসেশনে বিরাট কোহলি। শনিবার।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা হল না বিরাটের

পিচ বিকৃতির অভিযোগ জম্মু ও কাশ্মীরের

ভদোদরা, ১ ফেব্রুয়ারি : পিচ বিকৃতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ রনজি ম্যাচে।

হোম টিম বরোদার বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছে প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর। সুবিধা আদায় করতে রাতারাতি পিচের চরিত্র বদল করা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের শেষে যেই অবস্থায় পিচ ছিল, আজ তৃতীয় দিনের সকালে তার থেকে অনেকটাই বদলেছে।

ভদোদরার রিলায়েন্স স্টেডিয়ামে গ্রুপ 'এ'-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। প্লে-অফে পৌঁছোতে জিততে হবে পরিস্থিতি দুই দলের সামনে। প্রথম দুইদিনের শেষে অ্যাডভান্টেজ জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ছিল ১২৫/১। ২০৫ রানের লিড। অভিযোগ, প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের চাপে ফেলতে বোলারদের সুবিধা দিতে পিচে নাকি জল ঢালা হয়েছে!

জম্মু ও কাশ্মীরের কোচ অজয় শর্মা আম্পায়ারদ্বয় পশ্চিম পাঠক, রবি তেজার পাশাপাশি ম্যাচ রেফারি অর্জন কৃপাল সিংয়ের কাছে অভিযোগ করেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে খেলা শুরুর দেরির জন্য 'পিচ ভিজে' থাকার কথা উল্লেখও করা হয়।

বরোদা অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তি, শীতের সকালে পিচে এই রকম ভিজে ভাব থাকে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। জম্মু ও কাশ্মীরের কোচের অভিযোগ মিথ্যা। এই নিয়ে বোর্ডের কাছে নালিশ জানানো হবে। শেষপর্যন্ত ৩১৪ রানে এগিয়ে ২৮৪ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় জম্মু ও কাশ্মীরের। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে বরোদা ৫৮/২। আগামীকাল শেষদিনে রুদ্ধশ্বাস পরিণতির অপেক্ষা।

এদিকে, দিল্লি-রেলওয়ে ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগই পেলেন না বিরাট কোহলি। প্রথম ইনিংসে ১৫ বলে ৬ রান করে আউট হন। ভক্তরা আশায় ছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে আক্ষেপ মিটবে। কিন্তু রেলওয়ে ইনিংস ও ১৯ রানে পরাজিত হওয়ায়, বিরাটকে সম্ভবত নিজের শেষ রনজি ম্যাচে আর ব্যাট হাতে নামতে হয়নি। দিল্লির ৩৭৪-এর জবাবে রেলওয়ে দুই ইনিংসে করে ২৪১ ও ১১৪।

প্রত্যাশা না মিটলেও এদিনও বিরাটকে ঘিরে আবেগের কোলাজ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। ডিডিসিএ-র তরফে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। বিরাটের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ স্মারক। আর খেলার মাঝে ব্যারিকেড অতিক্রম করে মাঠে ঢুকে ভক্তদের অত্যাচার তো ছিলই।

ফুটবলারদের পারফরমেন্সে গর্বিত অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : মুম্বইয়ে গিয়ে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে পয়েন্ট কেড়ে নেওয়া। শুধু খুশি নন, ফুটবলারদের পারফরমেন্সে রীতিমতো গর্বিত লাল-হলুদ কোচ।

দলে একাধিক ফুটবলারের চোট। রীতিমতো ভাঙাচোরা দল নিয়েও যে উজ্জীবিত ফুটবল শুক্রবার মুম্বই ফুটবল এরিনায় উপহার দেন রিচার্ড সেলিস-পিভি বিষ্ণুরা তাতে কোচের গর্বিত হওয়ারই কথা। শুধু তিনিই নন, উচ্ছ্বসিত সমর্থকরাও। কেউই ভাবেননি, মাত্র তিন বিদেশি নিয়ে এবং একাধিক চোট থাকার পরও তাঁদের প্রিয় দল এত ভালো খেলবে। ম্যাচের পর অস্কার ব্রুজো বলেছেন, 'দলে প্রচুর চোট থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রথমার্ধে অন্যতম সেরা ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল আসেনি। সেটা এলে হয়তো দ্বিতীয়ার্ধে আমরা বাড়তি মনোবল নিয়ে নামতে পারতাম। তবু ইতিবাচক দিক হল, প্রতি ম্যাচের পর আমরা আরও সংগঠিত, আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছি। মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী আক্রমণাত্মক দলের বিপক্ষে ক্লিন শিট রাখতে পারা আরও আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।' দ্বিতীয়ার্ধের কিছু সময় ছাড়া ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল ইস্টবেঙ্গলের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই দলের প্রশংসা কোচের মুখে, 'এই ম্যাচের সেরা দল আমরাই। প্রথমার্ধেই আমরা মুম্বইকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতায় রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করায় ওরা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আজ আগে থেকেই ওদের পরিকল্পনার পালটা কৌশল তৈরি ছিল। তিন পয়েন্টের জন্য এসেছিলাম। সেটা হল না কিন্তু আরও ভালো হতেই পারত।'

সেলিস এই ম্যাচে নজরকাড়া ফুটবল খেলেন। আর এক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসের শট ও হেড পোস্টে না লাগলে সত্যিই হয়তো ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরত ইস্টবেঙ্গল।

গম্ভীরের পাখির চোখ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

'বড় ভূমিকা নেবে কোহলি-রোহিত'

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি : ব্যর্থতা ঝেড়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই চ্যাম্পিয়নের মেজাজে ফিরবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের সাফল্যের বড় ভূমিকাও পালন করবেন বহুযুদ্ধের সফল দুই সেনানী। বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠানের ফাঁকে এমনই আস্থার কথা শুনিয়েছেন গৌতম গম্ভীর।

বিরাট-রোহিতের অফফর্ম নিয়ে আশঙ্কাকে পাত্তা না দিয়ে ভারতীয় দলের হেডকোচের দাবি, 'এখনও দুজনের মধ্যে সাফল্যের খিদে অসম্ভব। দেশের হয়ে খেলা এবং সাফল্য এনে দেওয়ার জন্য এখনও মরিয়া। আমি নিশ্চিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট, রোহিত বড় ভূমিকা নেবে। শুধু বাইশ গজেই নয়, সাজঘরেও দুজনের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।'

মানছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভুলের সুযোগ কম। একটা হারে স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে যে কোনও সময়। গম্ভীরের কথায়, 'ওডিআই বিশ্বকাপ আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ প্রতিটি ম্যাচই কার্যত ডু অর ডাই পরিস্থিতি। আশাকরি শুরুতেই রিংটোন সেট করে নিতে পারব। মূল কথা, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ৫টি ম্যাচই জিততে হবে।'

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে শুরু। ২৩-এ ভারত-পাক মহারণ। যদিও গম্ভীরের মতে পাক ম্যাচের সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে থাকলেও ফাইনাল সহ পাঁচটা ম্যাচই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পা হড়কানোর সুযোগ নেই। পাখির চোখ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সেটাই লক্ষ্য মিশন দুবাইয়ে।

টি২০ দলের সাফল্য প্রসঙ্গে গম্ভীর জানান, সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে তাঁর কম্বিনেশন জমে গিয়েছে। দুজনেই ভয়ডরহীন ক্রিকেটে বিশ্বাসী। তরুণ ব্রিগেডের মধ্যেও সেই ঝাঁঝ। দুর্দান্ত একটা দল হয়ে ওঠার সবরকম মশলা রয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হল শচীন তেন্ডুলকারকে। তুলে দিলেন আইসিসি সভাপতি জয় শা।

অভিষেক পোড়েল ও প্রদীপ্ত প্রামাণিকের কাঁধে চেপে শেষবার প্রিয় ইডেন গার্ডেন্স ছাড়ছেন ঋদ্ধিমান সাহা। শনিবার কলকাতায় অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

অবসরের পর একান্ত সাক্ষাৎকারে ঋদ্ধিমান

‘পরজন্মে হতে চাই এফ ওয়ান ড্রাইভার’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : কেউ পেলেন ব্যাট। কেউ প্যাড। আবার কারও আবদার মিটিয়ে ক্রিকেট কিট ব্যাগ খুলে বের করে দিলেন ব্যাটিং ও উইকেটকিপিংয়ের গ্লাভস।

জার্সির আবদারও অনায়াসে, হাসিমুখে মেটালেন। সঙ্গে অকাতরে দিলেন অটোগ্রাফ ও সেলফি। শেষ দুপুরে ক্রিকেটের নন্দনকাননের সাজঘর থেকে শেষবারের মতো ঋদ্ধিমান সাহা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, সিএবি-র এক কর্মী তাঁর ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে পাপালি বলে দিলেন, ‘চিরকাল নিজের ব্যাগ নিজেই বয়েছি। আজও তাই করব।’

টুকরো টুকরো কত ছবির কোলাজ!

সকালের কুয়াশাঘেরা ইডেন গার্ডেন্সে পাঞ্জাবকে হারানোর পরই পিচের ধারে প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও অভিষেক পোড়েল কাঁধে তুলে নিলেন পাপালিকে। মাঠ থেকে বেরিয়ে এলেন রাজকীয় ভঙ্গিতে। কিন্তু সাজঘরে ঢোকা হল না। বর্তমান থেকে প্রাক্তনদের গ্রহে ঢোকার পরও অন্তত ঘণ্টা চারেক ইডেনেই ছিলেন পাপালি। পরিচিত সব সাংবাদিকের আবদার মিটিয়ে দিলেন সাক্ষাৎকার। সবার সঙ্গেই তুললেন সেলফি। আর সবশেষে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে দিলেন একান্ত সাক্ষাৎকার। মেলে ধরলেন মনের জানালা। বলে দিলেন, পরজন্মে তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু পরজন্ম বলে কিছু থাকলে ক্রিকেটার নয়, ফর্মুলা ওয়ান ড্রাইভার হতে চান তিনি। কারণ, গতি যে বড্ড টানে তাঁকে।

প্রাক্তন হওয়ার মুহূর্তের অনুভূতি

হয়তো আগেই অবসর নিয়ে নিতাম। এক বছরের বেশি আগে থেকেই ভাবনা তেমন ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী রোমি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সেটা হতে দেননি। বলতে পারেন, ওঁদের জন্যই আমি ইডেন থেকে এই মরশুম শেষে অবসর নিলাম। আসলে আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বৃত্তটা আজ পূর্ণ হল।

সতীর্থদের কাঁধে চড়া

ছোটবেলায় হয়তো বাবা-কাকাদের কাঁধে চড়েছি। ক্রিকেট মাঠে এই প্রথম। প্রদীপ্ত-অভিষেকরা যখন কাঁধে তুলে নিয়েছিল, প্রথমে মনে হয়েছিল পড়ে না যাই (হোহো হাসি)।

চোখের কোণে কি জল ছিল

আপনি আমায় অন্তত কুড়ি বছর ধরে চেনেন, আমার জীবনের অনেক কিছুর সাক্ষী আপনি। আপনার কি মনে হয় আমি এতটা আবেগপ্রবণ? না, চোখের কোণে জল ছিল না আমার।

দীর্ঘ কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত

বাংলার হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে জেতা, যা চিরকাল মনে থাকবে। আবার ফাইনাল খেলার পরও কখনও রনজি জিততে না পারার আক্ষেপটাও থেকে যাবে।

জীবনের সম্ভাব্য বদল

সবকিছুই একইরকম থাকবে। আপনাদের সবার সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে। শুধু কাল থেকে ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে হাজির হব না। বাচ্চাদের নিয়ে আমার কোচিং ক্যাম্পে থাকব। শুধু ভূমিকাটা বদলে যাবে।

ইডেনে আপনার নামে স্ট্যান্ড

এব্যাপারে আমি কী বলব। যাঁদের নামে ইডেনে স্ট্যান্ড রয়েছে, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই আমার চেয়ে বেশি যোগ্য। এর বেশি কিছু বলার নেই। আমি হয়তো তেমন কিছু করিনি।

নিজের জন্য খেললে পরিসংখ্যান ভালো হত

আমি এভাবে কখনও ভাবিনি। বরাবরই দলের জন্য ভেবেছি। তবে ভারতীয় দলের কথা যদি বলেন, তাহলে বলব নিজের কথা ভেবে খেললে হয়তো আমার পরিসংখ্যান আরও ভালো হত। কিন্তু সেটা আমার চরিত্র নয়।

কখনও বাংলার স্থায়ী অধিনায়ক না হওয়া

আমি বাংলার অধিনায়কত্ব করেছি, তবে সেটা স্টপগ্যাপ হিসেবে। দীর্ঘসময়ের জন্য সেটা হয়নি। কারণটা আপনি জানেন। আজ আর বলব না। আজ শেষ দিনের পাঞ্জাবের সাত উইকেট পড়ে যাওয়ার পর মাঠে আমিই অধিনায়ক ছিলাম।

জাতীয় দলের সেরা মুহূর্ত

শচীন তেন্ডুলকারের হাত থেকে টিম ইন্ডিয়ার টুপি পাওয়া। ওই মুহূর্তটা চিরকালীন হিসেবে থেকে যাবে আমার মনে। কারণ, শচীনের থেকে বড় ক্রিকেটার দেখিনি আমি। উনিই সেরা।

বিরাট-রোহিতের ভবিষ্যৎ

আমি নিশ্চিত আগামীদিনে ওরা সফল হবেই। আর তখন সমালোচকরাও ডিগবাজি খাবে। একটা, দুটি সিরিজ দিয়ে বিরাটদের বিচার হয় না।

জীবনকে রিওয়াইন্ড করলে কী চাইতেন

(একটু ভেবে) ক্রিকেটার না হয়ে তখন এফ ওয়ান ড্রাইভার হওয়ার কথা ভাবতাম।

পরের জন্মে কি তাই হতে চাইবেন

পরজন্মে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু তারপরও যদি বলেন, তাহলে আমার জবাব হ্যাঁ, ফর্মুলা ওয়ান ড্রাইভারই হতে চাইব।

কীভাবে আপনাকে মনে রাখবে দুনিয়া

ভালো মানুষ হিসেবে মনে রাখলেই হবে। আর কিছু চাই না।

বাইশ গজ ছুঁয়ে ক্রিকেটকে বিদায় ঋদ্ধিমান সাহার। ইডেন গার্ডেন্সে শনিবার।

ঋদ্ধির প্রথম ও শেষ

রনজি অভিষেক
হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে, ইডেন গার্ডেন্স (৪ নভেম্বর, ২০০৭), রান- অপরাজিত ১১১

শেষ টেস্ট
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, ওয়াংখেড়ে (৩ ডিসেম্বর ২০২১), রান- ২৭ ও ১৩

শেষ রনজি ম্যাচ
পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে, ইডেন গার্ডেন্স (৩০ জানুয়ারি, ২০২৫), রান- ০

ওডিআই অভিষেক
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, গুয়াহাটি (২৮ নভেম্বর, ২০১০), রান- ৪

টেস্ট অভিষেক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে, নাগপুর (৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০), রান- ০ ও ৩৬

শেষ ওডিআই
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, হায়দরাবাদ (৯ নভেম্বর, ২০১৪), রান- অপরাজিত ৬

ফরম্যাট	টেস্ট	ওডিআই	ফার্স্ট ক্লাস	লিস্ট এ
ম্যাচ	৪০	৯	১২২	১০২
অর্ধশতরান	৬	০	৩৮	১৯
শতরান	৩	০	১৩	২
মোট রান	১৩৫৩	৪১	৬৪২৩	২৭৬৩
সর্বোচ্চ রান	১১৭	১৬	২০৩*	১১৬
ক্যাচ	৯২	১৭	৩১৩	১২৫
স্টাম্পিং	১২	১	৩৭	১৫

সংকলন : সোয়েব আজম

আবেগ সামলে গুরুকে শান্ত করলেন পাপালি

উইকেটকিপিং কোচ করা হোক ওকে : জয়ন্ত

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : জানতামই দিনটা একদিন আসবে। তারপরও কেন এত মন খারাপ লাগছে?

দুপুর নাগাদ ঋদ্ধিমান সাহা ফোন করতেই কথাটা বলে উঠলেন জয়ন্ত ভৌমিক। ছোটবেলার কোচকে সিএবি-তে তাঁর সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে ফোন করে তখন কিছুটা থমকেই গিয়েছিলেন ঘণ্টাচারেক আগে সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানানো শিলিগুড়ির পাপালি। প্রাথমিক হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে গুরুকে শান্ত করার দায়িত্বটা অবশ্য তিনিই নিলেন। বললেন, ‘সব ভালোর মতো আমার ক্রিকেটার সত্তারও আজ শেষ হল। বাইশ গজ থেকে বিদায় নিলেও আমি ক্রিকেটেই থাকছি।’

ঋদ্ধির থেকে আশ্বাস পেয়ে জয়ন্তও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, ‘জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ওকে উইকেটকিপিং কোচ করার কথা ভাবতে পারে বিসিসিআই। অতীতে জাতীয় দলে খেলার সময় ঋদ্ধির পরামর্শ পেয়ে ঋষভ পন্থ উপকৃত হয়েছে। সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষানদের গাইড করার

> ওর বাবা প্রশান্ত সাহা অগ্রগামীতে উইকেটকিপিং করত। বাবার প্র্যাকটিস দেখতে আসত ছোট পাপালিও। তারপর হঠাৎ করেই একদিন ওর বাবা আমাকে বললেন, ছেলেও ক্রিকেট খেলতে চায়। শুরুর দিকে ঋদ্ধি স্পিন-পেস দুটোই করত উৎসাহ নিয়ে। সঙ্গে ব্যাটিং তো ছিলই। শুরুর থেকেই একটা জিনিস দেখতাম, কিছুতেই ও অল্পে সন্তুষ্ট হত না।
>
> **জয়ন্ত ভৌমিক**

সুযোগ ও পেলে পরিবর্তনটা আপনারা দেখতে পারবেন।’

‘শিক্ষক’ ঋদ্ধিমানের দেখা অবশ্য ৩-৪ বছর আগে থেকেই মিলছে। কালীঘাট ক্লাব হয়ে এখন তিনি মোহনবাগান মাঠের পাশে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ক্রিকেটার তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। শিলিগুড়িতে এলেও অগ্রগামী সংঘে তাঁকে খুদে ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছে। জয়ন্তও মনে করেন ঋদ্ধির উইকেটকিপিংয়ে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা পেলে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হবে। তিনি বলেছেন, ‘ক্রিকেটের ব্যাকরণ মেনে তৈরি হয়েছে ওর উইকেটকিপিং স্কিল। তাই অন্য কিপারদের যে বল ধরতে জাম্প করতে হয় তা ও ফুট ওয়ার্ক কাজে লাগিয়েই ধরে ফেলে। সঙ্গে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ওর বলে নজর রাখা, গ্যাদারিং, টাইমিং- এই জন্যই তো রিকি পন্টিং, গ্যারি কার্স্টেন, সৈয়দ কিরমানিরা একসময় ঋদ্ধিকে বিশ্বের এক নম্বর হিসেবে মেনে নিয়েছিল।’

তবে ঋদ্ধিমানকে একটা সময় পর্যন্ত জয়ন্ত নাকি উইকেটরক্ষক করার কথা ভাবেননি! বলেছেন, ‘ওর বাবা প্রশান্ত সাহা অগ্রগামীতে উইকেটকিপিং করত। বাবার প্র্যাকটিস দেখতে আসত ছোট পাপালিও। তারপর হঠাৎ করেই একদিন ওর বাবা আমাকে বললেন, ছেলেও ক্রিকেট খেলতে চায়। শুরুর দিকে ঋদ্ধি স্পিন-পেস দুটোই করত উৎসাহ নিয়ে। সঙ্গে ব্যাটিং তো ছিলই। শুরুর থেকেই একটা জিনিস দেখতাম, কিছুতেই ও অল্পে সন্তুষ্ট হত না।’ বাবাকে দেখে ঋদ্ধিমান উইকেটকিপিংয়ে এলেও শুরুতে ঘামের সঙ্গে রক্তও ঝরাতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও পিছিয়ে না আসার ফল ৪০ টেস্টে দেশের উইকেটরক্ষার ভার। জয়ন্তর কথায় উঠে এসেছে সেই সব দিনের স্মৃতি, ‘একদিন ক্লাবের মাঠে বলের বাউন্স বুঝতে না পেরে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়। নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। তারপরও কান্নাকাটি না করে ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ভুল হয়েছিল?’

ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে না হলেও কত দূর পৌঁছাতে পারবে তা নিয়ে একটা সময় পর্যন্ত সন্দিহান ছিলেন জয়ন্ত। বলেছেন, ‘বালুরঘাটে সিনিয়ারদের একটি

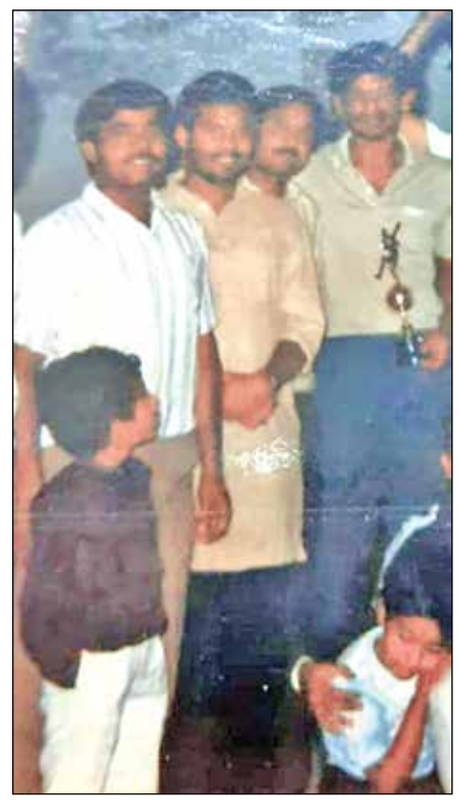

কোচের পরামর্শের অপেক্ষায় ছোট্ট ঋদ্ধি (বাঁয়ে)।

প্রতিযোগিতায় এক ব্যাটারের টপ এজ প্রায় বাউন্ডারি লাইন পর্যন্ত ধাওয়া করে ১৪ বছরের ঋদ্ধি ক্যাচ করেছিল। যা দেখে ওখানে সবাই ওর প্রশংসা করছিল। কিন্তু তারপরও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। সংশয় কাটে আমার বন্ধু ভরত অরুণের আশ্বাসবাণীতে। ২০০৩ সালে রনজি ট্রফির ম্যাচ খেলতে পাঞ্জাব দল নিয়ে ভরত এসেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে। তখন একদিন ওকে দেখে বলেছিল অনেক দূর যাবে তোমার ছাত্র। যা নিষ্ঠা দেখছি এই ছেলে দেশের হয়ে খেললেও অবাক হবে না।’

সেই কথা মিলিয়ে ২০০৭ সালে নাগপুরে টেস্ট অভিষেক ঘটিয়ে ফেলেন ঋদ্ধিমান। পেয়েছিলেন ‘ফ্লাইং সাহা’ তকমাও। সেই মৃগয়াক্ষেত্র থেকে ছাত্রের সরে আসা তাই আজ জয়ন্তর মন বেদনায় ভরিয়ে দিয়েছে।

সিএবি-র ‘অসৌজন্যতার’ শিকার ঋদ্ধিমান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : খেলা শুরুর আগে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় মাঠে হাজির হয়ে ঋদ্ধিমান সাহাকে সংবর্ধিত করেছিলেন।

কিন্তু ওইটুকুই! পরের তিনদিনে বাংলা ক্রিকেটের কোনও শীর্ষ কর্তাকে ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা বনাম পাঞ্জাব ম্যাচের আসরে দেখা যায়নি। গতকাল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মাঠে হাজির হয়ে বাংলার ম্যাচ দেখেন। কিন্তু আলাদাভাবে ঋদ্ধির সঙ্গে তাঁর সামনাসামনি দেখা বা কথা হয়নি।

আর আজ যখন একের পর এক উইকেট পড়ছিল পাঞ্জাবের, ইনিংসে জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল অনুষ্টুপ মজুমদারের বাংলা, তখনও ইডেনে সিএবি-র কোনও শীর্ষ কর্তার দেখা মেলেনি। ম্যাচ শেষের পর পাপালি আরও তিন-চার ঘণ্টা ইডেনেই ছিলেন। অথচ তাঁকে অবসরের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সিএবি-র তরফে শীর্ষ কর্তাদের কেউ ছিলেন না। কেন এমন অবস্থা? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সভাপতি স্নেহাশিস ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য মুম্বইয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাকি সতীর্থরা?

সচিব নরেশ ওঝা, যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস, কোশাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীদের কেউ মাঠে হাজির হয়ে ঋদ্ধিকে শুভেচ্ছা জানানোর সৌজন্যতা দেখাননি। বাংলার অনায়াস জয়ের পর ঋদ্ধিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু তারপরও বিষয়টি কারও নজর এড়ায়নি। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে মোট ৪০টি টেস্ট খেলেছেন পাপালি। প্রয়াত পঙ্কজ রায় (৪৩টি টেস্ট), সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের (১১৩টি টেস্ট) পরই বাংলা থেকে ভারতীয় দলে টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের তালিকায় তিন নম্বরে ঋদ্ধি। বর্তমান বাংলা ক্রিকেটের যা অবস্থা, আগামী ৩০-৪০ বছরেও আর কেউ বাংলা থেকে ৪০টি টেস্ট খেলবেন বলে মনে হয় না। এহেন ঋদ্ধিকে কি আরও একটু সম্মান প্রদর্শন করা যেত না? দেখানো যেত না সৌজন্যতা?

প্রশ্ন উঠছে। শুরু হয়েছে বিতর্কও। কিন্তু অদ্ভুতভাবে নীরব সিএবি। খেলা শুরুর আগে ফুল আর শাল উপহার দিয়েই দায় সেরেছে সিএবি।

অগ্রগামী সংঘের মাঠে তরুণ ঋদ্ধির অনুশীলন।

বাড়িতে বাবা-মায়ের আফসোস বাংলা নিয়ে

প্রথমবার আইপিএল নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্সে সুযোগ পাওয়ার পর দুই ছাত্র ঋদ্ধিমান ও দেবব্রত দাসের সঙ্গে কোচ জয়ন্ত ভৌমিক।

শুভময় সান্যাল ও ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সকাল থেকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ভরে ছিল শক্তিগড়ে ঋদ্ধিমান সাহার পৈতৃক বাড়িটা। সকালের মেঘলা আবহাওয়া বাড়ির গাম্ভীর্য আরও বাড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে বাড়ির দুই প্রবীণ সদস্য জিও সিনেমা অ্যাপে চোখ রেখেছিলেন ছোট ছেলেকে শেষবারের মতো বাইশ গজের লড়াইয়ে দেখতে। ইচ্ছা ছিল আরও একবার ঋদ্ধিমানকে ব্যাট হাতে দেখবেন। কিন্তু পাঞ্জাব ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতায় ও ছেলের সতীর্থদের দক্ষতায় সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

জীবনের শেষ ম্যাচে ৭ বলে ০ রানে বন্ধ হয়েছে ঋদ্ধিমানের ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যানের খাতা। তারপরও আক্ষেপ নেই তাঁর বাবা প্রশান্ত সাহা ও মা মৈত্রেয়ী দেবীর। দুইজনেই ডুবে রয়েছেন ঋদ্ধির ১৭ বছর ধরে প্রথম শ্রেণির ও এক দশকের ওপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্মৃতিতে। প্রশান্ত বলেছেন, ‘ভেবেছিলাম শেষ ম্যাচে বড় রান করবে। হয়নি, খেলায় এমনটা হয়েই থাকে। আমাদের অনেক বেশি আফসোস হচ্ছে বাংলা পরবর্তী রাউন্ডে যেতে পারল না বলে।’ কয়েকদিন আগে বাড়িতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৈত্রেয়ী পায়ে চোট পাওয়ায় কলকাতায় গিয়ে ঋদ্ধির খেলা দেখার পরিকল্পনা ছাড়তে হয় তাঁর মা-বাবাকে। সেই আক্ষেপ হয়তো তাঁদের মনে থাকবেই। তার মধ্যেও প্রশান্ত বলেছেন, ‘এতদিন যে সব দুর্লভ মুহূর্ত আমাদের উপহার দিয়েছে তারপর কোনও অভিযোগ নেই ওর কাছে। যেদিন ওকে প্রথম ক্রিকেট শেখানোর জন্য অগ্রগামী সংঘে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিনও এতকিছু ভাবিনি।’

একটা সময় ক্রিকেট কেরিয়ারের স্বার্থে দিনের পর দিন শক্তিগড়ের বাড়িতে আসা হয়নি ঋদ্ধিমানের। বর্তমানে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। মাসে দুই-তিনদিন করে তিনি বাড়িতে কাটিয়ে যাচ্ছেন। অবসরের পর সেই মেয়াদ কি বাড়বে? অপেক্ষা নিয়েই মৈত্রেয়ী বলেছেন, ‘বেশ কিছু স্কুল-কোচিং সেন্টারের সঙ্গে ও জড়িয়ে রয়েছে। সব কিছু সামলে ও কী করে দেখি!’

ঋদ্ধিমান ও জয়ন্তের সঙ্গে কামাল হাসান।

আরও পাঁচ বছর অপেক্ষায় থাকুন

কামাল হাসান মণ্ডল

(শিলিগুড়ি থেকে প্রাক্তন রনজি ক্রিকেটার ও ঋদ্ধিমানের সতীর্থ)

উত্তরবঙ্গ থেকে আরও একটা ঋদ্ধিমান সাহা পেতে অন্তত পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তারপরও কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার উঠে আসবে কি না আমি নিশ্চিত নই। আমাদের সময়ে তবু কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে খেলার সুযোগ ছিল। এখন তো স্টেডিয়ামে ক্রিকেট বন্ধ। খোলা মাঠে খেলে স্টেডিয়ামে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকছে ঋদ্ধিমানের উত্তরসূরিদের জন্য। যা একেবারেই সহজ হবে না। আর পাপালিকে বলব আমি বরাবর তোর উইকেটকিপিংয়ের ফ্যান ছিলাম। আজ থেকে যার অভাব অনুভব করব। এতদিন ক্রিকেটকে অনেক সময় দিয়েছিস, এবার কিছু সময় পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখ।

শেষবারের মতো ক্রিকেট কফিন টেনে বাড়ি ফিরছেন।

আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে : সামি

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি : ১৮ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার। শনিবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৩ রানে জয়ের মাধ্যমে যার শেষটা হল ঋদ্ধিমান সাহার। সতীর্থ প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও অভিষেক পোড়েলের কাঁধে চেপে শেষবারের মতো প্রিয় ইডেন গার্ডেন্স ছাড়লেন উত্তরবঙ্গের ক্রিকেট আইকন। এদিনই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া শিলিগুড়ির পাপালিকে নিয়ে আবেগে ভাসলেন জাতীয় দলে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ মহম্মদ সামিও।

টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে বিশেষত টেস্টে সামি-ঋদ্ধি জুটি বহু ম্যাচে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলার হয়েও দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি২০ ম্যাচের প্রস্তুতির ফাঁকে ৪০টি টেস্ট খেলা ঋদ্ধিমানকে নিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন তারকা পেসার। সামি বলেছেন, ‘আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের একজন সত্যিকারের লেজেন্ডকে বিদায় জানালাম। স্টাম্পের পিছনে ওর গ্লাভওয়ার্ক ছিল অনবদ্য। ঋদ্ধির সঙ্গে মাঠ ও মাঠের বাইরে একাধিক দুর্দান্ত মুহূর্ত কাটিয়েছি। যা কখনও ভোলার নয়। ঋদ্ধির ক্রিকেটীয় পরম্পরা আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলা রনজি দল থেকে টিম ইন্ডিয়া- ঋদ্ধির আত্মত্যাগ ও ক্রিকেটের প্রতি আবেগ শিক্ষণীয়। ওর অবসর পরবর্তী জীবনের জন্য শুভেচ্ছা রইল।’

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শালিনী দে চৌধুরী :** তোমার শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। **তোমার বাড়ির সকলে।** আদরপাড়া, জলঃ।

একপেশে জয়ে নায়ক কামিংস

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৪
(শুভাশিস-২, মনবীর-২)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : লিগ-শিল্ডের কাছে ক্রমশ এগোচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এদিনের লড়াই ছিল সম্পূর্ণ অসম। তবু প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি ৩-২ গোলে বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারিয়ে দেওয়ায় শুরু থেকেই এমন বাড়তি তাগিদ দেখালেন সবুজ-মেরুন জার্সিধারীরা যে তাতেই শুরু থেকে মাজা ভেঙে উঠে দাঁড়ানোর যাবতীয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ফলে তিন পয়েন্ট এবং ক্লিনশিটের লক্ষ্যে সফল মোহনবাগান।

১২ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর কর্নারে পর মনবীর সিংয়ের ফ্লিক হয়ে পরপর জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংস-দীপেন্দু বিশ্বাস হয়ে বলটা শুভাশিস বসুর পায়ে এলে তিনি নিশ্চিন্তে বলটা যখন গোলে ঠেলছেন তখন দুই পাশে দাঁড়ানো জো জোহেরলিয়ানা এবং ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের দর্শকের ভূমিকায়। মহমেডানের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচেও গোল ছিল শুভাশিসের। আর মহমেডানের এখন যা পরিস্থিতি তাতে ফুটবলারদের দোষও দেওয়া যাবে না। এটাই তাঁদের জীবিকা। সেখানে পেটে ভাত না থাকলে কীভাবে বাড়তি তাগিদ তাঁরা দেখাতে পারেন? ফলে ২০ মিনিটের মধ্যেই ২-০ গোলে মোহনবাগানের এগিয়ে যাওয়া আটকাতে পারেনি মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। দ্বিতীয় গোলও সেট পিস থেকে। কামিংসের কর্নার থেকে মনবীরের হেডে। বিরতির আগেই খেলা শেষ শুভাশিসের তিন নম্বর গোলে। ৪৩ মিনিটে কামিংসের ফ্রি কিক ব্যাক হিল করেন ম্যাকলারেন। সামনে দাঁড়ানো শুভাশিস বাঁ পায়ে গোলে ঠেলে, সামারসল্টে মনে করালেন ফিকরু তোফেরাকে। তাঁর এটা ছয় নম্বর গোল এবং ডিফেন্ডারদের ১৫তম। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা যে বলেন, তাঁর দলে ডিফেন্স এবং অফেন্সের একই কাজ, আলাদা নয়, সেটা তো সত্যিই। কথার কথা নয়। তৃতীয় গোলের পরও অবশ্য নাটক বাকি ছিল। বিরতির বাঁশি বাজার ঠিক আগেই কাশিমভ বিশ্রি ভঙ্গিতে টম অ্যালড্রেডকে ফাউলের পর লাথি মেরে সরাসরি লাল কার্ড দেখলেন। এরপরই মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে দেখা গেল মুখ ঢেকে ডাগআউটে বসে পড়তে। তিনিও বুঝলেন 'হারানোর কিছু নেই' বললেও তাঁর দল আসলে সর্বহারা।

প্রথমার্ধে মহমেডানের একটাই সুযোগ। সংযুক্তি সময়ে মিরজালোল কাশিমভের কর্নার থেকে মনবীর সিংয়ের হেড দুর্দান্ত বাঁচান বিশাল কেইথ। ৪৬ মিনিটে একটাই খারাপ হল মোহনবাগানের। লালরেমসাঙ্গা ফানাইকে বক্সের ঠিক বাইরে ফাউল করে কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে নেই অ্যালড্রেড। নেই আপুইয়াও। পরের পাঞ্জাব সিটি এফসি ম্যাচটা ঘরের মাঠে হলেও চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে গুরুত্ব অপরিসীম। দুজন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এই দুজনের না থাকা ফ্যাক্টর হতে পারে। ৫৩ মিনিটে মনবীরের হেডে করা দ্বিতীয় ও দলের চার নম্বর গোলের ক্রস কামিংসের। এদিন গ্রেগ স্টুয়ার্টের জায়গায় শুরু করা কামিংস নিজে গোল না পেলেও প্রতিটি গোলে নিজের অবদান রাখলেন। ফলে তিনি ম্যাচের সেরা। কামিংস ছাড়া দলে পরিবর্তন বলতে আশিস রাই ও সাহাল আব্দুল সামাদ প্রথম একাদশে ঢোকেন। ৮১ মিনিটে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের শট ক্রসপিসের কোণায় লেগে না বেরিয়ে গেলে পাঁচ গোল হয়ে যায়।

এদিনের ম্যাচ ছিল নামেই ডার্বি। ধারে ও ভারে এতটাই এগিয়ে মোহনবাগান যে সমর্থকরাও এই সরস্বতীপুজোর আগের রাতে আর গ্যালারি ভরানোর আগ্রহ দেখাননি। ফলে ডার্বিতে দর্শকসংখ্যা মাত্র ১০ হাজার ১৮৯। এই ম্যাচের পর মোহনবাগানের পয়েন্ট হল ১৯ ম্যাচে ৪৩। মহমেডান ১৮ ম্যাচে সেই ১১-তেই আটকে থাকল।

মহমেডান ঃ পদম, জুডিকা, ফ্লোরেন্ত, জোহেরলিয়ানা, সাজ্জাদ (বোরা), মনবীর (অমরজিৎ), কাশিমভ, অ্যালেক্সিস (মার্ক), ইরশাদ (লালরিনফেলা), রেমসাঙ্গা (অ্যাডিসন) ও ফ্রাঙ্কা।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, টম, দীপেন্দু (সৌরভ), শুভাশিস, মনবীর (দিমি), সাহাল (অভিষেক), আপুইয়া, লিস্টন (আশিক), কামিংস (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন।

হারল বেঙ্গালুরু

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলের ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-কে ৩-২ গোলে হারাল পাঞ্জাব এফসি। পাঞ্জাবের হয়ে গোলগুলি করেন আসমিল সুলজিক, ফিলিপ ও লুকা মাজসেন। বেঙ্গালুরুর হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এগার মেন্ডিজ ও রাহুল ভেকে। ১৯ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বেঙ্গালুরু।

গোল করার পর মনবীর সিংকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সাহাল আব্দুল সামাদ ও লিস্টন কোলাসো। শনিবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মহমেডান-বাগান ম্যাচ উন্মাদনাহীন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : খাতায়-কলমে ম্যাচটা ডার্বি। কিন্তু তার উন্মাদনা বিন্দুমাত্রও টের পাওয়া গেল না শনিবারের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গ্যালারিতে সমর্থকের সংখ্যাটা বোধহয় হাতে গুনেও বলে দেওয়া সম্ভব। উলটোদিকে কার্যত খাঁখাঁ করছে সবুজ-মেরুনের গ্যালারিও। দেখে বোঝা দায় যে ম্যাচটা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে কলকাতার আরেক প্রধান মহমেডানের।

ম্যাচটা যুবভারতীতে আয়োজনের জন্য কত না কাঠখড় পুড়িয়েছে সাদা-কালো ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু যাদের জন্য এত কিছু তারা কোথায়? দুই দলের গ্যালারি মিলিয়ে মেড়েকেটে হাজার দশেক দর্শক গ্যালারিতে। আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে যা পরিস্থিতি তাতে মহমেডানের ক্ষেত্রে ছবিটা কিছুটা প্রত্যাশিতই। কিন্তু মোহনবাগানের শেষ কয়েকটা হোম ম্যাচে সমর্থকরা যেভাবে গ্যালারি ভরিয়েছেন তাতে এই ম্যাচ থেকে আর্থিক লাভের আশায় ছিলেন সাদা-কালো কর্তারা। কিন্তু কোথায় কী। যা টিকিট ছাড়া হয়েছিল তার অর্ধেকও বিক্রি হয়নি। প্রথমত সর্বনিম্ন টিকিটের দাম সাড়ে তিনশো। তারওপর ম্যাচটা কোথায় হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটাই দেরি করে ফেলে সাদা-কালো ম্যানেজমেন্ট। ফলস্বরূপ টিকিট ছাড়তেও দেরি। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে টিকিট পাওয়া গিয়েছে মাত্র দুইদিন। তাও শুক্র আর শনিবার। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও অনেক সমর্থকই টিকিট কাটতে পারেননি।

জার্সি, পতাকা বিক্রেতাদেরও ব্যবসায় মন্দা। ডার্বিতে তাঁদেরও বাড়তি প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু সমর্থকরা মাঠে না আসায় হতাশ মুখে ফিরলেন তাঁরাও। এক জার্সি বিক্রেতা বললেনও, 'মোহনবাগানের অন্য ম্যাচেও বিক্রিবাটা এর বেশি হয়।' সবমিলিয়ে বড় ম্যাচের মেজাজটাই যেন এদিন কোথায় হারিয়ে গেল।

বিজ্ঞপ্তি
কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিঃ নং- ২৬ তাং- ২৫.০২.৫৯
ক্ষুদিরাম সরণী, পোষ্ট ও জেলা- কোচবিহার
ফোন নং- (০৩৫৮২) ২৯৫৮১৬
ব্যাঙ্কের সকল গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে ১৫.০২.২০২৫-এর মধ্যে নিজ অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে আপনাদের KYC ডকুমেন্ট ও ২ কপি পাসপোর্ট ছবি ব্যাঙ্কের হেড অফিস বা শাখা অফিসে জমা দিন।
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

ইস্টবেঙ্গলে সম্মানিত কোলাসো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : দেশের সফল কোচদের তালিকায় তাঁর নামটা উপরের দিকে থাকবে। ডেম্পোকে পাঁচবার ভারতসেরা করেছেন। কোচিং করিয়ে গিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলেও। সেই বর্ষীয়ান গোয়ান কোচ আর্মান্দো কোলাসোকে এইবছর দ্রোণাচার্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। শনিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রশিক্ষণে খেলা দীপক মণ্ডল, অ্যালভিটো ডি কুনহা, সৌমিক দে, অর্ণব মণ্ডলের মতো ফুটবলাররা। অনুষ্ঠান শেষে আর্মান্দো বলেছেন, 'কোচেরা ম্যাজিশিয়ান নয়। তাদেরকে সময় দিতে হবে। ক্লাব কিংবা জাতীয় স্তর সবক্ষেত্রে এই কথাটা প্রয়োজ্য। আমার ওপর ডেম্পো কর্তারা আস্থা রেখেছিলেন বলেই সাফল্য পেয়েছি।' ইস্টবেঙ্গলের সুদিন ফিরবে বলে আশাবাদী এই গোয়ান কোচ। তিনি বলে গেলেন, 'ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কারকে আমি চিনি। ওকে সময় দিতে হবে।'

বাজেটে ক্রীড়া বরাদ্দ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ক্রীড়াক্ষেত্রে বাজেট বাড়ল উল্লেখযোগ্যভাবে। বিশেষ জোড় খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে।

খেলো ইন্ডিয়ার মূল লক্ষ্যই হল তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলে আনা। সেদিকেই এবার বাড়তি জোড় দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। সম্ভবত সেজন্যই খেলো ইন্ডিয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ হাজার কোটি টাকা। যা গতবারের তুলনায় একশো কোটি টাকা বেশি। এই অর্থবর্ষে ক্রীড়াক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে সাড়ে তিন হাজার কোটিরও বেশি। অঙ্কটা গতবারের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বেশি।

আগামী এক বছরে অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতা নেই। সেদিক থেকে এই বাজেট বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের ইচ্ছাপ্রকাশ করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে চিঠি দিয়েছে ভারত। সেজন্যই দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রীড়াবিদদের উন্নতির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জাতীয় গেমসে রুপো অচিন্ত্যর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : ৩৮তম জাতীয় গেমসে ৮১ কেজি ভারোত্তোলনে রুপো জিতলেন বাংলার অচিন্ত্য শিউলি। পুরুষদের খো খো-তে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলার পুরুষ দল। শুটিংয়ে মিক্সড ইভেন্টে অভিনব সাউ এবং ইস্মিতা ভাওয়াল বাংলাকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন। ওয়াটার পোলোতে গ্রুপপর্বের ম্যাচে বাংলার পুরুষ দল ১২-৬ ফলে হারিয়েছে পাঞ্জাবকে।

বাগানের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মিট

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার মোহনবাগানের বার্ষিক ক্রীড়া অ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মোহনবাগান ২০৮ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ইস্টবেঙ্গল ১৩১ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হয়েছে।

ফিউচার কাপ ক্রিকেটে জয়ের পর ট্রফি নিয়ে কৃষি ফার্ম ক্রিকেট ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন কৃষি ফার্ম ক্লাব

হলদিবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ফিউচার কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল কৃষি ফার্ম ক্রিকেট ক্লাব। ফাইনালে তারা ১৯ রানে মেলার মাঠ ড্রাগ নাইট দলকে হারিয়েছে। প্রথমে কৃষি ফার্ম ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩২ রান তোলে। জবাবে মেলার মাঠ ৭ উইকেটে ২১৩ রানে থেমে যায়। ফাইনালের সেরা কৃষি ফার্মের ডোনিল দত্ত। সেরা ব্যাটার বোয়ালমারির ওয়াইল্ড লেপার্ডের অনিকেত মৈত্র। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা বোলার মাজার শরিফ দলের রিয়াজ ইসলাম। *ছবি : অমিতকুমার রায়*

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন ধলোগুড়ি

ফেশ্যাবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ডুমনিগুড়ি যুব সংঘের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ধলোগুড়ি ডিজে ক্লাব। ফাইনালে তারা ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছে দিনহাটা সুপার সিক্স দলকে। ফাইনালের সেরা চ্যাম্পিয়ন দলের রবিজিৎ বর্মন। সেরা ডিফেন্ডার রানার্স দলের সাহিদ আলম, সেরা স্ম্যাশার রবিজিৎ, সেরা সেটার ধলোগুড়ির ইমরান হোসেন।

জয়ী ইউনাইটেড

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে অপূর্ব সিংহ। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার ইউনাইটেড ক্লাব ৩ রানে দেওয়ানহাট কালীবাড়ি ইউনিটকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ইউনাইটেড ৩৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯০ রান তোলে। সন্দীপ রায় ২৯ রান করেন। সুব্রত দাস ৪৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে দেওয়ানহাট ৩৩.২ ওভারে ১৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। সুব্রত দাস ৫৭ রান করেন। সাগর কার্জি ৪৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা ইউনাইটেডের অপূর্ব সিংহ। রবিবার খেলবে মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ ও বুড়িরপাট ক্লাব।

জয়ী জনকল্যাণ

চালসা, ১ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার বিধাননগর জনকল্যাণ সোসাইটি ১০১ রানে বিধাননগর টাইটান্সকে হারিয়েছে। প্রথমে জনকল্যাণ ১২ ওভারে ৩ উইকেটে ২০০ রান তোলে। জবাবে টাইটান্স ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৯ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা আবু হোসেন।